শিক্ষক সহায়িকা

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

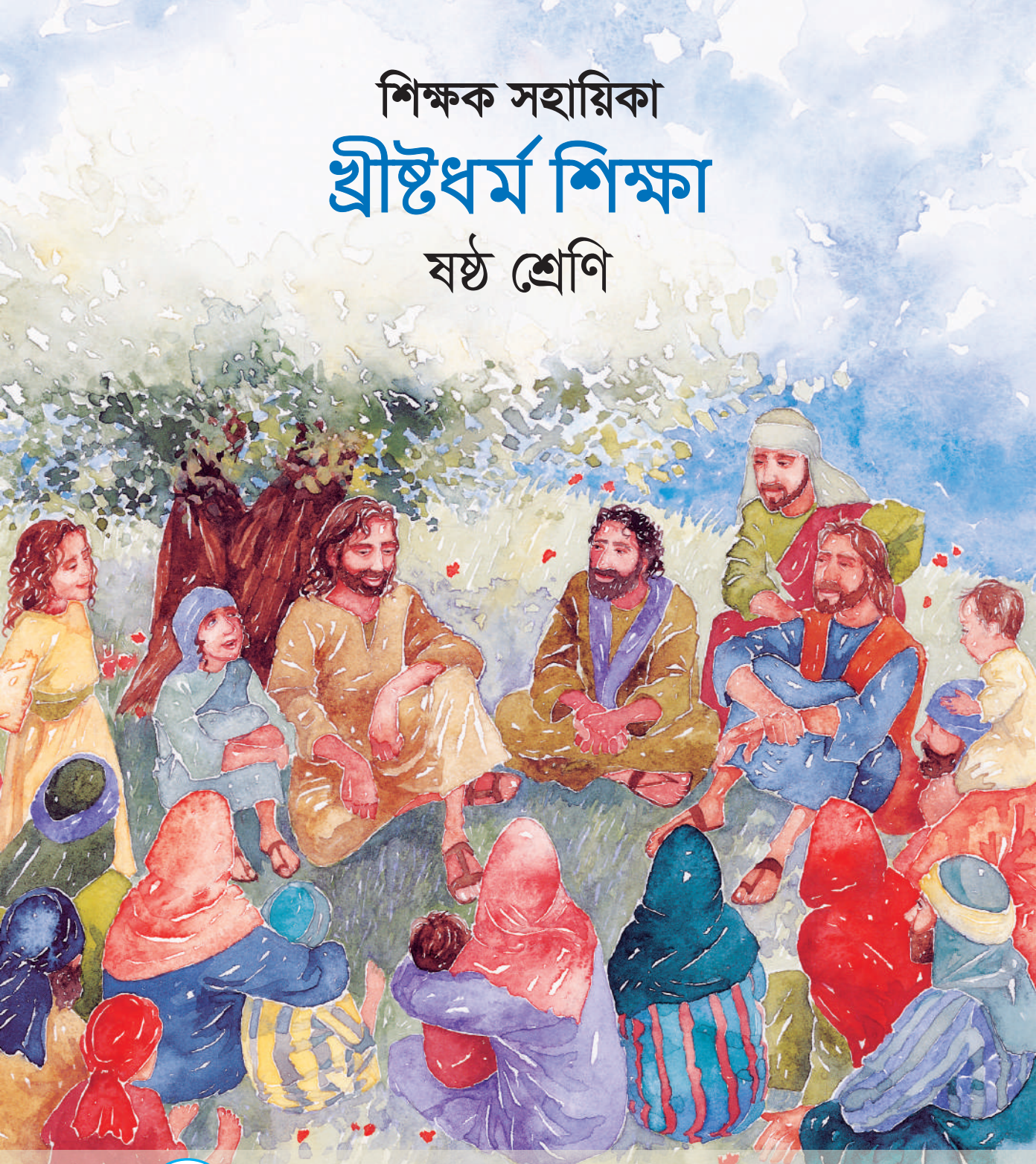

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে সাবান দিয়ে ফেনা তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন থেকে আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল আলতোভাবে মুঠো করে ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা
পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা
রেভারেন্ড জন এস. কর্মকার
রেভারেন্ড মার্টিন অধিকারী
মো. মাহমুদ হোসেন
শিউলী ক্লারা রোজারিও
সুইটি বৃজেট গোমেজ
ব্রাদার সুমন জে. কস্তা, সিএসসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

প্রচ্ছদ ও চিত্রণ

ক্যারোলিন কক্স

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ বাইবেল এর চিত্রকর

© বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

শেষ প্রচ্ছদ

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

Adoration of the Magi (১৪৮১) অবলম্বনে

চিত্রলৈখিক নকশা প্রণয়ন

মো. মাহমুদ হোসেন

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

মো. মাহমুদ হোসেন

সমন্বয়

অধ্যাপক মো. মোসলে উদ্দিন সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: _____

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালীতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও তার সুষম বণ্টন যেমন ঘটেনি, তেমনি সামাজিক উন্নয়নও তাল মেলাতে পারছে না। ফলে এখনও রয়ে গেছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষার মতো মৌলিক সমস্যাবলি। যে কারণে জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। আশা করা যায় প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্র সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

এই বই নিয়ে কয়েকটি কথা

প্রিয় শিক্ষক,

ষষ্ঠ শ্রেণির খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই!

এটি একটি শিক্ষক সহায়িকা যা ষষ্ঠ শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন তথা experiential learning-এর সেশনসমূহ আপনি কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করবে। এ বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা সামর্থ্যকে থামিয়ে রাখতে চায় না, বরং আপনার পূর্বজ্ঞানের সাথে একটি সাহায্যকারী গ্রন্থ হিসেবে উপস্থিত থাকতে চায় এক এবং অভিন্ন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তা হলো আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে এই নতুন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের সম্পূর্ণ ফলটুকু অর্জন করতে পারে।

প্রায় কোনো রকম jargon বা বিভাষা ব্যবহার না করে এই বইটি প্রাঞ্জল ভাষায় লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেশনের পূর্বে, সেশন চলাকালীন- যেকোনো সময় আপনি এই বইটি consult করতে পারেন। আমাদের পরামর্শ হলো অবশ্যই সেশনের পূর্বে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই বইটির শরণাপন্ন হোন। এই বইয়ে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোকে অনুসরণের পাশাপাশি চিন্তার খোরাক হিসেবেও নিন এবং আপনার নিজের উপলব্ধির সাথে মিলিয়ে নতুন নতুন উপায়ে আপনার শ্রেণিকক্ষকে আরও আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে তুলুন।

এই বই এবং সংশ্লিষ্ট text-এ পবিত্র বাইবেল হিসেবে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত Bangla Bible Common Language বা পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নতুন নিয়ম-কে অনুসরণ করা হয়েছে। একইভাবে খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক শব্দের বানানরীতির ক্ষেত্রেও এই মুদ্রণের উপর নির্ভর করা হয়েছে (এরকম ভিন্ন বানানের একটি তালিকা এই বইটির পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে)। এর পাশাপাশি “আরও কিছু সুন্দর বই” শিরোনামে একটু পর খ্রীষ্টধর্মের কিছু বইয়ের পরিচয় জানানো হয়েছে যা আপনার এবং শিক্ষার্থীর জন্য বেশ উপভোগ্য হতে পারে।

প্রিয় শিক্ষক, চারটি সুসমাচারে যীশুকে যে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মাঝে ৪৫ বার তাঁকে ডাকা হয়েছে শিক্ষক হিসেবে। আপনিও একজন শিক্ষক। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষাদানের এই মহান দায়িত্বে আপনি সুসফল হোন, অন্তর থেকে এই কামনা থাকলো।

এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

Experiential learning সম্বন্ধে আপনার পরিষ্কার ধারণা এই বইটি ব্যবহারের জন্য আপনাকে সর্বাধিক সাহায্য করবে। Experiential learning-এ মোটা দাগে শিক্ষার্থীরা একটি learning cycle বা শিখন চক্রের মধ্য দিয়ে যায়, যার চারটি ভাগ আছে।

অভিজ্ঞতা

নিচে চক্রটি সংক্ষিপ্তভাবে আপনার সামনে তুলে ধরছি।

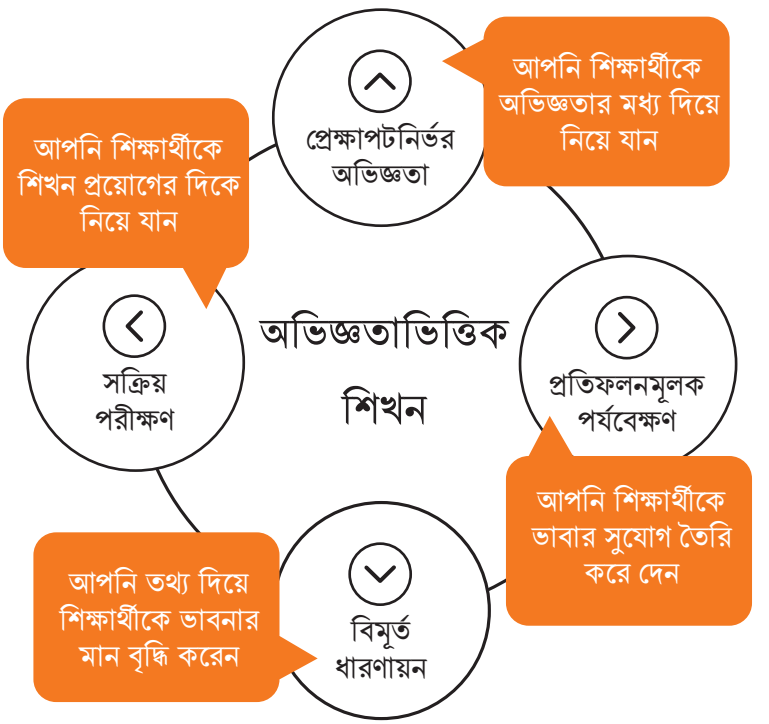

এই চক্রটি আশা করে যে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ, বিমূর্ত ধারণায়ন এবং সক্রিয় পরীক্ষণ এই চারটি ধাপে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবে। ষষ্ঠ শ্রেণির সেই তিনটি শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাগুলো দেখুন:

- ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা
- খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা

- ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

যোগ্যতা

লক্ষ করুন, উপরের তিনটি যোগ্যতা প্রকৃতিগতভাবে আগের শিখনফল বা learning outcome থেকে ভিন্ন। এই নতুন ভাবনায় যোগ্যতাকে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা এই যোগ্যতা বা যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে যা তাদের নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত করবে। আরও জানতে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পড়ার জন্য অনুরোধ রইলো।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতিতে আপনি মানে শিক্ষক একজন সহায়তাকারী এবং শিশু তথা শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকায় আসীন হয়। আপনি শিক্ষক হিসেবে যা যা করলে শিক্ষার্থী প্রতিটি যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাই মূলত এই বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ্রীষ্টধর্মের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত তিনটি যোগ্যতা এই বইটিতে মোট ছয়টি বহুধাপী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। যেমনটি বলেছিলাম, সময়ের সাথে সাথে আপনিও চাইলে এই বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন অভিজ্ঞতা design করতে পারেন।

এই বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু ফাঁকা জায়গা রাখা আছে। সেখানে কোনো সেশন নিয়ে আপনার ভাবনা, শিখন কৌশল নিয়ে কোনো চিন্তা, নতুনত্ব আনার জন্য কোনো পরিকল্পনা, প্রভৃতি লিখে রাখতে পারেন। একটি খুব আন্তরিক চাওয়া হলো এই বইটির সাথে আপনার সখ্যতা গড়ে উঠুক।

সেশন

লক্ষ করুন, experiential learning-এ সনাতন ক্লাস বা শ্রেণিকক্ষের ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে চাওয়া হয়। তাই “ক্লাস” বোঝাতে “সেশন” ব্যবহার করা হয়েছে।

যোগ্যতা	বহুধাপী অভিজ্ঞতার সংখ্যা	৪৫ মিনিট ধরে সেশনের সংখ্যা
১	১	১৭
২	২	১৯
৩	৩	২০
	মোট	৫৬

এখন চলুন, প্রতিটি যোগ্যতার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ ৬৭.৫ শিখন ঘন্টার বন্টন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। এর সাথে সবগুলো সেশন আপনি বছর জুড়ে যেভাবে পরিচালনা করতে পারেন তাও তুলে ধরছি।

লক্ষ করুন, experiential learning-এ শিক্ষার্থীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া বা field trip- কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই আপনি চাইলে বছরব্যাপী উদ্‌যাপিত খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন উৎসবগুলোকে এই পরিকল্পনার আওতার field trip- এর জন্য বিবেচনা করতে পারেন। একটি উদাহরণ দেই: আপনি উপবাস কালের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে পুণ্য শুক্রবার বা Good Friday এর জন্য গির্জায় বা অন্যত্র field trip- সংগঠিত করতে চাইলে বর্ষপঞ্জিতে দেখুন কখন Good Friday হবে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগেই নেওয়া শুরু করুন। এছাড়াও আশা করছি এই বাৎসরিক পরিকল্পনাটি আপনাকে বিভিন্ন ভাবনার খোরাক দিবে।

এই বইটিতে বিবৃত সেশনসমূহ শিক্ষার্থীর বইয়ে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে সহজ করে ছবি দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেশনকে শিক্ষার্থীর বইয়ে ''সেশন'' না বলে বলা হয়েছে ''উপহার''। যেমন যদি এই বইয়ে একটি সেশনের শিরোনাম হয় ''সেশন নং ১'', তবে শিক্ষার্থীর বইয়ে সে সেশনের জন্য প্রযোজ্য অংশের নাম রাখা হয়েছে ''উপহার ১''।

''যোগ্যতা''-কে শিক্ষার্থীর বইয়ে ''যোগ্যতা'' নামে রাখা হয়নি। এর পরিবর্তে প্রতিটি যোগ্যতা নাম দেওয়া হয়েছে ''অঞ্জলি''। যেমন ''যোগ্যতা ১'' শিক্ষার্থীর বাইয়ে ''অঞ্জলি ১'' নামে রাখা হয়েছে।

এই বইটিতে যেকোনো link যা youtube video বা অন্যান্য resource-কে ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়, তা ব্যবহারের সুবিধার্থে QR Code একটি সুবিধাজনক সংকেত যা আপনি আপনার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পড়ে নিতে পারেন। এই সংক্রান্ত ''Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা'' এই বইটির পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, সকল জেন্ডারের শিক্ষার্থীরা স্বীয় স্বকীয়তা নিয়ে যাতে বিভিন্ন কাজগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেটা নিশ্চিত করুন।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে সজাগ থাকুন, নিজেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করুন: আপনার কোনো কাজে জেন্ডারের শিক্ষার্থী বঞ্চিত বা নিগৃহীত হচ্ছে কি?

আরেকটা কথা, এই বইয়ে বিভিন্ন চিহ্ন তথা icon ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা প্রদান করা হয়েছে। যখনই কোনো icon দেখবেন উক্ত icon- সংক্রান্ত তথ্যটি বিবেচনায় রাখবেন। নিচে icon- গুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা ধারণা – জানুন, মনে রাখুন

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

বিমূর্ত ধারণায়ন

সক্রিয় পরীক্ষণ

পবিত্র বাইবেল\

আলোচনার জন্য প্রশ্ন/topic\

 একটি সম্পূর্ণ বহুধাপী অভিজ্ঞতা

 গান

 তালিকা/বিবরণী লেখা

 নাকট/অভিনয়/ভূমিকাভিনয়

 নির্দেশনা

 নোট

প্রশ্ন/জিজ্ঞাস্য

প্রার্থনা

বিশেষ ভাবনা

মূল্যায়ন

কোভিড-১৯ অতিমারি বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্য সম্পাদন করা হবে তা নতুনভাবে ভাবতে

বিশেষ ক্ষেত্রে এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

শিখিয়েছে। পরিচিত, কোলাহলমুখর এবং প্রাণচঞ্চল সরাসরি সেশনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর একজন শিক্ষক হিসেবে সহস্র সীমাবদ্ধতার মাঝেও আপনি এই নিদারুণ সময়ে হয়তো online মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করেছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

লক্ষ করুন, সেশন online হোক বা সরাসরি, শিখন-শিক্ষণের মূল দর্শন বা ভাবনা কিন্তু একই। তাই কিছু বিশেষ প্রস্তুতি আপনাকে সরাসরি সেশনের অনুরূপ দক্ষতা বা সাবলীলতায় online সেশন পরিচালনার জন্য কিন্তু প্রস্তুত করতে পারে। আর কোভিড-১৯ বা এ জাতীয় কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে দেশ বা এলাকাব্যাপী লকডাউনে পুনরায় online সেশন চালু হওয়া সম্ভবপর একটি ঘটনা। সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই প্রস্তুতি অর্জন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইয়ে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে, বিশেষভাবে অনলাইনে কীভাবে পরিচালনা করবেন তার কিছু প্রস্তাব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং আরও কিছু সক্ষমতা যেমন কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিগম্যতা, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা, প্রভৃতি আপনাকে এখানে প্রস্তাবিত উপায়গুলোকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাত্রার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এই প্রস্তাবগুলো আপনার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার অনুরোধ রইলো।

যে সকল শিক্ষার্থীর শুনতে, বলতে, দৃষ্টিসংক্রান্ত অথবা অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের জন্য online সেশন সম্পাদনে বিশেষভাবে যত্ন নিন। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। কোনো কাজ সম্পাদনে অন্য শিক্ষার্থী থেকে তাকে সময় বাড়িয়ে দিন। খুঁজে দেখুন বিশেষ কোনো শিক্ষা উপকরণ আছে কি না যা ঐ শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে। যেমন দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় screen-এর সকল text পড়ে শোনায় এমন application ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন একটি free application হলো NVDA (www.nvaccess.org)। পাশাপাশি যে শিক্ষার্থী কিঞ্চিৎ দেখতে পায় তার জন্য monitor-এর scaling level বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা দিন।

Online সেশন পরিচালনায় কিছু application software যেমন Zoom বা Google Classroom এমনকি Facebook-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই application-গুলো বেশ সহজ বা intuitive যা আপনি হয়তো ইতঃপূর্বে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার করতে পারা এবং ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারা প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের জন্য পূর্বাবশ্যক। তাই application-গুলো ব্যবহারে পারদর্শী হতে চেষ্টা করুন। এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ হলে তাতে অংশগ্রহণ করুন, YouTube-এ বাংলা কিংবা ইংরেজিতে সহায়ক video দেখুন বা পরিচিত কারও কাছ থেকে শিখে নিন।

প্রথম এবং প্রধান কথা হলো শিখন-শিক্ষণ একটি সামাজিক ঘটনা। তাই এটা মাথায় রাখুন online-এ শিক্ষার্থীরা যাতে একে অপরের সাথে এবং আপনার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণের সকল ধাপে অংশগ্রহণ করে। এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল আলোচনার আয়োজন বা অবস্থা সৃষ্টি করা। এই আলোচনা যখন প্রাঞ্জল হয়, শিক্ষার্থীরা যখন আনন্দের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তখন online-এ সেশন সম্পাদনের যে সকল ত্রুটি আছে তা অনেকাংশে লাঘব হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো আপনার online সেশনটি যাতে শিক্ষার্থীর জন্য আগ্রহোদ্দীপক এবং উষ্ণ হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই বইয়ের বর্ণিত সকল সেশনগুলো এমনভাবে design করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা খুব কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ধরা দেয়। তাই এই সেশনগুলো online-এ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি মনে রাখুন। সরাসরি সেশনের বিভিন্ন অংশগুলো online-এ কেমন হতে পারে তার কিছু ধারণা ডান দিকের টেবিলে দেওয়া হলো।

আপনার সেশনটি কীভাবে শুরু করবেন এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা আকর্ষণীয় হবে কি না তা সেশন শুরুর পূর্বে বিশেষভাবে ভেবে রাখুন। একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং খোশগল্প করার জন্য। সেশন চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম ধরে সম্বোধন করুন এবং চেষ্টা করুন class size যেমনই হোক না কেনো সবাই যাতে সেশনে সম্পৃক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া শুনুন এবং অন্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করুন। দলগত কাজ দিতে পারেন (যেমন Zoom-এর breakout room ব্যবহার করে)।

যদি আপনার কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে, যেমন ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা বা বিদ্যুৎ না থাকা, কিংবা Zoom বা অন্য app ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা,তাহলে চ্যালেঞ্জগুলো সমাধঅনের জন্য বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করুন। হতে পারে

সরাসরি সেশন	⟶	Online সশেন
আপনি বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু তথ্য সরাসরি জানান	⟶	আপনি PowerPoint presentation বা video দেখান, সাথে বক্তৃতা বা ধারাভাষ্য দিন
আপনি শিক্ষার্থীদের field trip-এ নিয়ে যান	⟶	শিক্ষার্থীদের যে জায়গায় নিয়ে যেতেন তার video দেখান
আপনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন	⟶	আপনি online-এ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন
শিক্ষার্থী কোনো কিছু উপস্থাপন করে	⟶	শিক্ষার্থী PowerPoint-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করে (যেমন Zoom-এ share screen ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে	⟶	শিক্ষার্থীরা online application-এ আলোচনা করে (যেমন Zoom-এ breakout room ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করে	⟶	শিক্ষার্থীরা online application-এ দলগত কাজ করে (যেমন Zoom-এ breakout room ব্যবহার করে এবং পাশাপাশি ইমেল ও অন্যান্য application ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লেখে বা আঁকে	⟶	শিক্ষার্থীরা online application-এ লেখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা কোনো লিখিত কিছু জমা দেয়	⟶	শিক্ষার্থীরা লেখার ছবি তুলে বা Word file বা PDF শিক্ষককে online-এ পাঠায় (যেমন ইমেলে)
শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু অভিনয় করে একক বা দলগতভাবে	⟶	শিক্ষার্থী তার অংশ online-এ করে দেখায় বা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগুলো record করে শেষে জোড়া দেওয়া হয়
শিক্ষার্থী তার ভাবনা লেখে	⟶	শিক্ষার্থী তার ভাবনা online-এ লেখে (যেমন Google Docs বা Google Forms বা Zoom-এ chat ব্যবহার করে)

আপনি Facebook বা এর Messenger সেবা ব্যবহার করতে পারেন বা WhatsApp ব্যবহার করতে পারেন, তবে সেগুলো ব্যবহার করেই Online সেশন পরিচালনা করতে চেষ্টা করুন। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে ছবি বা video record করে শিক্ষার্থীদের সাথে share করার ব্যবস্থা করুন।

Online-এ সেশন পরিচালনায় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ইন্টারনেট সংযোগের অপ্রতুলতা বা গতি নিয়ে সমস্যা না থাকলে শিক্ষার্থীদের ক্যামেরা চালু রাখতে বলুন। ক্যামেরা চালু রাখাটা সেশনের সকল কার্যক্রমের জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি শিক্ষার্থীরা Online সেশনে অংশগ্রহণ করছে না যোগ দিয়ে চলে গিয়েছে তা বুঝতেও সাহায্য করে। Online-এ কোনো

শিক্ষার্থী যাতে অপর কোনো শিক্ষার্থীকে উত্যক্ত না করে সে দিকে বিশেষ নজর দিন। এরকম কোনো কিছু ঘটলে সাথে সাথে থামান এবং ব্যবস্থা দিন। উত্যক্তকারী শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলুন এবং উত্যক্তের শিকার শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ান এবং ইতিবাচক ও অনুপ্রেনণামূলক কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করুন। Online bullying বা cyberbullying একটি ঘৃণ্য সমস্যা যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করুন।

সর্বোপরি online সেশনে অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারার অনুরোধ রইলো। এই ব্যবস্থায় video এবং অন্যান্য অনেক interactive উপকারণ ব্যবহার বেশ সহজ হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রচলিত শ্রিণিকক্ষের বদলে একটা ভিন্ন পরিবেশে মনে তাঁর নিজের ঘরের পরিবেশে মজার অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করার চমৎকার কাজটি কিন্তু আপনিই করছেন!

সূচিপত্র

যোগ্যতা ১

সেশন ১	: ঘুরতে যাওয়া	৩
সেশন ২	: আমার রূপ বা পরিচয়	৬
সেশন ৩	: উপস্থাপন বা Presentation	৮
সেশন ৪	: খেলা এবং পোস্টার	৯
সেশন ৫-৮	: খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়	১২
সেশন ৯-১০	: প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত আলোচনা	১৮
সেশন ১১-১২	: নাটিকা করব	২০
সেশন ১৩	: মহড়া	২৪
সেশন ১৪	: কাঙ্ক্ষিত দিন	২৬
সেশন ১৫	: প্রশ্ন তৈরি করা	২৮
সেশন ১৬	: প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা	৩০
সেশন ১৭	: পঞ্চাশত্তমীর পর্ব	৩১

যোগ্যতা ২

সেশন ১৮-১৯	: চলো Field Trip—এ যাই	৩৫
সেশন ২০	: Post-box বা ডাকবাক্স	৩৯
সেশন ২১	: পরোপকার ও দানশীলতা	৪১
সেশন ২২-২৩	: উপবাস	৪৪
সেশন ২৪	: প্রার্থনা	৪৭
সেশন ২৫	: গির্জায়/চার্চে যাব!	৫০
সেশন ২৬	: চিরকুটের খেলা	৫২
সেশন ২৭	: উপস্থাপন	৫৪
সেশন ২৮	: গান গাওয়া আর Video দেখা	৫৬
সেশন ২৯	: কার্ডের খেলা এবং পোস্টার তৈরি	৫৯
সেশন ৩০	: গল্প শোনা	৬০
সেশন ৩১	: প্রকৃত ভালোবাসা	৬২
সেশন ৩২	: প্রতিবেশী কে?	৬৫
সেশন ৩৩	: অভিনয় করব	৬৭
সেশন ৩৪	: কাজ বাছাই	৬৯
সেশন ৩৫-৩৬	: ভালো কাজ	৭০

যোগ্যতা ৩

সেশন ৩৭	: চলো, যীশু—কে আরো জানি	৭৪
সেশন ৩৮	: যীশুকে নিয়ে ভাবি	৭৬
সেশন ৩৯	: দলগত আলোচনা	৭৭
সেশন ৪০	: যীশুর গুণাবলি	৭৮
সেশন ৪১	: যীশু	৭৯
সেশন ৪২-৪৩	: মূল্যবোধ	৮১
সেশন ৪৪	: মূল্যবোধ থেকে করা একটি কাজ	৮৪
সেশন ৪৫	: মজার ছবি আঁকি	৮৫
সেশন ৪৬	: বীজ কত চমৎকার	৮৮
সেশন ৪৭	: সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ	৮৯
সেশন ৪৮	: পোষা প্রাণীর যত্ন	৯২
সেশন ৪৯-৫০	: সবাই সেবা পাই	৯৩
সেশন ৫১	: আমরা সবাই	৯৬
সেশন ৫২	: আমার পোস্টার	৯৯
সেশন ৫৩-৫৪	: খ্রীষ্টধর্মে সহাবস্থান	১০১
সেশন ৫৫-৫৬	: সবাই মিলে থাকি	১০৮

পরিশিষ্ট

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা ১১০
আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/Checklist ১১১
অংশগ্রহণ Rubric ১১২
উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/Checklist ১১৩
অর্পিত কাজ Rubric ১১৪
Field Trip- এর অনুমতিপত্র ১১৬
Field Trip নিরাপত্তা যাচাই- তালিকা ১১৭
Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা ১২০
নমুনা আমন্ত্রণপত্র ১২১

যোগ্যতা ১

ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথম শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা

যোগ্যতা নম্বর ১
বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা ১
সেশন সংখ্যা ১৭

প্রথম যোগ্যতার একমাত্র বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি প্রথম শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটিকে অর্জন করতে কাজ করবে, যেখানে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থী ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, প্রথম যোগ্যতার "আগ্রহী হতে পারা" অংশটুকু বিশেষভাবে লক্ষ করুন। এই যোগ্যতার বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি সম্পাদনের সময় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার ভাবনাটা সবসময় আপনার মানসপটে রাখুন। এটাই এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটির চালিকাশক্তি।

আগ্রহী করা

এই পুরো বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি আসলে একটি নাটিকা মঞ্চায়নকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত হবে। খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের তাৎপর্যবাহী নাটিকাটির মঞ্চায়নের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ধাপের ভেতর দিয়ে আপনি নিয়ে যাবেন। ২৬টি সেশনে এই অভিজ্ঞতার যাত্রা কেমন হবে তা এখন বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

১-১৭

পর্যন্ত

সেশন ১

প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, এই সেশনটি হবার পূর্বেই আপনার কিছু প্রস্তুতি নেবার প্রয়োজন আছে। প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিন একটি field trip কোথায় হতে পারে যেখানে আপনি সুন্দরভাবে স্রষ্টার সৃষ্টির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের কোনো উদ্যানে, নদী, খাল-বিল বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত জায়গায় নিয়ে যান। নতুবা এই field trip বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও হতে পারে। যদি বর্ষাকালে এই সেশন সংঘটিত হয় তবে শ্রেণিকক্ষের সামনের করিডরেও এই field trip হতে পারে। মোট কথা, আপনি এই প্রথম সেশনটি পুরো সময় জুড়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদন করবেন।

স্থান নির্বাচনের পরেই প্রস্তুতির কয়েকটি কাজ সেরে ফেলুন। প্রথমত শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাইরে নিতে হলে শিক্ষার্থীদের মা-বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষরকৃত অনুমতিপত্রের প্রয়োজন পড়বে। মনে রাখবেন, শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীকে শুধু বিদ্যালয়ে অবস্থানের অনুমতি দেন, এর বাইরে যেকোনো অবস্থানে শিক্ষার্থীকে নিতে হলে আপনাকে আলাদাভাবে অনুমতি নিতে হবে। এ বইটির পরিশিষ্টে একটি নমুনা “Field Trip এর অনুমতিপত্র” দেওয়া আছে। এই সেশনের পূর্বেই সময় বের করে শিক্ষার্থীদের অনুমতি পত্রটি দিয়ে দিন। স্পষ্টভাবে জানান যে, শিক্ষার্থীর মা-বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে সেটা আপনাকে নির্দিষ্ট একটি দিনে শিক্ষার্থীরা যাতে ফেরত দেয়। হাতে কিছু সময় যেমন চার দিন নিয়ে এ কাজটি করুন।

আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো field trip সময়কালীন শিশু তথা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা।

এ সংক্রান্ত “Field Trip নিরাপত্তা যাচাই-তালিকা” পরিশিষ্টে দেওয়া আছে। লক্ষ করুন, এ যাচাই-তালিকাটি exhaustive বা সম্পূর্ণ নয়, তাই field trip চলাকালীন নিজের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। Field trip শেষে শিক্ষার্থীর নিরাপদভাবে ঘরে ফেরার বিষয়টিও তত্ত্বাবধান করুন।

কোনো শিক্ষার্থী যদি হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী হয় অথবা তার দৃষ্টিসংক্রান্ত কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে তবে সে শিক্ষার্থীর field trip-এ সুন্দরভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী field trip-এ যেতে অপারগ হয় তবে তাদের শ্রেণিকক্ষে কীভাবে এই অভিজ্ঞতাটি খানিকটা পুষিয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়েও ভাবুন (যেমন হতে পারে আপনি field trip-এর বর্ণনা বললেন এবং ছবি দেখালেন)।

যদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে field trip-টি করবেন বলে ঠিক করেন, তবে আগেই দেখে রাখুন নির্দিষ্ট জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি না।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। তাদের বাসার সবাই ভালো আছে কি না। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা কোনো শিক্ষার্থীর আত্মীয় কেউ অসুস্থ থাকে তবে সংক্ষিপ্ত একটি প্রার্থনা করুন। যদি কোনো দূরবর্তী স্থানে field trip হয় তবে যাত্রাপথের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করুন।

প্রাকৃতিক সৃষ্টিসমূহ দেখান

শিক্ষার্থীদের field-এ নিয়ে প্রাকৃতিক সৃষ্টিসমূহের দিকে তাকাতে বলুন। শিক্ষার্থীসংখ্যা কম হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদা করে সময় দিন। শিক্ষার্থীসংখ্যা বেশি হলে প্রয়োজনে দলে ভাগ করে দিতে পারেন। দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীকে অন্য non-disabled শিক্ষার্থীর সাথে জোড়ায় অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে শিক্ষার্থীটি তার সহপাঠীর সাথে গল্প করে, কথার মাধ্যমে অভিজ্ঞতাটি অর্জন করতে পারে।

সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, এই যে সুন্দর পৃথিবী তা স্রষ্টার সৃষ্টি। পাখি থাকলে দেখিয়ে বলুন, "দেখেছো কী সুন্দর ছোট্ট পাখি! কতো মিষ্টি-মধুর গান পাখিরা গায়!" একটু মজা করে বলতে পারেন কাকের কথা, যার কণ্ঠ অন্য পাখির তুলনায় কর্কশ লাগে। বলুন, "কিন্তু কাকেরও অনেক ভূমিকা আছে আমাদের প্রকৃতির জন্য।"

গাছ-পালা দেখিয়ে বলুন যে তারা ছায়া দেয়, ঝড় থেকে বাঁচায়। জিজ্ঞেস করুন, "আচ্ছা, কেউ বলতে পারবে গাছ আমাদের কী কী উপকার করে?" অক্সিজেন, ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি ভিন্ন উত্তরসমূহও যেমন গাছের ফল খাওয়া যায়, অনেক গাছ দেখতে খুব সুন্দর, গাছকে ঘিরে গোল্লাছুট বা ক্রিকেট খেলা যায় ? এ জাতীয় ভাবনা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে বের করে আনুন।

শিক্ষার্থীদের বলুন, "জানো, এতো সুন্দর জায়গায় আসলে আমার কী মনে হয়?" বলুন, "আমার বলতে ইচ্ছা করে, 'Thank you, God!'" "আমার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে।" শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, "কেনো, জানো?" উত্তর দিন, "কারণ এই পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টার তৈরি!" সূর্য দেখিয়ে বলুন যে, সূর্যও স্রষ্টার তৈরি। লক্ষ রাখুন যাতে শিক্ষার্থীরা সূর্যের দিকে সরাসরি না তাকায়। স্পষ্টভাবে বলুন যে সূর্যের দিকে সরাসরি তাকালে চোখের ক্ষতি হয়।

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন কোন্ কোন্ সৃষ্টি দেখলে তারও স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। আর কিছু ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্নের জন্যও মনে মনে প্রস্তুত থাকুন। যেমন কোনো শিক্ষার্থী হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, "সুন্দর সুন্দর সবকিছুই কি শুধু ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বর কি অসুন্দর কোনো কিছু সৃষ্টি করেন না?" উত্তর দিতে পারেন, "স্রষ্টার সব সৃষ্টিই সুন্দর, আমরা বুঝে-না বুঝে অনেক সময় তা অসুন্দর করে ফেলি।"

পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে প্রাকৃতিক সৃষ্টি দেখার বিষয়টির সারসংক্ষেপ বলুন যাতে দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীর কাছে আরও তথ্য পৌঁছায়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শিক্ষার্থীদের বলুন যে মানুষের তৈরি যেকোনো বস্তুও আসলে স্রষ্টার সৃষ্টির রূপের পরিবর্তন। কাঠের কোনো কিছু দেখিয়ে বলুন যে সেটা স্রষ্টার সৃষ্ট গাছ থেকে বানানো হয়েছে। কোনো electricity pole দেখিয়ে বলুন যে এটাও স্রষ্টার সৃষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন এই field trip-এ এসে কী দেখে তার সবচেয়ে সুন্দর লাগছে। এটা যুক্ত করুন যে এখানের কিছু দেখে যদি ঘরের কিছু মনে পড়ে যায় তাতেও চলবে। এবার জিজ্ঞেস করুন যে শিক্ষার্থী এই সবচেয়ে সুন্দর বিষয় বা বস্তুর জন্য স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে চায় কি না। শিক্ষার্থীর সম্মতিক্রমে তাকে বলতে বলুন, "Thank you, God!" "স্রষ্টা, আপনাকে ধন্যবাদ।"

স্রষ্টার রূপ এবং নাটিকা

শিক্ষার্থীদের বলুন যে স্রষ্টার তিনটি রূপ আছে। সামনে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে আরও জানবে। শিক্ষার্থীদের জানান যে এ নিয়ে সামনে শিক্ষার্থীরা একটি নাটিকা মঞ্চায়ন করবে। শিক্ষার্থীদের বলুন যে, এ কাজে আপনি শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবেন, সহায়তা করবেন এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে জানান যে, নাটিকাটির মঞ্চায়ন খুব আনন্দের একটি কাজ হতে যাচ্ছে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ২

প্রস্তুতি

আপনার শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করুন। এই সেশনটির জন্য এই জ্ঞান আপনাকে সংবেদনশীল হতে সাহায্য করবে। জানার চেষ্টা করুন আপনার শ্রেণিতে কি কোনো শিক্ষার্থী আছে যে পিতৃ-মাতৃহীন, ভাই-বোন বা আপনজন কাউকে হারিয়েছে। এই তথ্যের সাপেক্ষে সেশনটিকে উপযোগী করে তুলুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। জিজ্ঞেস করুন কারও কোনো আনন্দের সংবাদ বা খুশির খবর আছে কি না। খুশির খবর থাকলে সবাইকে তা জানিয়ে সেশন শুরু করুন।

নিজের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়

প্রথমেই বলুন, "স্রষ্টার কিন্তু কয়েকটি রূপ-পরিচয় আছে।" বলুন যে সবারও কিন্তু কয়েকটি পরিচয় থাকতে পারে। শিক্ষার্থীদের বলুন যে যদিও আপনি তাদের শিক্ষক আপনি একই সাথে কারো মা/বাবা/ভাই/বোন কিংবা অন্য অনেক কিছু। আপনার প্রিয় পরিচয়গুলো কী কী তা বলুন। যেমন আপনি যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক, এটা আপনার খুব প্রিয় পরিচয়। আপনার মজার কোনো একটি পরিচয় বলুন, যেমন যদিও আপনার বয়স হয়েছে আপনি আপনার মা-বাবা'র ছেলে/মেয়ে বা সন্তান।

শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে কি না। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন তাদের ভিন্ন ভিন্ন কী কী পরিচয় আছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করুন যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় কী। যদি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নটি বুঝতে কষ্ট হয়, তাদের সাহায্য করুন। যেমন জিজ্ঞেস করুন তাদের ভাই-বোন-cousin আছে কি না। প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করুন যে, এগুলো ঐ শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় হতে পারে।

মূল্যায়ন– শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ rubric-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা অংশগ্রহণ rubric পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিন যে বাসায় বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে এরকম ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা পরবর্তী সেশনের আগে যাতে এই ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের বিষয় নিয়ে ভাবে, অনুসন্ধান করে। বলুন যে তাদের বইয়ে একটা নকশা এঁকে দেওয়া আছে, যেটা দিয়ে তারা কাজটা শুরু করতে পারে। বলুন পরবর্তী সেশনে এই পরিচয়গুলো বলতে হবে। শিক্ষার্থীদের বলুন যারা সবচেয়ে বেশি পরিচয় বলতে পারবে তারা পুরস্কৃত হবে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ৩

প্রস্তুতি

সিদ্ধান্ত নিন যে, শিক্ষার্থীরা একক না দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের কী পুরস্কার দিবেন, তাও ঠিক করুন। মনে রাখবেন শিক্ষার্থীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কোনোভাবেই ভঙ্গ করবেন না। আপনি যদি বলে থাকেন যে পুরস্কার দিবেন, তবে তাই করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। বিদ্যালয়ের বাজেট বা অর্থসংস্থান বিবেচনা করে দেখুন কী পুরস্কার নির্বাচন করা যায়। পুরস্কার হতে পারে যীশুর ছবি বা পোস্টার বা বাইবেলের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত সচিত্র গল্পের বই- সবগুলোই অপেক্ষাকৃত সুলভ।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। খ্রীষ্ট-সঙ্গীত/গীতাবলী/ধর্মগীত থেকে একটি ধন্যবাদের গান গেয়ে সেশন শুরু করুন।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, তারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়গুলো উপস্থাপন করবে। স্পষ্টভাবে বলুন উপস্থাপনায় কী কী তাদের বলতে হবে, যেমন কয়টি পরিচয় শিক্ষার্থী শনাক্ত করতে পেরেছে, সেগুলো কী কী এবং কার বা কাদের কাছ থেকে এ পরিচয়গুলো সে জানতে পেরেছে। শিক্ষার্থীদের তাদের উপস্থাপন প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিন (যেমন ৩ মিনিট)। ক্রমানুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। শুনতে বা বলতে যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের মৌখিক উপস্থাপনের বদলে লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে বলুন।

স্রষ্টার রূপ এবং শেষ

শিক্ষার্থীদের মনে আছে কি না জিজ্ঞেস করুন যে আগের সেশনে আপনি বলেছিলেন যে স্রষ্টার কয়েকটি রূপ আছে। শিক্ষার্থীদের বলুন যে স্রষ্টার তিনটি রূপ আছে। তাদের বলুন আগামী সেশনে স্রষ্টার রূপ নিয়ে তারা মজার কিছু activity করবে। শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ৪

প্রস্তুতি

কিছু কার্ড তৈরি করুন যেখানে ছবি এবং প্রাসঙ্গিক কথা লেখা থাকবে, যেমন একটি গাছের ছবি হলে তার নিচে লিখুন "গাছ", আরও হতে পারে বই, গাড়ি, ঘরবাড়ি, ইত্যাদি। কার্ডগুলোর আকৃতি হতে পারে ২ × ৩ ইঞ্চি। একটি নমুনা দেওয়া আছে, দেখুন। ভাবনাটা হলো, এমন কিছু আপনার কার্ডগুলোতে যেতে পারে যাদের মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঘরবাড়ি ভাগ করলে পাওয়া যেতে পারে ইট, কাঠ এবং পাথর; গাছ ভাগ করলে পাওয়া যাবে শিকড়, ডাল ও পাতা।

এই কার্ডগুলো ব্যবহার করেই আপনি শিক্ষার্থীদের play-based activity-তে সম্পৃক্ত করবেন। শিক্ষার্থী সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কার্ডের সংখ্য কম-বেশি হতে পারে। চেষ্টা করুন সকল শিক্ষার্থীর হাতে যেনো কার্ডগুলো যায়। কার্ডগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করতে পারেন বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়-বস্তু বা উপাদান ব্যবহার করে।

একটি পোস্টার তৈরি করুন যেখানে ঈশ্বরের তিনটি রূপ একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারবেন, আকৃতি হতে পারে ১৮ × ২৪ ইঞ্চি বা ২৪ × ৩৬ ইঞ্চি। "পবিত্র ত্রিত্ব" শিরোনাম রেখে কেন্দ্রে ঈশ্বর লিখে তিনপাশে যথাক্রমে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা লিখুন। একটি নমুনা দেওয়া আছে, দেখুন। চাইলে আপনি বিভিন্ন symbology ব্যবহার করতে পারেন, যেমন পিতা-কে অঞ্জলি দিয়ে, পুত্র-কে ক্রুশ দিয়ে এবং পবিত্র আত্মা-কে পায়রা দিয়ে।

দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীকে অন্য non-disabled শিক্ষার্থীর সাথে দলে অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে শিক্ষার্থীটি তার সহপাঠীর সাথে এ play-based activity'র অভিজ্ঞতাটি অর্জন করতে পারে। সকল কার্যাবলী এমনভাবে সাজান যাতে তা দুইটি সেশনের মধ্যে শেষ হয়। এই কার্ড বা পোস্টার তৈরিতে কোনো চ্যালেঞ্জ অনুভব করলে অন্য ব্যক্তির যেমন শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারেন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। সবাই মিলে একত্রে প্রভু যীশুর শেখানো প্রার্থনাটি করে সেশনটি শুরু করুন।

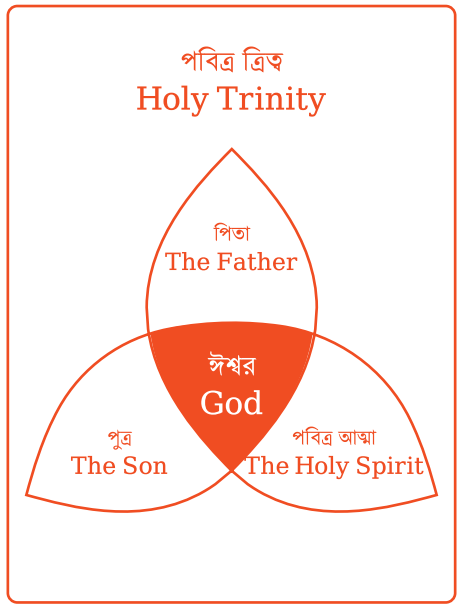

Play-Based Activity-টা শিক্ষার্থীদের জানানো

শিক্ষার্থীদের activity-টি বুঝিয়ে বলুন। শিক্ষার্থীদের হাতে কার্ডগুলো দিন। কার্ডগুলো দেখিয়ে বলুন তাদের কাজ হলো এই প্রতিটি কার্ডের ছবিগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা। ঈশ্বরের তিনটি রূপের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলুন যে বাইবেল জুড়ে তিন সংখ্যাটি অনেকভবে ছড়িয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারেন পূর্বদেশের পণ্ডিতগণের কথা যারা যীশুর কাছে তিনটি উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন, আদিপিতা অব্রাহাম (আব্রাহাম) এর কাছে তিনজন দর্শনার্থী গিয়েছিলেন ইত্যাদি। একটি কার্ড হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীদের ঐ ছবিটির বিষয়বস্তুকে তিনটি ভাগে ভাগ করে দেখান। যেমন গাছের ছবির কার্ড দেখিয়ে বলুন গাছ ভাগ করলে পাওয়া যায় শিকড়, ডাল ও পাতা। মজা করে বলুন যে আপনি কার্ডগুলো সত্যি সত্যি ভাগ করার বা কেটে ফেলার কথা বলেননি!

মূল্যায়ন – শিক্ষার্থীদের আচরণ যাচাই-তালিকা/checklist-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/checklist পরিশিষ্টে দেওয়াআছে।

স্রষ্টার রূপ

শিক্ষার্থীকে বলুন যে ঈশ্বরের তিনটি রূপ আছে। “পবিত্র ত্রিত্ব”পোস্টারটি দেয়ালে বা কোথাও লাগিয়ে সবাইকে দেখান এবং জিজ্ঞেস করুন পোস্টারটি দেখে শিক্ষার্থীদের কী মনে হয়। শিক্ষার্থীদের আগের কর্মকান্ড অর্থাৎ গাছ মানে যেমন শিকড়, ডাল এবং পাতা এটা মনে করিয়ে দিন। এখন একইভাবে তাদেরকে পোস্টারে চিহ্নিত

করতে বলুন ঈশ্বর কোথায় আছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত উত্তরটি হবে "কেন্দ্রে" বা "মাঝখানে"।

শিক্ষার্থীদের এর পরে জিজ্ঞেস করুন ঈশ্বরের তিনটি রূপ কি পোস্টারে দেখা যাচ্ছে? শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন এই তিনটি রূপ মানে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে তাদের ভাবনা কী। প্রশ্ন হতে পারে, "ঈশ্বরের একটি রূপ হলো পুত্র, তুমি কি জানো এই 'পুত্র' কে?" আপনি চেষ্টা করবেন এই পুরো কাজটিতে শিক্ষার্থীদের ভাবনাগুলো শুনতে। আপনি এই পর্যায়ে তথ্য বা জ্ঞান দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিমিত থাকবেন। শিক্ষার্থীরা কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর অবশ্যই দিবেন, তবে পরিমিতভাবে; সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার পর ফিরতি প্রশ্ন করবেন "তোমার কী মনে হয়?" বা "তুমি কী জানো?"

পরবর্তী সেশনের কথা

শিক্ষার্থীদের জানান যে পরবর্তী সেশনে তারা এই "পবিত্র ত্রিত্ব" সম্বন্ধে জানতে পারবে, তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা পবিত্র বাইবেল পাঠ করে কি না। শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করার জন্য বলুন যে, তাদের যদি বাইবেল পড়তে কঠিন মনে হয়, তারা যাতে আপনার সাহায্য নেয়। আরও বলুন, তারা চাইলে শিশুতোষ বাইবেল পড়তে পারে। জানান যে, আগামী সেশনে আপনি বাইবেল থেকে পড়বেন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ৫-৮

প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে শিশুতোষ বাইবেল এবং পবিত্র বাইবেল নিয়ে যেতে চেষ্টা করুন। বিশেষত শিশুতোষ বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন। Video বা online resource প্রদর্শনের জন্য online এবং audiovisual materials যাচাই-তালিকা অনুসরণ করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। সংক্ষিপ্ত একটি প্রার্থনা দিয়ে সেশনটি শুরু করুন।

বক্তৃতা/Lecture প্রদান

এবার প্রদত্ত বিষয়বস্তু এই সেশন এবং পরবর্তী ছয়টি সেশন ধরে শিক্ষার্থীদের জানান। লক্ষ করুন, নিচের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হুবহু পড়ে শোনানোর প্রয়োজন নেই এবং তাদের সামনে এই বইটি হাতে ধরে পড়ে শোনানো থেকে বিরত থাকতে পারলে ভালো হয়। নিচের বিষয়বস্তু আপনি পড়ুন, অতঃপর নিজের মতো করে শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তৃতা বা lecture দিন। শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে, প্রশ্ন করে, মজার কোনো ভাবনা মিলিয়ে নিজের মতো করে বিষয়বস্তুটুকু শিক্ষার্থীদের জানান। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, এই বিষয়বস্তুর একটি সরলীকৃত এবং সচিত্র সংস্করণ শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া আছে।

আরেকটা কথা, সাতটি সেশনে টানা lecture শিক্ষার্থীদের জন্য বৈচিত্র্যহীন লাগতে পারে। তাই কোনো এক ফাঁকে (যেমন দুই-তিন সেশন lecture দেওয়ার পর) ভিন্ন কোনো উপায়ে বিষয়বস্তুর কোনো অংশ video বা animation-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জানাতে পারেন।

একটি resource হতে পারে The Beginner's Bible, যা একটি জনপ্রিয় YouTube channel (www.youtube.com/c/TheBeginnersBible/)। এরকম আরও অনেক সুন্দর YouTube channel আছে যেমন Saddleback Kids (www.youtube.com/c/SaddlebackKids/videos)। আরেকটি resource হতে পারে BibleProject (bibleproject.com/explore/)। এসকল resource থেকে প্রদত্ত বিষয়বস্তু নিয়ে চমৎকার animation video দেখাতে পারেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বেশ আনন্দলাভ করতে পারে। লক্ষ করুন, online video বা এজাতীয় resource ব্যবহারে কিছু প্রস্তুতি এবং সমস্যা আছে যা নিয়ে "Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা" পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

পিতা ঈশ্বর — সৃষ্টিকর্তা

খ্রীষ্টধর্ম গ্রন্থ পবিত্র বাইবেলের সর্বপ্রথম কথা, ঈশ্বর স্রষ্টা। বিশাল খোলা নীল আকাশ, সুন্দর চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা, ফুল-ফল, পশু-পাখি, সবুজ মাঠ, এমন কি নদী-সাগর, খাল-বিল এবং অন্যান্য সকল প্রাণী, মানুষ, দৃশ্য-অদৃশ্য ইত্যাদি সব কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তিনিই সব সৃষ্টির প্রতিপালক।

ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা! তিনি পর্যক্রমে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা নিম্মরুপে:

প্রথম দিন - আলো ও অন্ধকার

দ্বিতীয় দিন - আকাশমন্ডল, নদী, সাগর

তৃতীয় দিন - স্থলভূমি, গাছপালা

চতুর্থ দিন - সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি

পঞ্চম দিন- জলজ প্রাণী, পাখি

ষষ্ট দিন - প্রাণী ও মানুষ

সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

আদিপুস্তক ১:১

“ঈশ্বর বললেন, “আলো হোক।” আর তাতে আলো হলো। তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেলো, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন।“

আদিপুস্তক ১:৩-৫

“তারপর ঈশ্বর বললেন, “আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সঙ্গে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করুক। পরে ঈশ্বর তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।”

আদিপুস্তক ১:২৬-২৭

“এইভাবে মহাকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যকার সব কিছুই তৈরি করা শেষ হলো। ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করলেন; তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোনো কাজ করলেন না। এই সপ্তম দিনটিকে তিনি আশীর্বাদ করে নিজের উদ্দেশ্যে আলাদা করলেন, কারণ ঐ দিনে তিনি কোনো সৃষ্টির কাজ করেন নি।“

আদিপুস্তক ২:১-৩

ব্যাখ্যা

প্রকৃতির মধ্যে যা যা দেখা যায় তার বাইরেও এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সৃষ্টির আরও অনেক কিছুই আছে যার সব কিছু মানুষের পক্ষে হয়ত কোনো দিনও দেখা সম্ভব হবে না।

মানুষ সৃষ্টির সৌন্দর্য, বিশালতা, বৈচিত্র্য ও রহস্য নিয়ে যুগ যুগ ধরে চিন্তা করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হচ্ছে।

> "এ প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরাও ঈশ্বরের সৃষ্টি। আমাদের সবচেয়ে বড় ও পবিত্র কাজ মানুষসহ ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকে সম্মান ও যত্ন করা; আমরা যেন কখনও সৃষ্টির কোনো কিছুই অযথা ধ্বংস না করি, বা তার কোনো কিছু অপচয় কিংবা অপব্যবহার না করি। বাইবেলে একথা লেখা আছে, প্রতিদিন ঈশ্বর সৃষ্টির পর বলেছেন, "উত্তম", মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি বলেছেন "অতি উত্তম" (আদিপুস্তক ১:২৫, ৩১ ইত্যাদি পদ।)

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টিকে লালন-পালন করার দায়িত্ব দিয়ে। আমাদের বুঝতে হবে যে, সৃষ্টিকে ধ্বংস করার অর্থ আমাদের নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনা। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি থেকেই আমরা পাই। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করার পর মানুষকে বলেছেন যেনো সব কিছুই তারা রক্ষণাবেক্ষণ করে ও তা তাদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে।

স্রষ্টার বিস্ময়কর একটি সৃষ্টি হল "বাতাস", যা ব্যতীত আমরা কেউই এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি না। সমস্ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলমান রাখতে ঈশ্বর জীবন্ত সবকিছুকে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

খ্রীষ্টধর্মে প্রধান একটা শিক্ষা এই যে, স্রষ্টারূপে ঈশ্বর শূন্য থেকে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর পবিত্র বাক্য দ্বারাই তা করেছেন।

পুত্র ঈশ্বর — পাপীর পরিত্রাতা

খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তবে তিনি মানুষের কাছে অর্থবহভাবে তিন ব্যক্তিরূপে বিরাজমান এবং সেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি পিতারূপে, পুত্ররূপে ও পবিত্র আত্মারূপে শাশত থেকেই বিরাজিত। একই সত্তা তাঁদের, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পৃথক। আর তাঁদের কাজও পৃথক পৃথক। এ বিষয়টি একটি রহস্য যা সাধারণ জ্ঞান বা উপমার সাহায্যে বোঝা যায় না; কেবল বিশ্বাসেই আমরা তা গ্রহণ করি।

ঈশ্বর গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামের একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামের একজন লোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, "প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।"

এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম শুভেচ্ছার মানে কী। স্বর্গদূত তাকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় করোনা, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে, তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।" লূক ১:২৬-৩১

যীশু থোমাকে বললেন, “আমি পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। তোমরা যদি আমাকে জানতে তবে, আমার পিতাকেও জানতে । এখন তোমরা তাঁকে জেনেছ আর তাঁকে দেখতেও পেয়েছ।”

> “ফিলিপ যীশুকে বললেন, “প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব।” যীশু তাকে বললেন, “ফিলিপ, এতোদিন আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পার নি? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে।”
>
> যোহন ১৪:৬-৯

> “পবিত্র শাস্ত্রের কথামত যীশু খ্রীষ্টই সেই পাথর, যাঁকে রাজমিস্ত্রিরা, অর্থাৎ আপনারা বাদ দিয়েছিলেন; আর সেটাই সবচেয়ে দরকারি পাথর হয়ে উঠল। পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।”
>
> শিষ্যচরিত বা প্রেরিত ৪:১১-১২

ব্যাখ্যা

পবিত্র বাইবেলে আছে যে, মানুষ পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে পাপ করেছে। পাপের ফলে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছে। আমরা বাবা-মায়ের কথা না শুনলে তারা কষ্ট পান। তেমনি পিতা ঈশ্বর আমাদের অবাধ্যতার জন্য দুঃখ পান। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন। কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময়; তিনি চান না যে মানুষ নরকে যাক। তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে নিজ পুত্রকে মানুষরূপে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

পুত্র ঈশ্বর যীশুর জন্মের বিষয়ে স্বর্গদূত পিতা যোষেফ-কে দর্শন দিয়ে বলেছেন, “তুমি তাঁর নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।” (মথি ১:২১) পুত্র ঈশ্বর পাপীর পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে তিনি কবর থেকে পুনরুত্থিত হলেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। উপরে উল্লিখিত বাইবেলের অংশগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ও পাঠ করা যেতে পারে যেহেতু সেখানে মানুষের পাপে পতিত হবার বিষয়টি বর্ণিত আছে।

পবিত্র আত্মা ঈশ্বর — আত্মিক নবায়নকর্তা

“সেই সময় যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে যোহনের কাছে আসলেন। যোহন কিন্তু তাঁকে এই কথা বলে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, “আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা দরকার; আর আপনি কিনা আসছেন আমার কাছে!”

তখন যীশু তাঁকে বললেন, “কিন্তু এবার এই রকমই হোক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই ভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।” তখন যোহন রাজী হলেন।

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার পর যীশু জল থেকে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সামনে আকাশ খুলে গেল। তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। তখন স্বর্গ থেকে বলা হল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।”

মথি ৩:১৩-১৭

এর কিছুদিন পরে পঞ্চাশত্তমী-পর্বের দিনে শিষ্যেরা এক জায়গায় মিলিত হলেন। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে জোর বাতাসের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল। শিষ্যেরা দেখলেন আগুনের জিভের মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল। তাতে তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন এবং সেই আত্মা যাঁকে যেমন কথা বলবার শক্তি দিলেন সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

সেই সময় জগতের নানা দেশ থেকে ঈশ্বর ভক্ত যিহূদী লোকেরা এসে যিরূশালেমে বাস করছিল। তারা সেই শব্দ শুনল এবং অনেকেই সেখানে জড়ো হল। নিজের নিজের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেল। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, “এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা কি সবাই গালীলের লোক নয়? যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে কি করে নিজের নিজের মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি? পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয় লোক এবং মেসোপতেমিয়ায় বসবাসকারী লোকেরা, যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া প্রদেশ, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর ও কুরীণীর কাছাকাছি লিবিয়ার কয়েকটা জায়গার লোকেরা, রোম শহর থেকে যে যিহূদীরা ও যিহূদী ধর্মে বিশ্বাসী অযিহূদীরা এসেছে তারা, ক্রীট দ্বীপের লোকেরা ও আরবীয়েরা-আমরা সকলেই তো আমাদের নিজের নিজের ভাষায় ঈশ্বরের মহৎ কাজের কথা ওদের বলতে শুনছি।”

শিষ্যচরিত বা প্রেরিত ২:১-১০

যীশু বললেন “যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন। আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।”

যোহন ১৫:২৬-২৭

ব্যাখ্যা

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইব্রীয় ভাষায় পবিত্র আত্মা বোঝাতে “রুয়াখ” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন নিয়মে গ্রীক ভাষায় পবিত্র “আত্মা” বোঝাতে “প্নিউমা” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । “রুয়াখ” ও “প্নিউমা” উভয় শব্দের অর্থ “বাতাস”। বাতাস ছাড়া আমরা দৈহিকভাবে বেঁচে থাকতে পারি না, ঠিক তেমনি খ্রীষ্টিয় শিক্ষানুসারে “পবিত্র আত্মা” ছাড়া আদর্শ খ্রীষ্টিয় জীবন চিন্তা করা যায় না। পবিত্র আত্মা ত্রিত্ব-ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি; তিনি একজন ব্যক্তি, কেবল শক্তিই নন।

পুত্র ঈশ্বর অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণের কাজ বিশ্বাস, গ্রহণ ও ধারণ করতে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। তিনি আমাদের জীবনকে নবায়ন করেন। পাপের পথ পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলতে তিনি আমাদের শক্তি দেন। পবিত্র আত্মা আমাদের খ্রীষ্টিয় আদর্শে জীবন যাপন করতে অনুপ্রেরণা, সৎসাহস, সদিচ্ছা ও সর্বোপরি জ্ঞান দান করেন। পবিত্র বাইবেলে পবিত্র আত্মাকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন: কবুতর, পায়রা, তেল, আগুন, বায়ু, জল, বৃষ্টি, শিশির ইত্যাদি।

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করেন। জল, বৃষ্টি যেমন প্রাণ সঞ্চার করে তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শ আমাদের জীবনে নতুন চেতনা, নতুনত্ব, শুচিতা দান করে। আমরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন ও পবিত্র ধারণা লাভ করতে পারি। একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী পবিত্র আত্মার শক্তিতেই মানুষের জন্য সুন্দর কাজ করতে পারেন, যার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। ঈশ্বরই স্বয়ং পবিত্র আত্মা। পুরাতন নিয়মে সকল ভাববাদী (প্রবক্তা) সেই আত্মায় কাজ করেছেন। কুমারী মরিয়ম (মারীয়া) এর গর্ভে যীশু পবিত্র আত্মার প্রভাবে জন্মেছিলেন। যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে সকল কাজ করেছেন। যীশুর শিষ্যগণ পবিত্র আত্মার শক্তিতেই সুসমাচার প্রচার করেছেন। যীশুর অবগাহনের সময় তাঁর উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন।

পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে সাতটি দান ও নয়টি ফল প্রদান করেন। দানগুলো হল: প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান, ধর্মানুরাগ, ও ঈশ্বরভীতি। আর ফলগুলো হল: “ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভালো স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, ও নিজেকে দমন” (গালাতীয় ৫:২২)। তবে সাধু জেরোম পবিত্র আত্মার আরও তিনটি ফলের কথা উল্লেখ করেছেন: লজ্জাশীলতা, সংযম, ও বিশুদ্ধতা। আমাদের জীবনে চরিত্র গঠনের জন্য পবিত্র আত্মার দান ও ফলগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ৯-১০

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের মুক্ত আলোচনার জন্য একটি set-up বা বিন্যাস কল্পনা করুন। শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী এমন কী করা সম্ভব যে বসার চেয়ার-টেবিল সরিয়ে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে আলোচনাটি করতে পারে? অথবা দলগতভাবে করার ক্ষেত্রে কি চেয়ার-টেবিল জোড়া দিয়ে ভিন্ন কোনো বিন্যাসে যাওয়া যেতে পারে? ভেবে দেখুন, শিক্ষার্থীদের নিত্যদিনের আসনবিন্যাসে আলোচনা সম্পাদিত করতে গেলে আলোচনার কোনো উপাদান যেমন মানসিকতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা আপনি হারাচ্ছেন কি না। নিচের মতো করে বসিয়ে দেখুন প্রতিক্রিয়া কেমন পান।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে পবিত্র আত্মা বিষয়ে ১-২ মিনিট ধ্যান করুন।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত আলোচনা

লক্ষ করুন, এখানে বর্ণিত কার্যাদি তিনটি সেশনে আপনাকে সম্পন্ন করতে হবে।

আগের সেশনসমূহের বক্তৃতা এবং প্রদর্শনকৃত video থেকে শিক্ষার্থীদের কিছু সাধারণ প্রশ্ন করে সেশনটি শুরু করুন। কিছু প্রশ্ন হতে পারে “শিক্ষার্থীরা খ্রীষ্টধর্মের মূল বিষয় বলতে এর আগে কী ভাবতো”, “এখন তারা কী ভাবে”, “তাদের ভাবনার পরিবর্তনটা নিয়ে তাদের অনুভূতি কী”, “তাদের কাছে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা’র সাধারণভাবে মানে কী”। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলে করুন।

শিক্ষার্থীরা কিছুটা অভ্যস্ত হওয়ার পর তাদেরকে আরেকটু গভীর কিছু প্রশ্ন করুন। কয়েকটি প্রশ্ন হতে পারে, "পিতা ঈশ্বর কেনো পুত্র ঈশ্বরকে পৃথিবীতে পাঠালেন", "পরিত্রাণকর্মে পুত্র ঈশ্বরের পরবর্তী পুণ্যতা লাভে পবিত্র আত্মাকে সহায়ক হিসেবে ভাবা হয় কেনো", "কোন্ কোন্ দান এবং ফলগুলো অর্জনের মাধ্যমে আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করতে পারি"। উভয় ক্ষেত্রেই যে সকল প্রশ্নের উত্তরে আপনার মনে হয় আরও স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন আছে সে প্রশ্নগুলো মুক্ত আলোচনা অংশে নিয়ে যেতে পারেন। কিছু প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বের করে আনা না গেলে আপনি নিজে মূল ধারণাটি প্রদান করে মুক্ত আলোচনা অংশে বিষয়টি নিয়ে যান।

এখন শিক্ষার্থীদের মুক্ত আলোচনা করতে আহ্বান করুন। বিশেষভাবে বসানোর সিদ্ধান্ত নিলে সেভাবে বসান। এমন পরিবেশ তৈরি করুন যাতে মুক্ত আলোচনা সত্যিকার অর্থেই মুক্ত এবং অবাধ হয়। কিছু ground rule ঠিক করে দিন, যেমন কোনো একজন শিক্ষার্থী যখন কথা বলবে তখন বাকি শিক্ষার্থীরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, অপরের কথায় বাধা দিবে না। এরপর আপনি একাধিক পদ্ধতিতে আলোচনা পর্বটি পরিচালনা করুন। পদ্ধতি হতে পারে brainstorming activity, যেখানে কোনো একটি প্রশ্ন বা তথ্যের আওতায় শিক্ষার্থীদের তাদের উপলব্ধির প্রেক্ষিতে উত্তর বা ভাবনা বলতে বলুন, তা বোর্ডে বা পোস্টার কাগজে লিখে সব শেষে আবারও শিক্ষার্থীদের সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করতে বলুন। আরেকটি পদ্ধতি হতে পারে debate on a debatable issue, যেখানে শিক্ষার্থীদের কোনো একটি ভুল ভাবনা তুলে ধরে সেটার উপর বিতর্ক এবং যুক্তি-খন্ডনের মাধ্যমে মুক্ত আলোচনা পরিচালিত হয়। মুক্ত আলোচনার কোনো পর্যায়ে কোনো শিক্ষার্থী যদি অপর কোনো শিক্ষার্থীকে বিদ্রুপ করে, সাথে সাথে বিষয়টি থামান এবং স্পষ্টভাবে নিষেধ করুন।

মূল্যায়ন- শিক্ষার্থীদের পবিত্র ত্রিত্বের উপর তাদের উপলব্ধির একটি তালিকা করতে বলুন। এর জন্য সময় বেঁধে দিন ১৫ মিনিট। তাদের লিখিত ভাবনাগুলোর মধ্যে যে ভুল বা ঘাটতি আপনি চিহ্নিত করবেন তা পরবর্তী সেশনে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করুন।

মুক্ত আলোচনা নিয়ে উপসংহারমূলক মন্তব্য

মুক্ত আলোচনা শেষে আলোচিত সকল বিষয়গুলোর মূলভাব বা সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্টভাবে জানান। শিক্ষার্থীদের পুনরায় জিজ্ঞেস করুন তাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে কি না। যদি এমন হয় কোনো প্রশ্ন বা প্রশ্নসমূহের উত্তর এই সেশনের তুলনায় বেশি সময় দাবি করে তবে অতিরিক্ত সেশন নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন। লক্ষ করুন, এই তিনটি সেশন শিক্ষার্থীর খ্রীষ্টধর্মের মূল বিষয়গুলো জানা ও বোঝার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ১১-১২

প্রস্তুতি

নাটিকা মঞ্চায়নের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর একটি হলো মঞ্চ বা মিলনায়তন। এই নাটিকা মঞ্চায়নের জন্য আপনার বিদ্যালয়ের এরকরম মঞ্চ বা মিলনায়তন ব্যবহার করা যাবে কি না তা নিশ্চিত

করুন। লক্ষ করুন, মঞ্চ বা মিলনায়তন মহড়া এবং মঞ্চায়ন উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের জন্য available করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে কীভাবে casting বা চরিত্র বণ্টন করবেন সে বিষয়ে ভাবুন। কোনো শিক্ষার্থীর অভিনয়ের আগ্রহকে প্রাধান্য দিন, পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী অন্তর্মুখী হলে বা লজ্জাবোধ করলে অভিনয়ের জন্য উৎসাহ দিন। নাটিকার সাজসজ্জার জন্য বাজেট নির্ধারণ করুন এবং যে সকল অভিনয় উপকরণ প্রয়োজন যেমন কাগজ, আর্ট কাগজ, রং, আঠা, পেন্সিল, মার্কার, কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, ডানা প্রভৃতি চিহ্নিত করুন এবং সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে সহজলভ্য ঘরোয়া কিছু দিয়েও এই অভিনয় উপকরণগুলো তৈরি করা যেতে পারে, যেমন নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে ডানা, আটা দিয়ে আঠা ইত্যাদি। এমন হতে পারে মঞ্চ বা মিলনায়তন নেই বা পাওয়া যাচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে এমন একটি স্থান নির্বাচন করুন যা মঞ্চের কাজ করবে।

নাটিকার শেষাংশে একটি গান আছে, যার অনুশীলনের জন্য একটি YouTube link আপনাকে সরবরাহ করা হবে। এই YouTube video-টি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় computer বা multimedia support নিশ্চিত করুন। এসংক্রান্ত “Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা” পরিশিষ্টে সংযুক্ত আছে।

নাটিকার চিত্রনাট্যটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং আপনার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্রকৃতি অনুসারে তা উপযোগী করে তুলুন। একটা উদাহরণ দেই, আপনার শিক্ষার্থীরা যদি মরিয়ম-কে মারীয়া বলে ডাকে তবে সে অনুযায়ী পরিবর্তন আনুন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে নেপথ্যশিল্পীর সংখ্যা বাড়ান। লক্ষ রাখুন যাতে সকল শিক্ষার্থী নাটিকাটিতে কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করে।

আরেকটা কথা, নাটিকার প্রস্তুতি চলাকালীন অন্য বিষয়ের শ্রেণি বা পাঠকার্য যাতে বিঘ্নিত না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন। যদি কোনো পর্যায়ে অন্য কোনো সেশন period-এর সাথে সংঘাত ঘটে তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে অবহিত করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে তাদের একটি গুণের কথা বলবে। শিক্ষক এসব গুণ প্রদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করবেন।

চিত্রনাট্য

প্রস্তাবনা

মঞ্চে কয়েকজন শিশু গাছপালা, সূর্য, পাখি, সহজে বানানো যায় এমন জীব এবং জড়বস্তুর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকবে। দেবদূত সাজে সজ্জিত সূত্রধার এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে।

সূত্রধার নাসরত শহরে থাকতেন স্নেহময়ী একজন তরুণী। নাম তাঁর মরিয়ম (মারীয়া)। এই ধর্মপ্রাণ নারীর যোষেফ নামের একজনের সাথে বিয়ে হওয়ার কথা কিছুদিন পরেই।

প্রথম দৃশ্য

মরিয়ম (মারীয়া) শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছেন।

সূত্রধার এই সেই তরুণী মরিয়ম (মারীয়া)। আজ ঈশ্বর তাঁর জন্য কী আশ্চর্য চমৎকার উপহারই না রেখেছেন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভেতরে মরিয়ম (মারীয়া) হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত। তাঁর চোখ বন্ধ, মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ। হঠাৎ দৃশ্যপটে গাব্রিয়েল এর আবির্ভাব। চমকে গিয়ে মরিয়ম (মারীয়া) বলবেন। কয়েকজন শিশু আসবাবপত্র হিসেবে, কেউ বা জানালা, বা জানালার বাইরের গাছ হিসেবে সাজতে পারে। প্রথম দৃশ্যের এরকম সবাই এই দৃশ্যেও অংশগ্রহণ করবে।

মরিয়ম (মারীয়া) আহ! আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে! আপনি কে?

গাব্রিয়েল ভয় পাবেন না, প্রিয় মরিয়ম (মারীয়া)। আমি গাব্রিয়েল। ঈশ্বর আপনাকে একটি সংবাদ দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

মরিয়ম (মারীয়া) ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সংবাদ!? আমার জন্য?

গাব্রিয়েল হ্যাঁ, মরিয়ম (মারীয়া)। ঈশ্বর আপনাকেই নির্বাচন করেছেন এবং শীঘ্রই আপনি একটি সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছেন যে হবে ঈশ্বরের পুত্র!

মরিয়ম (মারীয়া) হতভম্ব।

মরিয়ম (মারীয়া) কীভাবে আমি সন্তানের জন্ম দিতে পারি? আমি এখনও কুমারী।

গাব্রিয়েল প্রিয় মরিয়ম (মারীয়া), আপনি চিন্তা করবেন না। এটা ঈশ্বরের চাওয়া।

ঈশ্বরের প্রেরিত পবিত্র আত্মা আপনার উপরে নেমে আসবে এবং যিনি ভূমিষ্ঠ হবেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তার নাম রাখবেন যীশু।

মরিয়ম (মারীয়া) শান্তভাবে বলবেন।

মরিয়ম (মারীয়া)যদি ঈশ্বর এটা চান, তবে তাই হোক। তাঁকে প্রণাম করি।

সবাই এপর্যায়ে সামনে এসে সমবেত কণ্ঠে গান গাইবে। যারা গাছপালা বা আসবাবপত্র সেজে আছে, তারাও সামনে এগিয়ে এসে গান গাইবে। গান হতে পারে "শোনো শোনো শোনো, শোনো দুনিয়ার শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথিত নর", যার কথা নিচে দেওয়া হলো।

শোনো শোনো শোনো
শোনো দুনিয়ার শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথিত নর
তোমাদের মুক্তি লাগি' খুলেছে স্বর্গদ্বার।।
ঐ শোনো দূরে রাখালের ঘরে জাগিছে কলোচ্ছাস
পাপের চিহ্ন মুছে গেলো আজ
ঘুচিলো অন্ধকার (৩)।।
ধর্মের নামে যুগ যুগ ধরি' জমিয়াছে যত পাপ
প্রেম ও সত্যের তীব্র দাহনে
হলো (আজ) ছারখার (২)।।
মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে
যত রেষারেষি যত বিভেদ
সাম্য মৈত্রী করুণার নীড়ে হলো আজ একাকার।।
খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ৩২০, গীতাবলী: ৬০৭, ধর্মগীত: ৭২

"শোনো শোনো শোনো..." গানটি শুনে নিতে পারেন এখান থেকে (www.youtube.com/watch?v=NLf-aWYwCvg) বা পাশের QR code? থেকে।

QR code-এর মাধ্যমে আপনি আপনার smartphone ব্যবহার করে ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য পড়তে বা দেখতে পারেন।

গল্পাকারে নাটিকার plot বা প্রেক্ষাপট বর্ণনা

পবিত্র বাইবেলের লূক ১:২৬-৩৫ পদের আলোকে এবং শিশুতোষ বাইবেল এর ১৬৮ থেকে ১৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত গল্পটি শিক্ষার্থীদের বলুন। লক্ষ করুন গল্পাকারেই এই কাজটি আপনাকে সম্পাদন করতে হবে। সকল শিক্ষার্থীকে আরাম করে বসে গল্পটি শুনতে বলুন। গল্পটি বলার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে আপনি মাথায় একটি কাপড় দিয়ে রশি বেঁধে অথবা ঘোমটা দিয়ে আবহ তৈরি করুন। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, মরিয়ম (মারীয়া) এর কালের অনেক পুরুষেরা "কুফিয়া" নামের একটি মাথা ঢাকার কাপড় ব্যবহার করতো যা "আগাল" নামের একটি মোটা রশি দিয়ে মাথায় বাঁধা থাকতো (এগুলোর ব্যবহার এখনও আছে)। আর সে সময়ের অনেক নারীরা মাথায় ঘোমটা দিতো। আপনাকে আবহ তৈরি করতে তাই এই দুইটি কথা বলা হলো।

নাটিকার casting বা চরিত্র বণ্টন

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ছোটো আকারে casting বা চরিত্র বণ্টনের অনুষ্ঠান আয়োজন করুন। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চরিত্রগুলো বণ্টন করুন। নেপথ্য শিল্পীদের দ্বারা পটভূমিতে বসবে এমন অন্যান্য আসবাবপত্র বা গাছপালার রূপায়ন বুঝিয়ে দিন।

প্রয়োজনে চরিত্রগুলোর জন্য understudy বা বিকল্প অভিনয়কারীকে শনাক্ত করে রাখুন।

নাটিকার প্রস্তুতির নির্দেশনা এবং মহড়া সম্বন্ধে জানানো

এবার শিক্ষার্থীদের নাটিকার প্রস্তুতির নির্দেশনা দিন, যেমন কোন্ সময়গুলোতে শিক্ষার্থীরা নাটিকার প্রস্তুতি নিতে মঞ্চ বা মিলনায়তন ব্যবহার করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অভিনয় উপকরণ তৈরি করবে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন, যেমন কীভাবে কাগজ দিয়ে ডানা বানানো যায়, বা কীভাবে বোর্ড দিয়ে গাছপালা বা আসবাবপত্র বানানো যায় (এ বিষয়ে "শিল্প ও সংস্কৃতি" বিষয়ের শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারেন; ইন্টারনেটেও এসংক্রান্ত অনেক resource পাবেন)। গানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের এই link থেকে গানটি শোনান। তা সম্ভব না হলে গানটি গেয়ে শোনান। গানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের মাঝে অন্তত একজনকে প্রস্তুত করুন যে পুরো গানটি গাইতে পারে। তারপর তাকে নির্দেশনা দিন অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দিতে।

শিক্ষার্থীদের জানান আগামী সেশনে শিক্ষার্থীরা নাটিকাটির মহড়া করবে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ১৩

প্রস্তুতি

নাটিকার মহড়া বিভিন্ন ত্রুটি বা সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য একটি মোক্ষম উপায়। তাই মহড়া শুরুর পূর্বেই মানসিকভাবে ত্রুটি বা সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। শিক্ষার্থীদের কী কী সমস্যা হতে পারে তাও আপনার অভিজ্ঞতার বিচারে ভাবুন। বাস্তবে মহড়াটি যখন সংঘটিত হবে তখন এই ভাবনাটি আপনার বোধকে আরও সমৃদ্ধ করবে যা ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে বিচক্ষণ করবে।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। তাদের বাসার সবাই ভালো আছে কি না। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা কোনো শিক্ষার্থীর আত্মীয় কেউ অসুস্থ থাকে তবে সংক্ষিপ্ত একটি প্রার্থনা করুন।

মহড়ার পূর্বে

মহড়ার পূর্বেই শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, তারা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না। বানানো সকল অভিনয় উপকরণগুলো একবার পরিদর্শন করুন। বিশেষভাবে দেখুন তারা তাদের চরিত্রের রূপায়ণ কেমন করছে, যেমন গাছকে গাছের মত লাগছে কি না, আসবাবপত্রকে আসবাবপত্রের মত লাগছে কি না, মরিয়ম (মারীয়া)-কে কেমন লাগছে, ইত্যাদি। বিশেষভাবে গাব্রিয়েলের ডানাটা কীভাবে শিক্ষার্থী লাগাচ্ছে তা লক্ষ করুন। সূত্রধারকে গলা সেধে কয়েক লাইন বলতে বলুন। শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করুন যে তারা ভুল করলেও যাতে নাটিকার ছন্দপতন না ঘটিয়ে নাটিকাটি শেষ করে। সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে মহড়া শুরু করতে বলুন। আপনি দর্শকের আসন গ্রহণ করুন।

মহড়া

শিক্ষার্থীদের মহড়া মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন। ধরে রাখুন শিক্ষার্থীরা বেশ কিছু ভুল এই মহড়ার সময় করবে। আপনি এই ভুলগুলো শনাক্ত করুন এবং সাথে সাথে লিখে রাখুন যাতে মহড়ার পরে শিক্ষার্থীদের ভুলগুলো জানাতে পারেন। লক্ষ করুন, আসল মঞ্চায়ন করার সময় যদি শিক্ষার্থী কোনো ভুল করে তবে তারা ভুলটা করছে কারণ মহড়ার সময় ভুলটি চিহ্নিত করা যায়নি।

বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এটি লক্ষ করুন যে, এই পরিবেশনার মান আর কোনোভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব কি না। সে অনুযায়ী, এমন কোনো কাজ আপনার পক্ষে কী করা সম্ভব যা আপনার সামর্থ্যের মধ্যে আছে (যেমন কোনো আলোকসজ্জার ব্যবস্থা)?

মহড়ার পরে

প্রথমেই শিক্ষার্থীদের তাদের পরিশ্রমের জন্য অনেক ধন্যবাদ জানান। আপনার ভালোলাগার অনুভূতি ব্যক্ত করুন। এককভাবে বিভিন্ন চরিত্রের কী কী বিষয় ভালো লেগেছে তা ব্যক্ত করুন। যেমন আসবাবপত্রকে বলুন, "তোমাকে ঠিক আসবাবপত্রের মতো লেগেছিল"। গাছকে বলুন, "তোমাকে ঠিক গাছের মতো লেগেছে"। সুত্রধার, মারিয়া এবং গাব্রিয়েল-কেও একইভাবে বলুন। সকল শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং বলুন যে, কিছু ভুল হয়েছে যা সংশোধন করলে মঞ্চায়নটা বেশ চমৎকার হবে।

নিজের নোট দেখে শিক্ষার্থীদের ভুলগুলো শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্টভাবে বলুন। শিক্ষার্থীরা ভুলগুলো বুঝতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে একাধিকবার জিজ্ঞাস করে সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করুন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মা-বাবা/অভিভাবককে শিক্ষার্থীর মাধ্যমে আমন্ত্রণপত্র দিন। এই বইটির পরিশিষ্টে একটি নমুনা আমন্ত্রণপত্র দেয়া আছে। শিক্ষার্থীদের জানান তাদের মা-বাবা/অভিভাবক, ভাই-বোন, আত্মীয় যেনো নির্দিষ্ট দিনে নাটিকাটি উপভোগ করতে আসে। আপনার মিলনায়তনের আকৃতি অনুসারে আমন্ত্রণপত্রের সংখ্যাটি নির্ধারণ করুন। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককে আমন্ত্রণ করতে
পারেন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ১৪

প্রস্তুতি

মনে মনে ভাবুন মঞ্চায়নের সকল প্রস্তুতির মাঝে কিছু বাদ পড়ে গেলো কি না। মঞ্চের কাছেই কিছু হালকা নাশতার ব্যবস্থা করে রাখুন যাতে শিক্ষার্থীরা খালি পেটে না থাকে। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পানি খাওয়ার স্থান থাকলেও মঞ্চের কাছাকাছি সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে পারেন। যদিও এই নাটিকা বিশেষ কোনো sound system দাবি করে না, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে যেমন মিলনায়তনের acoustic খারাপ হলে sound system সে সমস্যা নিরসনে প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মিলনায়তনের নিজের sound system থাকলে তা সচল আছে কি না আগেই পরীক্ষা করে দেখুন। মিলনায়তনের নিজের sound system না থাকলে এবং তৃতীয়পক্ষের sound system আনা হলে তা সময়মতো এসেছে কি না নিশ্চিত করুন।

আরেকটা কথা, যেকোনো কারণে এই মঞ্চায়ন নির্দিষ্ট দিনে হয়তো ভেস্তে যেতে পারে। অনেক পরিশ্রমের কোনো কাজে এরকম হোঁচট বেশ কষ্টকর হতে পারে, বিশেষত শিক্ষার্থীদের জন্য। তাই মনোবল হারাবেন না, শিক্ষার্থীদেরও মনোবল ধরে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। মঞ্চায়নের শুভকামনা করে সংক্ষিপ্ত একটি প্রার্থনা করুন।

মঞ্চায়নের পূর্বে

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা ভুলগুলো সমাধানের জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনার পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীরা কোনো সহযোগিতা চায় কিনা তাও জিজ্ঞাসা করুন। সকল শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন। এরপর অভিনয় উপকরণ, মঞ্চের সাজসজ্জা, আমন্ত্রিত অতিথিদের আসন গ্রহণের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করুন। মঞ্চে সবার প্রস্তুতি শেষে মঞ্চের সামনে গিয়ে আপনার শিক্ষার্থীদের introduce করুন। যেমন বলতে পারেন, এখন দেখবেন ৬ষ্ঠ শ্রেণির খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার শিক্ষার্থীদের অভিনীত একটি বিশেষ নাটিকা।

মঞ্চায়ন সময়কালীন

আপনি পরিবেশনার পুরোটা সময় দর্শক সারিতে অবস্থান না করে মঞ্চের পর্দার পিছনে শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে তাদের মানসিক শক্তি যোগান। একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ করুন, stage fright একটি মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা। অনেক শিক্ষার্থী যারা মহড়ার সময় ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল তারা হয়তো এই মঞ্চায়নের সময় ভীতিগ্রস্ত হয়ে অভিনয় করতে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে। তাদের উৎসাহিত করুন এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে অভিনয়ের জন্য মনোবল দিন। বিশেষক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী যদি অভিনয় করতে একদম অপারগ হয় তাকে কোনো প্রকার ভর্ৎসনা না করে সাদরে বসতে বলুন।

দর্শকের সারিতে কখনও বসে করতালি দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিন। গানের অংশ আসার পর সুর মিলান। দর্শকদেরও সুর মিলাতে উৎসাহিত করুন। সবশেষে শিক্ষার্থীদের সাথে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মস্তক নমন করে দর্শকদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মঞ্চ প্রস্থান করুন।

মঞ্চায়নের পরে এবং শেষ

শিক্ষার্থীদের সবাইকে বাহবা দিন। যদি কেউ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে বা অভিনয়ে অপারগ হয়ে থাকে তবে তাকে নিরুৎসাহিত না করে গঠনমূলক সমালোচনা করুন। এটা স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদের বলুন যে, তারা একটি কষ্টসাধ্য কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছে। বলুন, "এই নাটিকা আসলে খ্রীষ্টধর্মের মূল বিষয়গুলো তোমাদের জানাতে চেয়েছে এটা তোমরা নিশ্চয় বুঝেছো"। শিক্ষার্থীদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ১৫

প্রস্তুতি

আপনার বিদ্যালয়ের পাঠাগারটিতে খ্রীষ্টধর্মের কী কী বই আছে তা দেখে রাখুন। যদি পাঠাগার না থাকে বা পাঠাগারে খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত বই না থাকে তাহলে শ্রেণিকক্ষে আপনার ব্যক্তিগত খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে আসুন। যদি আপনার বইয়ের সংগ্রহ আপনার কাছাকাছি না থাকে তাহলে অন্তত পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নতুন নিয়ম এবং শিশুতোষ বাইবেল শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিন।

এই সেশনের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা অনেক অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন নিয়ে আসতে পারে যার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। খেয়াল করুন, যদি আপনার ধৈর্যচ্যুতি হয় এবং শিক্ষার্থীরা আপনার কাছ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো আচরণ পায় তাহলে তারা প্রশ্ন করতে এখন এবং ভবিষ্যতে ভীষণভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হলো, আপনি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে প্রদান করলে শিক্ষার্থীরা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী হবে।

বাস্তবায়ন

শুরু

বাইবেল থেকে আপনার বাছাই করা কয়েকটি পদ পাঠ করে সেশন শুরু করুন।

খ্রীষ্টধর্মীয় জ্ঞানের উৎস

শিক্ষার্থীদের পাঠাগারে নিয়ে অথবা আপনার সংগ্রহের খ্রীষ্টধর্মের বইগুলো দেখান। এই গ্রন্থগুলো সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের কমবেশি পরিচয় থাকলেও পুনরায় তাদের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন। যেমন কোন্‌টি পবিত্র বাইবেল, কোন্‌টি শিশুতোষ বাইবেল, খ্রীষ্ট-সঙ্গীত/গীতাবলী/ধর্মগীত, বা বাইবেলের গল্পের বই, উৎসর্গের বই ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে বইগুলো ধরতে দিন। নিশ্চিত করুন যে তারা পাঠাগারে নিজ হাতে বইগুলো ধরতে পারবে বা আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইগুলো টেবিলের চারপাশে এসে হাতে ধরে দেখতে পারবে। এবার শিক্ষার্থীদের নিজ আসনে ফিরে যেতে বলুন এবং বলুন যে শিক্ষার্থীর বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়, ধর্মীয় ব্যক্তি এমন কী শিশুটি নিজেও খ্রীষ্টধর্মের ভালোবাসার ধারক ও বাহক।

প্রশ্ন করার কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে হাজারো বছর ধরে মানুষ পবিত্র বাইবেল পড়ছে, গবেষণা করছে এবং এর মহিমা এতটাই অপার যে চিরকাল ধরে এই পবিত্র গ্রন্থের কাছে মানুষ বিপদে আশ্রয় পায়। তাই এই গ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া আমাদের কাছে একটি কাঙ্ক্ষিত ও স্বাভাবিক বিষয়। এরপর আপনি নিজের জীবন থেকে একটি ছোট্ট ঘটনা বলুন যেখানে পবিত্র বাইবেল আপনাকে দিশা দেখিয়েছে। ঘটনাটি এমন হতে পারে যে আপনি কোনো বিষয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু বাইবেল পড়ে আপনি সেই কষ্ট ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন। এবার শিক্ষার্থীদের নিচের কাজটি বুঝিয়ে দিন।

শিক্ষার্থীদের মজা করে বলুন সবসময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কিন্তু এবার বিষয়টি উল্টে গিয়েছে! প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজ হবে শিক্ষকের জন্য একটি করে প্রশ্ন তৈরি করা। এই কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীকে কিছু নির্দেশনা দিন। যেমন শিক্ষার্থীকে বলুন এটা এমন একটি প্রশ্ন হতে পারে যে প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীরা এখন অবধি পায়নি। অথবা প্রশ্নটি এমন যা বাইবেল বা খ্রীষ্টধর্মীয় বই পড়ে তার মাথায় এসেছে। অথবা এমন একটি প্রশ্ন যা শিক্ষার্থীর বাবা-মা বা আত্মীয়দের মনে এসেছে যার উত্তর তারা জানে না বা শিক্ষার্থীও জানে না।

শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করার জন্য বলুন যে কাজটি করা সহজ। কারণ মানুষ হিসেবে আমাদের মাথায় সারাক্ষণ প্রশ্ন আসে। এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। শিক্ষার্থীদের বলুন এই প্রশ্নটি তৈরিতে তার বাসায় থাকা বাইবেল এবং শিশুতোষ বাইবেল বা প্রয়োজনে শিক্ষকের কাছ থেকে গ্রন্থগুলো নিয়ে সে সাহায্য পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জানান পরবর্তী সেশনে তারা এই প্রশ্নটি শিক্ষকের কাছে লিখে জমা দিবে।

মূল্যায়ন - শিক্ষার্থীদের আচরণ যাচাই-তালিকা/checklist-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/checklist পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ১৬

প্রস্তুতি

পবিত্র বাইবেল সাথে রাখুন। শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

বাইবেল থেকে আপনার বাছাই করা কয়েকটি পদ পাঠ করে সেশন শুরু করুন।

প্রশ্নের উপস্থাপন

শিক্ষার্থীরা ক্রমানুসারে তাদের প্রশ্নগুলো জমা দিবে। সেশনের বাকি সময় বিবেচনা করে প্রত্যেকটি প্রশ্নের সুচিন্তিত উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর করা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করুন, অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর অন্য শিক্ষার্থী দিতে পারে কি না তা সকলের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করুন। কোনো অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে ধৈর্য সহকারে তার উত্তর দিন। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীন মতামতকে শ্রদ্ধা করুন এবং বিষয়টিকে দীর্ঘ করা থেকে বিরত থাকুন।

সকল শিক্ষার্থীকে তাদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। যীশুর প্রেরিত শিষ্য পিতর এর কথা শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিন যিনি যীশুকে অনেক প্রশ্ন করতেন। মথি ১৬:১৭ পদ থেকে বলুন, যীশু পিতরকে বলেন, “তুমি ধন্য, কারণ কোনো মানুষ তোমার কাছে এটা প্রকাশ করেনি; আমার স্বর্গস্থ পিতাই প্রকাশ করেছেন।” প্রয়োজনে পদটি একটু ব্যাখ্যা করুন।

মূল্যায়ন- শিক্ষার্থীদের অর্পিত কাজ rubric-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা অর্পিত কাজ rubric পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের জানান যে আজকের সেশনটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি বিশ্বাস করেন এখন থেকে শিক্ষার্থীরা খ্রীষ্টধর্মের কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সমর্থ হয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে, কোনো শক্তির প্রয়োজন পড়লে যীশুকে স্মরণ করার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের শুভকামনা করে বিদায় নিন।

সেশন ১৭

প্রস্তুতি

এ সেশনটি শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন গির্জায় বা চার্চে যাওয়ার জন্য আপনাকে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। গির্জা বা চার্চ বিদ্যালয়ের কাছাকাছি হলে ভালো হবে। স্থান নির্বাচনের পর বাবা-মায়ের অনুমতি নিতে হবে।শিক্ষার্থীর মাধ্যমে অনুমতি পাঠানোর ব্যবস্থা করুন এবং বাবা-মায়ের স্বাক্ষরিত চিঠি নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করুন। পরিশিষ্টে অনুমতিপত্রের নমুনা দেখুন।

পঞ্চাশত্তমীর পর্ব রবিবার দিন পালন করা হয়। এটি স্কুল দিবস। তাই স্কুল-সময়ে সম্ভব না হলে স্কুল ছুটির পর বিকেলে গির্জা/চার্চের রুটিন সময়ে শিক্ষার্থীদের পর্বের খ্রীষ্টযাগে/প্রার্থনায় নিয়ে যেতে হবে। সম্ভব হলে পূর্বেই গির্জার/চার্চের পুরোহিত/যাজকের সাথে কথা বলবেন যাতে তিনি শিক্ষার্থীরা দিবসটির গুরুত্ব বুঝতে পারে এমন কোনো বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। আপনি আরো যা করতে পারেন তা হচ্ছে পুরোহিতের সাথে কথা বলবেন যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন বাইবেল পাঠের সুযোগ পায় অথবা কেউ আগ্রহী হলে গানের দলেও যেন অংশ নিতে পারে।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে পবিত্র আত্মা বিষয়ক গান গাইতে পারেন-

আত্মন! এসো হৃদয় উদ্যানে

তুষিবো হৃদয় দানে।

যে মতো বায়ু বিহনে, জীবাদি বাঁচে না প্রাণে,

সে মতো তোমা বিনে, বাঁচিনা এ জীবনে।

যেমন বায়ু সুখী করে, তেমন সুখী করো মোরে,

সদাই স্নিগ্ধ অন্তরে, ডাকবো তোমায় এক প্রাণে।

ওহে প্রভু দয়াময়, উদ্যানে এসো এ সময়,

বিশ্বাস ভক্তি পবিত্রতা, প্রেম আনন্দ সহিষ্ণুতা,

মধুর ভাব দয়া নম্রতা, চাই এই উদ্যানে।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত: ১৪৬, গীতাবলী: ৫৫২ (সমতূল্য), ধর্মগীত: ১৯৮

আত্মা তুমি নেমে এসো, কৃপা রাশি নিয়ে এসো।
শক্তি সাহস প্রেম আনন্দ পবিত্রতা নিয়ে এসো।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত: ১৪৬ (সমতূল্য), গীতাবলী: ৫৫২, ধর্মগীত: ১৯৮ (সমতূল্য)

শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন, "আজকের রবিবার একটি বিশেষ দিন। এ দিনটি পঞ্চাশত্তমীর পর্ব নামে পরিচিত। যীশুর স্বর্গারোহনের পর এ দিনে প্রেরিত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিল। পবিত্র আত্মার শক্তি ও অনুপ্রেরণা তাঁদের যীশুর বাণী প্রচার করতে সাহসী করে তুলেছিল। পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত ও শক্তিশালী হয়ে যীশুর প্রথম শিষ্যেরা জগতের কাছে সুখবর পৌঁছে দিয়েছিলেন। যিরুশালেমে প্রথম খ্রীষ্ট মণ্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তিতেই বৃদ্ধি পেয়েছিল । তোমরা যখন প্রার্থনা কর তখন যীশু পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে তোমাদের মন ঐশপ্রেরণায় শক্তিশালী করে তোলেন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হস্তার্পন সংস্কার গ্রহণ করেছ এবং এ সংস্কারের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে অন্তরে গ্রহণ করেছ। এখন তোমরা পবিত্র আত্মার আলোকে আলোকিত হয়ে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর যোগ্য সন্তান হয়ে উঠেছ। প্রেরিত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা খুবই মজার ও অলৌকিক। গির্জায়/চার্চে বাইবেল পাঠ ও পুরোহিতের উপদেশে তোমরা এ বিষয়ে শুনবে।"

শিক্ষাথীদের গির্জায়/চার্চে যাওয়ার পূর্বে নীচের নির্দেশনাগুলো জানিয়ে দিন:

- শান্তভাবে ভক্তি সহকারে গির্জায়/চার্চে প্রবেশ করবে
- প্রার্থনার প্রতিটি অংশে যথাযথভাবে অংশ নিবে
- মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পাঠ ও পুরোহিতের/যাজকের উপদেশ শুনবে
- প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে আসবে
- মা-বাবা/অভিভাবক নিতে আসলে তাদের সাথে বাড়িতে চলে যাবে

বাড়ির কাজ এবং শেষ

প্রার্থনানুষ্ঠানের পর গির্জা চত্বরে কিছুক্ষণ বসে অথবা বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বলুন, "বাড়িতে গিয়ে পঞ্চাশত্তমীর অনুষ্ঠানটি স্মরণ করে তোমাদের বইয়ে দেওয়া ফাঁকা জায়গায় মনের মতো একটি ছবি আঁকবে।" শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

হলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে। পরোপকার ও দানশীলতার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।

যোগ্যতা ২

ষষ্ঠ শ্রেণির দ্বিতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি
করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা

যোগ্যতা নম্বর ২
বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা ২
সেশন সংখ্যা ১৯

এই যোগ্যতায় দুইটি বহুধাপী অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে, যেখানে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থী খ্রীষ্টধর্মের বিধিবিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ ও নিজ জীবনে চর্চা করতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, দ্বিতীয় যোগ্যতার "অনুসরণ ও নিজ জীবনে চর্চা করা" অংশটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় যোগ্যতার বহুধাপী অভিজ্ঞতা দুইটি সম্পাদনের সময় শিক্ষার্থীদের "নিজ জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করতে" অনুপ্রাণিত করার ভাবনাটা সবসময় আপনার মানসপটে রাখুন। এটাই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটির চালিকাশক্তি।

অনুসরণ ও নিজ জীবনে চর্চা করা

শিক্ষার্থীদের আপনি যে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন তা বিভিন্ন সেশন হিসেবে পরের পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

১৮-২৭

পর্যন্ত

সেশন ১৮-১৯

প্রস্তুতি

এ সেশনটি শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের field trip-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন field trip-টি কোথায় হবে। Field trip-এর জন্য এমন স্থান নির্বাচন করুন যেখানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের খাদ্য সহায়তা, চিকিৎসা সেবা, দুঃস্থ নারীদের সেলাই ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণ এবং পথশিশুদের পড়াশুনার সুযোগ করে দিচ্ছে অথবা নিকটস্থ কোনো চার্চ বা ধর্মপল্লিতে নিয়ে যেতে পারেন যেখানে পরোপকারী ব্যক্তিগণ গরিবদের সাহায্য করছে।

স্থান নির্বাচনের পর আপনাকে আরও কয়েকটা বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথমত বাবা-মায়ের অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে মা-বাবার কাছে অনুমতি পত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। বাবা-মায়ের স্বাক্ষরিত চিঠি নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করুন। পরিশিষ্টে অনুমতি পত্রের নমুনা দেখুন।

এই field trip-টির জন্য একটা ছুটির দিন বেছে নিন। আর স্কুল ডে'তে করতে হলে স্কুল আওয়ারের শেষে ব্যবস্থা করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের এটাও বলুন যে field trip-এর সময় কিছু নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। Field trip-এ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ (একটি নিরাপত্তা চেকলিস্ট পরিশিষ্টে দেয়া আছে)। শিক্ষার্থীদের field trip-এ যাওয়ার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী বুঝিয়ে বলুন এবং তারা কিছু জানতে চাইলে তা জানিয়ে দিন।

শিক্ষার্থীদের বলুন, "নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন-পানি, পোশাক, কলম ও নোটবুক নিয়ে যানবাহনে উঠবে। যানবাহনে শান্ত থাকবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে সারিবদ্ধভাবে নেমে পড়বে।"

যে শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে সে এই সেশনে কীভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে তা ভেবে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় করে নিচে দেওয়া গান দুইটি থেকে যেকোনোটি শিক্ষার্থীদের সাথে সমবেত কণ্ঠে গাইতে পারেন।

বরষ-আশিস-বারি
(আজি) অবিরত ধারে যীশু সবার উপরি।

কী উপহার দিব আজি গুণধাম,
(এই) এনেছি ভগন চিত, লহ, পাপহারি!

জ্বাল প্রেম-অগ্নি সকল হৃদয়ে,
(সবে) পর-সেবা তরে যেন প্রাণ দিতে পারি।
খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ১৫৪; গীতাবলী: ১২৪৫; ধর্মগীত: ২০৩

সেবা কর দুঃখীজনে, সেবা কর আর্তজনে
সে তো তোর খ্রীষ্টসেবা
চোখের জলে হাহাকারে যে বসে রয় পথের ধারে
তারে বুকে তুলে নে ভাই, সেই তো তোর খ্রীষ্টসেবা।
গান করা যে শুধু ভালো, প্রার্থনা যে আরও ভালো
সবার চেয়ে ভালো যে ভাই ঘুচাস যদি মনের কালো।
খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ১৫৪ (সমতুল্য); গীতাবলী: ২০৮; ধর্মগীত: ২০৩ (সমতুল্য)

যাত্রা শুরুর পূর্বে

নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা শুরু করার আগে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা সবাই কেমন আছে। তাদের পরিবারের সবাই ভালো আছে কি না। লক্ষ করুন, সবাই উপস্থিত হয়েছে কি না। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা গুনে যানবাহনে উঠতে দিন। নিরাপদ যাত্রার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করুন।

দর্শন ও পর্যবেক্ষণ

শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা যা দেখে পছন্দ করবে বা যা তাদের কাছে interesting লাগবে তা চাইলে তারা তাদের খাতায় টুকে রাখতে পারে।

অপেক্ষমাণ সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের উদ্দেশ্যে আপনি একটি সর্বজনীন প্রার্থনা করুন। এমনও হতে পারে যে সাহায্যকারী সংস্থার কোনো ধর্মীয় ব্যক্তির পরিচালিত প্রার্থনায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করল।

এখন শিক্ষার্থীদের বলুন, "দেখো, দরিদ্র-অসহায় লোকদের চাল, ডাল, আটা দেয়া হচ্ছে। লক্ষ কর, গরিব মায়েরা এসেছে, তাদের অসুস্থ শিশুদের নিয়ে, তাদের বিনামূল্যে ডাক্তারি পরামর্শ ও ঔষধ দেয়া হচ্ছে।"

এবার যেখানে সেলাই ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বলতে পারেন, "এই ছেলে-মেয়েদের সেলাই ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে যেন তারা কাজের দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হতে পারে। দেখো এ শিশুদের বয়স তোমাদেরই মতো। ওদের ঘর-বাড়ি নেই। তাই ওদের পথশিশু বলা হয়। তারা ২ ঘণ্টার জন্য লেখাপড়া শিখতে এসেছে। তারপর তারা কাজ করতে যাবে।"

সুযোগ করে দিতে পারেন যেন শিক্ষার্থীরা ওদের সাথে কথা বলতে পারে। শিক্ষার্থীদের আরো বলুন, "তাকিয়ে দেখো, এ সংস্থার সেবাকর্মীরা কত হাসি-খুশি ও আন্তরিকভাবে সেবা কাজ করছে, আমার খুব ভালো লাগছে। তারা মানুষকে ভালোবেসে পরোপকার ও দয়ার কাজ করছে। এ পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তিগণ যা করছেন তা আমাদের প্রভু যীশুর শিক্ষার সাথে মিলে যায়।"

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, "সবকিছু তোমাদের কেমন লাগছে?" বলতে পারেন, "যে বিষয়টি ভালো লাগছে তা খাতায় লিখে রাখো।"

Field trip-এর বিকল্প

যদি কোনো কারণে field trip করা সম্ভব না হয়, তবে কোনো বিকল্প কাজের কথা ভেবে রাখতে পারেন। যেমন হতে পারে YouTube থেকে কোনো দাতব্য সংস্থার কাজের video দেখালেন অথবা এরকম কাজের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে শ্রেণিকক্ষে আমন্ত্রণ জানালেন শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা-মতবিনিময় করার জন্য।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন, "বাড়িতে গিয়ে বাবা-মা/অভিভাবককে জিজ্ঞেস করো যে উপকার ও দানশীলতা বিষয়ে তাদের ধারণা কী। তাদের কাছ থেকে যা জানতে পারবে তা লিখে পরবর্তী সেশনে নিয়ে আসবে।

শেষ

Field trip-টি নিরাপদ ও সুন্দর হয়েছে, শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করুন।

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে ও শুভকামনা করে বিদায় নিন।

মূল্যায়ন - শিক্ষার্থীদের আচরণ যাচাই-তালিকা/checklist-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/checklist পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

সেশন ২০

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের একাধিক দলে ভাগ করার পরিকল্পনা করুন। আগের দিন দুজন শিক্ষার্থীকে শক্ত কাগজ দিয়ে পোস্টবক্স তৈরি করার দায়িত্ব দিন। আলোচনার জন্য কিছু প্রশ্নও প্রস্তুত করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। একসাথে নিচের গানটি গাইতে বলুন-

হে পিতা আমার রেখে দিই আজ তোমার চরণে সেবার দান
মনের চিন্তা, মুখের কথা, হাতের কাজ
মোর সব কিছু রেখে দিই আজ
তোমার চরণে পূজার দান।
নিবেদন আমার মিলিয়ে দিলাম
তোমার চরণে যীশুরই সাথে
তারই চিন্তা তাঁরই কথা, তাঁরই কাজ
তাঁরই নিবেদনে মিলিয়ে দিলাম
তোমার চরণে নিবেদন আমার।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ২৩৪; গীতাবলী: ১২৯ (সমতুল্য); ধর্মগীত: ৩৩৭

Field trip নিয়ে কথা

শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন তারা field trip-এ কী কী দেখেছিল।

Field trip এবং মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে আলোচনা শেষ করার পর দলগতভাবে পরোপকার ও দানশীলতা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের একাধিক দলে ভাগ করে প্রতিদলে একজন করে দলনেতা তাদেরই নির্বাচন করতে দিন।

আলোচনার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। কিছু প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করতে পারে। যেমন,

- প্রার্থনা কী বা আমরা কেন প্রার্থনা করি?
- পরোপকার এবং দান কী?
- কাদের দান করতে হবে?
- যারা ঐ সংস্থায় সাহায্য নিতে এসেছিল তাদের দেখে তোমার কী মনে হয়েছে?

এবার দলপ্রধানদের বলুন, "তোমরা আলোচনার সারমর্ম একটা কাগজে লিখো। লেখা শেষ হলে কাগজটি ভাঁজ করে শ্রেণিকক্ষের সামনে টেবিলে রাখা পোস্টবক্সে পোস্ট করো। চলো দেখা যাক, কে আগে পোস্ট করতে পারে।"

১০ মিনিট পর প্রত্যেক দলপ্রধানকে একটি করে কাগজ বক্স থেকে উঠিয়ে পাঠ করতে বলুন। এতে প্রত্যেকে অন্য দলের লেখা পাঠ করার ও শোনার সুযোগ পাবে।

যদি কোনো দলপ্রধান পোস্ট বক্স থেকে নিজের লেখা তুলে থাকে তবে তাকে সেটা অন্য দলপ্রধানকে দিতে বলুন।

লক্ষ করুন, এই আলোচনায় কোনো অপেক্ষাকৃত ভুল ধারণা উঠে এলেও কর্কশভাবে সংশোধন করবেন না। শিক্ষার্থীর ধারণাগুলো ভবিষ্যতের সেশনে পরিমার্জনের সুযোগ থাকবে।

শেষ

সুন্দর ও শৃঙ্খলার সাথে কাজ করেছে বলে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করুন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ২১

প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে শিশুতোষ বাইবেল এবং পবিত্র বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় ও সমবেত প্রার্থনা করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা

শিক্ষার্থীদের সাথে সহজভাবে বলুন যে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞায় ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে বলা হয়েছে। নতুন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা হলো যে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হলে নিজের সর্বস্ব দান করে অন্যের উপকার করতে হবে।

পরোপকার ও দানশীলতা

যীশু আবার যখন পথে বের হলেন তখন একজন লোক দৌড়ে তাঁর কাছে আসল এবং তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, “হে গুরু, আপনি একজন ভাল লোক। আমাকে বলুন, অনন্ত জীবন লাভ করবার জন্য আমি কি করব?” যীশু তাকে বললেন, “আমাকে ভাল বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ভাল নয়। তুমি তো আদেশগুলো জান, ‘খুন কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, ঠকিয়ো না, মা-বাবাকে সম্মান করো।’ লোকটি যীশুকে বলল, “গুরু ছোটবেলা থেকে আমি এই সব পালন করে আসছি।” এতে যীশু তার দিকে তাকিয়ে চেয়ে দেখলেন এবং ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে তাকে বললেন, “একটা জিনিস তোমার বাকী আছে। যাও, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে গরীবদের দান কর। তাতে স্বর্গে ধন পাবে। তারপরে এসে আমার শিষ্য হও।” এই কথা শুনে লোকটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। তার অনেক ধনসম্পত্তি ছিল বলে সে দুঃখিত হয়ে চলে গেল।

মার্ক ১০: ১৭-২২

ব্যাখ্যা

আদর্শ খ্রীষ্টীয় জীবন লাভের জন্য দশ আজ্ঞা হলো মৌলিক বিধিমালা। এই ধনী লোকটি বিশ্বস্ততার সাথে এই দশ আজ্ঞা পালন করত। কিন্তু যীশু চান যে আমরা যেন এসব পালনের সাথে সাথে মানুষকে ভালোবাসি ও ধনসম্পদের প্রতি লোভ সংবরণ করে মানুষের কল্যাণ চিন্তা করি। ধনী লোকটি তার সম্পদ বিক্রি করে ।

গরিবদের দিতে রাজি হয়নি কারণ ধনসম্পদের প্রতি মোহ ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই ধনী যুবকের জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ছিল। তাই যীশু তাকে ভালোবেসে তাঁর ঐশীরাজ্য স্থাপনে আহবান করেছিলেন। অন্তরে ঈশ্বর ও মানুষের জন্য ভালোবাসা না থাকলে যীশুর ডাকে আমরা সাড়া দিতে দ্বিধাবোধ করি।। অনন্ত জীবন বলতে বুঝায় মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা বেঁচে থাকবে এবং স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবে। অনন্ত জীবন পেতে হলে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে মানুষকে ভালোবাসতে হবে।

নিঃস্বার্থ দান ও ভালোবাসা

এইজন্য যখন তুমি গরীবদের কিছু দাও তখন ভণ্ডদের মত কোরো না। তারা তো লোকদের প্রশংসা পাবার জন্য সমাজ-ঘরে এবং পথে পথে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষা দেয়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।

তুমি যখন গরীবদের কিছু দাও তখন তোমার ডান হাত কি

করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিয়ো না।

মথি ৬:২-৩

যিনি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন পরে যীশু তাঁকে বললেন, “যখন আপনি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবেন বা ভোজ দেবেন তখন আপনার বন্ধুদের বা ভাইদের কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের বা ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবেন না। তা করলে হয়ত তারাও এর বদলে আপনাকে নিমন্ত্রণ করবেন আর এই ভাবে আপনার নিমন্ত্রণ শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যখন ভোজ দেবেন তখন গরীব, নুলা, খোঁড়া এবং অন্ধদের ডাকবেন। তাতে আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবেন, কারণ তারা সেই নিমন্ত্রণের শোধ দিতে পারবেন না। যখন মৃত্যু থেকে নির্দোষ লোকদের জীবিত করা হবে তখন আপনি এর শোধ পাবেন।”

লুক ১৪: ১২-১৪

ব্যাখ্যা

যীশু চান আমরা যেন উপকার ও দানের বিনিময়ে কোনো কিছু আশা না করি। আমাদের সমাজে যারা গরিব, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসহায় তাদের আমরা সাহায্য করব। আমাদের এ কাজের জন্য শেষ বিচারের দিন ঈশ্বর আমাদের পুরস্কৃত করবেন। যীশু দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দিয়েছেন, চলার ক্ষমতা যার নেই তাকে হাঁটার শক্তি দিয়েছেন। আমরা যীশুর মতো অলৌকিক কাজ করতে পারি না। কিন্তু আমরা গরিব প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে পারি, দৃষ্টিহীনকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিতে পারি, টাকার অভাবে যে চিকিৎসা পাচ্ছে না সামর্থ্য থাকলে তাকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারি অথবা পাশে বসে সেবা করতে পারি। যীশু বলেন যে আমাদের এসব দান ও উপকারের কাজ যেন লোক দেখানো না হয়।

শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

আপন বাংলাদেশ মাদক নিরাময় কেন্দ্রে শিশুদের নতুন জামা-কাপড় বিতরণ ২০১৯।

আলোকচিত্র/রাজু কস্তা

খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা'য় অসুস্থদের সেবাদান ২০২২।

আলোকচিত্র/ডা. প্রবীর খিয়াং

সেশন ২২-২৩

প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে শিশুতোষ বাইবেল অথবা পবিত্র বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন। ভূমিকাভিনয়ের অংশের জন্য পর্দা ও জামা প্রস্তুত রাখুন। ভূমিকাভিনয়ের চিত্রনাট্যটির তিনটি অনুলিপি প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। কারো পরিবারে কেউ অসুস্থ থাকলে তার জন্য ১-২ মিনিট প্রার্থনা করতে পারেন।

বাইবেলের পাঠের পূর্বে আলোচনা

বাইবেল পাঠের শুরুতে শিক্ষার্থীদের বলুন, "তোমরা কি জানো প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি? প্রার্থনা করতে হয় ভক্তিভরে ও মনোযোগসহকারে। তোমরা নিশ্চয়ই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং কোনো কাজের শুরুতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। আবার ভালো কিছু পেলেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করো। যীশু তাঁর প্রচার-কাজ শুরু করার আগে প্রার্থনা ও উপবাস করেছিলেন। চলো দেখি বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।"

মথি ৪:১-১১ পদ পাঠ করে মরুপ্রান্তরে যীশু ৪০ দিন উপবাস ও প্রার্থনা করে আমাদের কি শিখিয়েছেন তা গল্পের মতো করে বলুন এবং ব্যাখ্যা করুন।

প্রভু যীশুকে পাপে ফেলবার চেষ্টা

"এরপর পবিত্র আত্মা যীশুকে মরু এলাকায় নিয়ে গেলেন যেন শয়তান যীশুকে লোভ দেখিয়ে পাপে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করার পর যীশুর খিদে পেলো। তখন শয়তান এসে তাঁকে বললো, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বলো।"

যীশু উত্তরে বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"

তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর যিরূশালেমে নিয়ে গেলো এবং উপাসনা-ঘরের চূড়ার
উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বললো, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে
পড়ো, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে
আদেশ দেবেন; তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন যাতে
তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"

যীশু শয়তানকে বললেন, "আবার এই কথাও লেখা আছে, তোমার
প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করতে যেয়ো না।"

তখন শয়তান আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও
তাদের জাঁকজমক দেখিয়ে বললো, "তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে
তোমার প্রভু বলে স্বীকার করো তবে এই সবই আমি তোমাকে দেবো।"

তখন যীশু তাকে বললেন, "দূর হও, শয়তান। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, তুমি
তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।"
তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো, আর স্বর্গদূতেরা এসে
তাঁর সেবা-যত্ন করতে লাগলেন।
মথি ৪:১-১১

ব্যাখ্যা

যীশু তাঁর প্রচার জীবন শুরু করার পূর্বে ৪০ দিন উপবাস ও প্রার্থনা করেছেন যেন পবিত্র আত্মার কাছ থেকে জ্ঞান ও শক্তি লাভ করতে পারেন। শয়তানের প্রলোভন আমাদের ভালো কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যীশু যেমন শয়তানের প্রলোভন জয় করে তাঁর উদ্দেশ্যে স্থির থেকেছেন তেমনি আমরাও জাগতিক বিষয়ের লোভ ত্যাগ করে ঈশ্বরের পথে চলব। উপবাস ও প্রার্থনা আমাদের পাপ ও প্রলোভন জয় করার শক্তি দেয়। তোমরা ক্লাসে শিক্ষকের নির্দেশ অমান্য করলে ঈশ্বরের পথ থেকে দূরে সরে যাও।

ভূমিকাভিনয়ের শুরুতে

এবার মথি ৪:১-১১ পদের আলোকে শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হতে বলুন। অভিনয় করতে আগ্রহী দুইজন শিক্ষার্থীকে বেছে নিন। যদি দুইয়ের অধিক শিক্ষার্থী থাকে যারা ভূমিকাভিনয়ে অংশ নিতে আগ্রহী তবে লটারির মাধ্যমে দুইজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করুন। একজন যীশু ও অন্যজন শয়তানের ভূমিকায় অভিনয় করবে। আরও একজন নেপথ্যে গল্পের ধারা বর্ণনা করবে। অভিনয়ের চিত্রনাট্যের অনুলিপি শিক্ষার্থীদের হাতে দিন।

শয়তান চরিত্রে রূপদানকারীকে দরজার পিছনে বা পর্দার পিছনে দাঁড়াতে বলুন। তার অভিনয়ের অংশটি শুধু কণ্ঠের মাধ্যমে ঘটবে। এরকম করতে হবে কেননা যীশু শয়তানের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলেন। আর যীশুর চরিত্রে যে অভিনয় করবে সে লম্বা জামা পরবে।

চিত্রনাট্য

নেপথ্য কণ্ঠ: মরুপ্রান্তরে ৪০দিন উপবাস করার পর যীশুর খিদে পেল। তখন শয়তান তাকে লোভে ফেলার চেষ্টা করল।

শয়তান — তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এ পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল ।

যীশু — পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে "মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"

নেপথ্য কণ্ঠ: তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর যিরুশালেমে নিয়ে গেল। সে যীশুকে মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে গেল।

শয়তান — তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে-"ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দিবেন তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"

যীশু — আবার একথাও লেখা আছে, "তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেয়ো না।"

নেপথ্য কণ্ঠ: তখন শয়তান আবার তাঁকে খুব একটা উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও জাঁকজমক দেখিয়ে বলল-

শয়তান — তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার করো তবে এই সবই আমি তোমাকে দেব।

যীশু — দূর হও শয়তান, পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে-"তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে কেবল তাঁরই সেবা করবে।"

নেপথ্য কণ্ঠ: তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগল।
শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ২৪

প্রস্তুতি

পবিত্র বাইবেল এবং শিশুতোষ বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

যথারীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। সবাইকে দাঁড়িয়ে নিচের গানটি গাইতে বলুন-

আমায় তুমি ডাক দিয়েছ প্রভু তোমার কাজে
অন্তরে মোর তাই এত গান
তাই এত সুর বাজে।
তোমারি লাগিয়া ছিল কত কাজ
ছিল নাকো শুধু মম অবকাশ,
স্মরি' সেই কথা ওগো মহারাজ,
চিত্ত ভরিছে লাজে।
লজ্জা আমাকে ঢেকে দাও আজি
মহা করুণায় তব
জীবনের পথে দাও মোর সাথে
আশ্বাসবাণী নব;
শত ভুল করে চাহিনাকো আর
বাড়াতে বৃথাই বোঝা আপনার
অকৃতি অধমে লও গো এবার
তোমার কাজের মাঝে।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ২৬০, গীতাবলী: ১২১৩, ধর্মগীত: ৩৯৮

শিক্ষার্থীদের বলুন যে প্রার্থনা এবং উপবাস করার বিষয়ে যীশুর যে শিক্ষা সে সম্পর্কে এ সেশনে তারা জানতে পারবে।

প্রার্থনা ও উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

“তোমরা যখন প্রার্থনা কর তখন ভণ্ডদের মত করো না, কারণ তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য সমাজঘরে ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর তখন ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরো এবং তোমার পিতা, যাকে দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো। তোমার পিতা, যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।”

যখন তোমরা প্রার্থনা করো তখন অযিহুদীদের মত অর্থহীন কথা বার বার বোলো না। অযিহুদীরা মনে করে বে কথা বললেই ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনবেন। তাদের মতো কোরো না, কারণ তোমাদের পিতার কাছে চাইবার আগেই তিনি জানেন তোমাদের কি দরকার। এইজন্য তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো:
হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।
তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।
যে খাবার আজ আমাদের দরকার তা আমাদের দাও।
যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি
তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করো।
তুমি আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না,
বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।

তোমরা যদি অন্যদের দোষ ক্ষমা কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না করো তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন না।

“তোমরা যখন উপবাস করো তখন ভণ্ডদের মত মুখ কালো করে রেখো না। তারা যে উপবাস করছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মাথায় ও মুখে ছাই মেখে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন উপবাস করো তখন মাথায় তেল দিয়ো ও মুখ ধুয়ো, যেন অন্যেরা জানতে না পারে যে, তুমি উপবাস করছো। তাহলে তোমার পিতা, যিনি দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন; কেবল তিনিই তা দেখতে পাবেন। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।”

মথি: ৬:৫-১৮

ব্যাখ্যা

যীশু আমাদের বলেন যে আমরা যেন লোকদেখানো প্রার্থনা না করি বরং অন্তর থেকে ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করি। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি। তাই প্রার্থনা করব গোপনে ও নির্জনে। অর্থহীন কথা না বলে আমাদের যা দরকার তা ঈশ্বরকে বলব। ঈশ্বর তো আমাদের মনের কথা জানেন। যীশু যে প্রার্থনা শিখিয়েছেন তাতে প্রথমে ঈশ্বরকে পিতা বলে মান্য করেছি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছানুসারে এটা আমরা প্রত্যাশা করেছি। তারপর মানুষের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার করি যে আমরা অন্যকে ক্ষমা করলে ঈশ্বরও আমাদের ক্ষমা করবেন। যীশু আরো বলেন যে আমরা যেন লোকদেখানো উপবাস না করি। আমাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে যেন সংযম, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা থাকে। উপবাসের মধ্য দিয়ে আমরা সংযমী, পবিত্র ও আত্মত্যাগী হতে পারি। সংযমী ও আত্মত্যাগী হলে আমরা পরোপকারী ও দানশীল হতে পারব।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন।

মূল্যায়ন - পবিত্র বাইবেল এবং অনুষ্ঠিত সেশনসমূহের আলোকে পরোপকার ও দানশীলতা/নিঃস্বার্থ দান ও ভালোবাসা/প্রার্থনা ও উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কী জানতে পেরেছে তা লিখতে দিন।

সেশন ২৫

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীরা এই সেশনে গির্জায়/চার্চে প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগদান করবে। এজন্য তাদের কোথায় ও কখন নিয়ে যাবেন তার পরিকল্পনা করুন।

এমন একটি স্থান নির্বাচন করুন যেখানে স্কুল চলাকালীন যাওয়া যায় এবং টিফিন পিরিয়ডের আগে ফিরে আসা যায়। এটা নিকটবর্তী গির্জা/চার্চ হতে পারে যেখানে পায়ে হেঁটে পৌঁছানো যায়।

আপনাদের গমনের বিষয়টি আগেই গির্জা/চার্চকে জানান এবং ধর্মযাজককে অনুরোধ করুন একটি প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে।

যদি ঠিক করেন যে গির্জা/চার্চের ধর্মযাজক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ কিছু বলবেন বা বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করবেন, তবে সে বিষয়েও আগেই জানিয়ে রাখুন।

যদি আলাদাভবে শিক্ষার্থীদের জন্য গির্জা/চার্চে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন না করা যায়, তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে গির্জা/চার্চের নির্ধারিত প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সময়সূচি অনুসরণ করে এই সেশনটি পরিচালনা করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীদের বলুন যে আজ তারা কাছাকাছি কোনো গির্জা/চার্চে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন যে গির্জা/চার্চ একটি পবিত্র স্থান এবং এ পবিত্র পরিবেশে শিক্ষার্থীদের কাছে কিছু আচরণ কাম্য যার মাধ্যমে গির্জা/চার্চের স্থাপনা, ব্যক্তি এবং সবকিছুর প্রতি শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাশীল হতে পারে।

এভাবে নির্দেশনা দিতে পারেন:

- গির্জা/চার্চ পবিত্র জায়গা, হইচই করা করবে না
- প্রার্থনার নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়াতে ও বসতে হবে হবে এবং হাঁটু গাড়তে হবে
- মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনা করবে
- যদি কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় সে সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে

শিক্ষার্থীদের গির্জা/চার্চে সুশৃঙ্খলভাবে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বলুন। গির্জা/চার্চের প্রার্থনা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের প্রার্থনা ও নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানান। যেমন প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হয় একটি ভক্তিমূলক গান দিয়ে। অতঃপর ধর্মযাজক পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন এবং তার আলোকে উপদেশমূলক কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে প্রার্থনার এরকম সকল অংশে তারা যেন যীশুর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিয়ে অংশ নেয়।

প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষে সুশৃঙ্খলভাবে গির্জা/চার্চ থেকে বিদ্যালয়ে ফিরে আসুন।

শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ২৬

প্রস্তুতি

এ সেশনের খেলাটির জন্য নিচের মতো করে একটি চিরকুট প্রস্তুত করুন।

তোমার নাম			
প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	
তুমি কি দানশীল?			
তুমি কি পরোপকারী?			
তুমি কি প্রার্থনাশীল?			
তুমি কি কখনো যারা খেতে পায় না তাদের কষ্ট অনুধাবন করেছ?			
তুমি কি কখনো বাইবেল-এর শিক্ষা থেকে অন্যকে পরামর্শ দিয়েছ?			
তুমি কি কখনো অন্যের কল্যাণ চেয়ে প্রার্থনা করেছ?			

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে চিরকুট নিশ্চিত করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সমবেত প্রার্থনা দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

খেলা

শিক্ষার্থীদের বলুন যে এই সেশনে শিক্ষার্থীরা একটি মজার খেলা খেলবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে চিরকুট দিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের জানান যে চিরকুটে কতগুলো প্রশ্ন করা হয়েছে যার উত্তর তাদের দিতে হবে। যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয় তবে "হ্যাঁ"-এর ঘরে টিক দিবে। আর "না" হলে "না"-এর ঘরে টিক দিবে। দৃঢ়ভাবে বলুন এই প্রশ্নগুলোর কোনো সঠিক বা ভুল উত্তর নেই। যা সত্যি তা-ই লিখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের চিরকুটগুলো পূরণ করতে ছয় মিনিট সময় দিন (প্রতি প্রশ্নের জন্য এক মিনিট করে)। এবার শিক্ষার্থীদের কাছে যান এবং তাদের পূরণকৃত উত্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করুন। শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে সকল শিক্ষার্থীর অথবা কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। আলোচনার ধরন হতে পারে

এরকম:

কোনো শিক্ষার্থী যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" দিয়ে থাকে, তবে তাকে জিজ্ঞেস করুন কী কাজ করার কারণে সে ঐ প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" লিখেছে। লক্ষ করুন যে বিভিন্ন কাজ যেমন কাউকে দান করা, অপরের উপকার করা ইত্যাদির বিবরণী শোনার পর শিক্ষার্থীর উত্তর সঠিক কি না তা নিশ্চিত করুন। একইভাবে শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর "না" দিলে বিভিন্ন উদাহরণ টেনে নিশ্চিত হোন যে তার "না" উত্তরটি সঠিক কি না।

উত্তরগুলোর সঠিকতা নিশ্চিত করার পর শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের যেকোনো একটি "না" কে পরবর্তী সেশনের আগেই "হ্যাঁ" করতে হবে। এজন্য তাদের কোনো একটি দানের কাজ বা কোনো একটি পরোপকারের কাজ বা কোনো একটি প্রার্থনা করা, ইত্যাদি করতে হতে পারে।

বিশেষ ক্ষেত্রে কেউ সকল প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" দিলে তার সাথে কথা বলে তাকে জিজ্ঞেস করুন কোন প্রশ্নের উত্তরে সে আরও জোরালোভাবে "হ্যাঁ" বলতে চায়। তাকে অতঃপর সে প্রশ্নের সাপেক্ষে কোনো একটি কাজ পরবর্তী সেশনের আগে করে আসতে বলুন।

একইভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী সব প্রশ্নের উত্তর "না" দিলে তাকে একটি প্রশ্ন চিহ্নিত করতে বলুন যার সাপেক্ষে সে পরবর্তী সেশনের আগে এমন কোনো একটি কাজ করতে পারে যাতে পরবর্তী সময়ে তার উত্তরটি "হ্যাঁ" হয়।

বিশেষভাবে লক্ষ করুন, এই খেলা শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দান, পরোপকার, উপবাস, প্রার্থনা, ইত্যাদি বিষয়ের যেকোনো একটি বাড়ির কাজ পাবে যা পরবর্তী সেশনের আগে তাকে সম্পন্ন করতে হবে।

শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ২৭

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের বিষয়টাতে আনন্দ এবং উৎসবমুখরতা আনার জন্য একটি ব্যানার তৈরি করতে পারেন যেখানে সুন্দর অলঙ্করণে "উপস্থাপন" কথাটি লিখে দিতে পারেন। ব্যানারটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যেখানে দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করবে তার পিছনে টাঙিয়ে দিন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন এবং সমবেত কণ্ঠে নিচের গানটি গান-

যীশুর প্রেমে, যীশুর প্রেমে শান্তি সুখ পাই।
পাশে থাকেন, দৃষ্টি রাখেন জানি সর্বদাই।

ধুয়া: ভালোবাসেন যীশু নাথ আমায়
মনে মনে প্রতিক্ষণে প্রাণ জুড়ায়।

যীশুর বলে, যীশুর বলে হৃদয় রক্ষা পায়।
তাঁরে যখন ডাকি, তখন দুঃখ দূরে যায়।

যীশুর ইচ্ছা, যীশুর ইচ্ছা পালন করা চাই।
প্রিয় ত্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভালোবাসি তাই।

যীশুর দয়া, যীশুর দয়ার তো সীমা নাই।
পড়ে গেলে ধরেন তুলে, পাপের ক্ষমা পাই।

যীশুর সেবা, যীশুর সেবা ভালো লাগে ভাই।
সুযোগ পেয়ে সুখী হয়ে, কার্যে কাল কাটাই।

যীশুর হৃদয়, যীশুর হৃদয় ধারণ করা চাই।
প্রার্থনাতে শাস্ত্রপাঠে রত থাকি তাই।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ৩৬৫, গীতাবলী: ৩৭৮, ধর্মগীত: ৪২৮

উপস্থাপন

প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের করা বাড়ির কাজ সম্বন্ধে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

কোনো শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা শেষে তার সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি (যেমন "তুমি কি পরোপকারী?") পুনরায় নাটকীয়ভাবে জিজ্ঞেস করুন। এবার শিক্ষার্থী "হ্যাঁ" বলে উঠলে সবাইকে করতালি দিতে বলুন।

এভাবে সকল শিক্ষার্থীর উপস্থাপন শেষ করুন।

শেষ

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

মূল্যায়ন - শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/checklist-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা উপস্থাপনা যাচাই-তালিকা/checklist পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

দ্বিতীয় যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

২৮-৩৬

পর্যন্ত

সেশন ২৮

প্রস্তুতি

এই সেশনের অংশ হিসেবে একটি গান গাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি চাইলে সংশ্লিষ্ট অন্য গানও করাতে পারেন। যদি আপনার শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্টরের সুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে প্রজেক্টরের মাধ্যমে অথবা লিখিত কপি সরবরাহের মাধ্যমে গানটি উপস্থাপন করতে পারেন।

এছাড়াও এই সেশনে একটি ভিডিও এবং ভিডিও সাপেক্ষে কিছু প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে। আপনি নিজে সেশন শুরুর পূর্বে ভিডিওটি দেখে নিন। ভিডিওটিতে "কে তোমার প্রতিবেশী" এই বিষয় নিয়ে যীশুর শিক্ষা দেখানো হয়েছে। আর ভিডিও দেখানোর পর যে প্রশ্নগুলো করবেন তা ভিডিওটি শুরুর আগেই পোস্টার পেপারে লিখে প্রস্তুত রাখুন। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে একাধিক পোস্টার পেপার রাখুন। ভিডিওটি যেহেতু ইংরেজিতে সেহেতু ভিডিও দেখানোর পরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে তারা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা যাচাই করুন। শিক্ষার্থীদের ভিডিওটি বাংলায় একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন। যদি ভিডিও দেখানোর ব্যবস্থা না থাকে তবে বিকল্প ছবি খুঁজুন, কিংবা অভিনয়ের আয়োজন করতে পারেন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। শিক্ষার্থীদের দাঁড়াতে বলুন এবং নিচের গানটি সমবেতভাবে গেয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।।
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে-
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।।
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব- যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকলশ্রান্তিহরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন, কত ত্যাগ শোক বিরহদহন-
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে-
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ চরণে।।

খ্রীষ্ট সংগীত: রবীন্দ্রসঙ্গীত ৭, গীতাবলী: ১৪১৭, ধর্মগীত: ৪৩৪ (সমতূল্য)

Video দেখানো

শিক্ষার্থীদের এবারে বসতে বলুন। এরপর বলুন আমি তোমাদের একটি মজার এবং interesting video দেখাবো (https://www.youtube.com/watch?v=osfQg8yKtq৮) পাশের QR code-টিও scan করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করুন যেন তারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখে।

ভিডিও দেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অনুভূতি জিজ্ঞেস করুন। কোনো অংশ তারা যদি না বুঝে থাকে তাহলে বাংলায় বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের বোঝার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্নোত্তরের অবলম্বন নিতে পারেন। পোস্টার পেপারে লেখা প্রশ্নগুলো প্রদর্শন করুন। যে প্রশ্নগুলো করতে পারেন তা নিচে দেয়া হলো।

- লোকটি কীভাবে আহত হয়েছিলো?
- প্রথম পথিক কে ছিলেন? তিনি লোকটিকে দেখে কী করলেন?
- দ্বিতীয় পথিক কে ছিলেন? তিনি লোকটিকে দেখে কী করলেন?
- তৃতীয় পথিক কে ছিলেন? তিনি লোকটিকে দেখে কী করলেন?

- যীশু তৃতীয় পথিক সম্বন্ধে কী বলেছিলেন?
- এখানে ঐ বিপদগ্রস্ত লোকটির প্রতিবেশী কে?

লক্ষ করুন এই প্রশ্নগুলো করবেন শুধু শিক্ষার্থী ভিডিওটি বুঝেছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন বাড়িতে গিয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে “প্রতিবেশী কে” সে ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে। এটা জানান যে পরবর্তী সেশনে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং শুভ কামনা করে বিদায় নিন।

সেশন ২৯

প্রস্তুতি

এ সেশনে একটি পোস্টার পেপারে শিক্ষার্থীদের লেখা flash card আপনাকে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাই সেশন শুরুর পূর্বেই একটি পোস্টার পেপারে মাঝখানে লিখুন "প্রতিবেশী কে"। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে বৃহৎ আকৃতির পোস্টার বা একাধিক পোস্টার পেপার ব্যবহার করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে আঠার ব্যবস্থা রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সেশন শুরু করুন।

Flash Card-এর খেলা

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে "প্রতিবেশী কে" এ নিয়ে আলোচনা কেমন হয়েছে। আপনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু ইতিবাচক কথা বলুন যেমন, "প্রতিবেশী সম্পর্কে মা-বাবা/অভিভাবকের কাছ থেকে তোমরা নিশ্চয়ই সুন্দর কিছু কথা শুনেছ, তাই না?" অথবা "বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে কথা বলে প্রতিবেশী সম্পর্কে তোমাদের সুন্দর কিছু ধারণা হয়েছে, তাই না?"। এরপর flash card-এর খেলাটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন। বলুন, তোমাদের সবাইকে একটা করে এক-এক রঙের কার্ড দেয়া হবে। এরপর তোমাদের আমি একটা প্রশ্ন দিব। সে প্রশ্নের উত্তর তোমরা কার্ডে লিখবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে একটি করে কার্ড দিন। এবার জানান শিক্ষার্থীদের যে প্রশ্নটির উত্তর কার্ডে লিখতে হবে সে প্রশ্নটি হলো "তোমার প্রতিবেশী কে?"। ৫ মিনিট চিন্তা করে এর উত্তরটি শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কার্ডে লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা যখন লেখার কাজটি করছে তখন আপনার পূর্বের প্রস্তুতকৃত "প্রতিবেশী কে" পোস্টারটি টাঙিয়ে দিন। একটি নমুনা পোস্টার সংযুক্ত করা হয়েছে, দেখুন।

৫ মিনিট পর শিক্ষার্থীদের বলুন, "তোমাদের কার্ডে লেখা শেষ করো। এবার একে একে এসে তোমার উত্তরটি উচ্চস্বরে পড়ে শোনাও এবং তোমার লেখা কার্ডটি আঠা দিয়ে টাঙানো পোস্টার পেপারে লাগিয়ে দাও।"

লক্ষ করুন উপরের নমুনা পোস্টারের বাইরে আরও অনেক কথা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আসতে পারে। এই সেশনের মূল উদ্দেশ্য প্রতিবেশী সম্পর্কীয় শিক্ষার্থীদের সকল ধারণা এক জায়গায় নিয়ে আসা।

শিক্ষার্থীদের তাদের ভাবনাগুলো সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য প্রশংসা করুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিন।

সেশন ৩০

প্রস্তুতি

এই সেশনে যে গল্পটি বলবেন তা আগে থেকেই অনুশীলন করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। প্রার্থনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের দাঁড়াতে বলুন। নিচের মৌখিক প্রার্থনাটি দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। এটি একটি নমুনা মাত্র, আপনি চাইলে অন্য প্রার্থনাও করতে পারেন।

হে পিতা পরমেশ্বর, আমরা তোমার প্রশংসা করি, তোমার গৌরব করি এবং ধন্যবাদ করি; তুমি আমাদের সকলকে সুস্থ রেখেছো, নিরাপদে রেখেছো এবং আমরা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি। সকলকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখো। যারা খাদ্য পায় না তাদের খাদ্য দাও, যারা অসুস্থ আছে তাদের সুস্থ করো যেনো আমরা আবার সকলে মিলে তোমার ধন্যবাদ করতে পারি। আমেন।।

শিক্ষার্থীদের এবারে বসতে বলুন।

গল্প বলা

শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, “আজকে তোমাদের একটি গল্প শোনাব। এটা কিন্তু রূপকথার গল্প নয়, সত্যি সত্যি ঘটে এমন একটি গল্প। তোমরা হয়তো এমন ঘটনা দেখেছ বা তোমাদের কারো কারো জীবনে ঘটেছে। এ ঘটনাতে মন খারাপ হতে পারে, কিন্তু আমি তোমাদের বলব যে মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং দেখো শেষ পর্যন্ত কী হয়।”

এ গল্পটি তোমাদের মতো বয়সেরই নমি নামের একজনের গল্প।

নমি এবং তার ঠাকুরদাদা রিকশায় করে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে একটি মোটর সাইকেলের সাথে তাদের রিকশাটির ধাক্কা লাগে। আর তারা দুজন এবং রিকশাওয়ালা এই ধাক্কায় পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা নমিদেরকে কয়েকজন লোক দেখেও সাহায্য না করে চলে যায়। এরপর আরও একদল লোক ওদেরকে দেখতে পায় কিন্তু তারাও সাহায্য না করে চলে যায়। নমির মনে হচ্ছিল ঐ দলে কেউ কেউ ছিল যারা ওদের বাসার পাশেই থাকে। এভাবে আরও কিছু সময় পার হয়। আরও পরে একজন পথিক আসেন এবং নমিদেরকে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।

নমির সারা শরীরে ব্যথা করছিল, ওর ঐ সুহৃদ পথিকের চেহারাটি মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে যে লোকটির হাত বেশ উষ্ণ ছিল।

শিক্ষার্থীদের এই গল্পটি বলে জিজ্ঞেস করুন এই গল্পে নমির প্রতিবেশী কে ছিল। এর পাশাপাশি আরও সংলগ্ন প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন শিক্ষার্থী যাকে প্রতিবেশী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সে কেন প্রতিবেশী হলো। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো শুনুন এবং মনে রাখুন। লক্ষ করুন এই সেশনগুলোতে আপনার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের ভাবনা করতে দেওয়া। তাই শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলোর সাপেক্ষে এ পর্যায়ে নিজে থেকে তথ্য দেওয়ায় বিরত থাকুন। বরং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশ্ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের ভাবনাকে জাগিয়ে দিতে চেষ্টা
করুন।

এবার শিক্ষার্থীদের গল্পের চরিত্রগুলো উল্লেখ করুন, যথা মোটর সাইকেল আরোহী, রিকশাওয়ালা, প্রথমবারের লোকেরা, দ্বিতীয় লোকের দল যেখানে নমিদের পাশের বাসার কিছু লোকও ছিল, তৃতীয়বারের একজন পথিক।

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন এই চরিত্রগুলোর মধ্যে কাকে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী মনে করে এবং কেন মনে করে। শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সেশনে লিখে নিয়ে আসবে।

শেষ

এবারে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিন।

সেশন ৩১

প্রস্তুতি

পবিত্র বাইবেল, প্রয়োজনীয় অডিও, ভিডিও, ছবি ইত্যাদি হাতের কাছে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় ও নিচের গানটি দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী।।

না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোকপরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি।।

কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান।
বিতর' বিতর' প্রেম পাষাণহৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোমারি।।

খ্রীষ্ট সংগীত: রবীন্দ্রসঙ্গীত ১২, গীতাবলী: ২২৯ (সমতূল্য), ধর্মগীত: ৪৩৪

প্রভু যেমন আমাদের ভালবেসেছেন
এসো আমরা তেমনই পরস্পরকে ভালবাসি।।

খ্রীষ্ট সংগীত: রবীন্দ্রসঙ্গীত ১২ (সমতূল্য), গীতাবলী: ২২৯, ধর্মগীত: ৪৩৪ (সমতূল্য)

প্রথমেই শিক্ষার্থীদের তাদের প্রতিবেশী সংক্রান্ত ভাবনাগুলোর জন্য ধন্যবাদ জানান। এবার বলুন যদিও প্রতিবেশী বলতে আমরা সাধারণত আমাদের বাসার আশপাশের সবাইকে বুঝি কিন্তু যীশু বলেন যে যারা আমাদের সাহায্য করেন তারাই আমাদের প্রতিবেশী। তারা দূরে থাকুক কি কাছে থাকুক। তাই নমির গল্পের প্রতিবেশী হলো ঐ তৃতীয়বারের পথিক। শিক্ষার্থীদের বলুন যে প্রতিবেশী এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা

সম্মন্ধে এই সেশনগুলোতে পবিত্র বাইবেলের আলোকে তারা আরও জানতে পারবে। পবিত্র বাইবেল এর যোহন ৪:১৯-২১ এবং যোহন ১৩:৩৪-৩৫ পদ পাঠ করে, অডিও, ভিডিও, ছবি, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায় শিক্ষার্থীদের কাছে তা তুলে ধরুন।

ঈশ্বরের সন্তানদের প্রকৃত ভালোবাসা

তিনি আমাদের ভালোবেসেছিলেন বলেই আমরা ভালোবাসি। যে বলে সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে অথচ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে মিথ্যাবাদী; কারণ চোখে দেখা ভাইকে যে ভালোবাসে না সে অদেখা ঈশ্বরকে কেমন করে ভালোবাসতে পারে? আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আদেশ পেয়েছি যে, ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে তারা যেন ভাইকেও ভালবাসে।

যোহন ৪:১৯-২১

একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা একে অন্যকে ভালোবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালোবেসো। যদি তোমরা একে অন্যকে ভালবাসো তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য।

যোহন ১৩:৩৪-৩৫

উপরের পদগুলো আপনি পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে দিয়েও পড়াতে পারেন। পড়ানো শেষ হলে আলোচনা-প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ অংশ দুইটি ব্যাখ্যা করুন। এ ব্যাখ্যা করার সময় এখানে দেয়া ছবিগুলো উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই যে caption-সমেত ছবিগুলো শিক্ষার্থীর বইয়েও দেয়া আছে।

ব্যাখ্যা

এই দুইটি অংশে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। তোমার চারপাশে যারা বসবাস করে তাদের সাথে সুন্দর ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রেখে শান্তিতে বসবাসের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নিজের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে না থাকলে প্রকৃতভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায় না। মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়।

শেষ

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিন।

চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের একটি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে মাস্ক বিতরণ কার্যক্রম চলছে, ২০২১।
আলোকচিত্র/ ডা. এডওয়ার্ড পল্লব রোজারিও/কারিতাস বাংলাদেশ।

সেশন ৩২

প্রস্তুতি

পবিত্র বাইবেল, সংশ্লিষ্ট ছবি, প্রয়োজনে অডিও, ভিডিও হাতের কাছে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

পবিত্র বাইবেলের লূক ১০:২৫-৩৭ পদ পাঠ করে, অডিও, ভিডিও, ছবি, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে কীভাবে প্রতিবেশীকে ভালোবাসা যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দিন।

লূক ১০:২৫-৩৭ বাইবেলের অংশটি নাটিকার মতো করে পাঠ করার জন্য দুজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করুন। একজন ধর্মশিক্ষকের ভূমিকায় এবং অন্যজন যীশুর। তাদের নিজ নিজ বই থেকে দেখে দেখে পাঠ করতে বলুন।

ধর্মশিক্ষক: গুরু, কি করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?

যীশু: মেশির আইনকানুনে কি লেখা আছে? সেখানে কি পড়েছেন?

ধর্মশিক্ষক: তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসবে।

যীশু: আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। যদি আপনি তা করতে থাকেন তবে জীবন পাবেন।

ধর্মশিক্ষক: আমার প্রতিবেশী কে?

যীশু: একজন লোক যিরূশালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়ল। তারা লোকটির কাপড় খুলে ফেলল এবং তাকে মেরে আধমরা করে রেখে গেল। পরে একজন পুরোহিত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই লোকটিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। ঠিক সেইভাবে একজন লেবীয় সেই জায়গায় আসল এবং তাকে দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর শমরিয়া প্রদেশের একজন লোকও সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঐ লোকটির কাছাকাছি আসল। তাকে দেখে তার মমতা হল। লোকটির কাছে গিয়ে সে তার আঘাতের উপর তেল আর আংগুর রস ঢেলে দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর তার নিজের গাধার উপর

তাকে বসিয়ে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার সেবা যত্ন করল। পরের দিন সেই শমরীয় দুটা দীনার বের করে হোটেলের মালিককে দিয়ে বলল, এই লোকটিকে যত্ন করবেন। যদি এর চেয়ে বেশী খরচ হয় তবে আমি ফিরে এসে তা শোধ করব।

এখন আপনার কি মনে হয়? এই তিনজনের মধ্যে কে সেই ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী?

ধর্মশিক্ষক: যে তাকে মমতা করল সেই লোক।

যীশু: তা হলে আপনিও গিয়ে সেই রকম করুন।”
লূক ১০:২৫-৩৭

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই পাঠের ব্যাখ্যা করুন।

ব্যাখ্যা

দয়ালু শমরীয়ের ঘটনা অচেনা বা অপরিচিত মানুষকে সেবা করার একটি উদাহরণ। এখানে ভালোবাসার দুটি দিক প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমত ঈশ্বরের ভালোবাসা। দয়ালু শমরীয় ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রকাশ করে। দয়ালু শমরীয় যেমন আঘাতপ্রাপ্ত লোকটিকে যত্ন করেছিলেন ও ভালোবেসেছিলেন, ঈশ্বরও তেমনি সকল মানুষকে যত্ন করেন ও ভালোবাসেন।

দ্বিতীয়ত, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা। ব্যাপক অর্থে সকল মানুষই আমাদের প্রতিবেশী। আমরা যখন যেথায় যাই সেখানের মানুষ আমাদের প্রতিবেশী হয়ে উঠে। তাই সকল মানুষের যত্ন নেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সর্বোপরি বলা যায় যীশু কোনো নির্দিষ্ট জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণের মানুষের কথা বলেননি। তিনি সকল মানুষের কথা বলেছেন। সকল মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন। তাই এসো আমরা সকলে পরস্পরকে ভালোবাসি।

শেষ

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিন।

সেশন ৩৩

প্রস্তুতি

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। ভূমিকাভিনয়ের চরিত্রগুলো লটারির মাধ্যমে বন্টন করে দেওয়ার জন্য কিছু চিরকুট প্রস্তুত করুন। প্রতিটি কাগজে দুইটি করে চরিত্র লিখুন যাতে এক জোড়া শিক্ষার্থী কোনো একটি চিরকুট তুললে দুইটি চরিত্রের কথা জানতে পারবে যা তাদের ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে হবে।

অভিনয়ের জন্য জোড়া চরিত্রের কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

- ১ গরিব অসুস্থ ব্যক্তি ২ ধনী ব্যক্তি
- ১ বৃদ্ধ ব্যক্তি ২ তরুণ ব্যক্তি
- ১ চিকিৎসক ২ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি
- ১ দেখতে পায় না এমন ব্যক্তি ২ দেখতে পায় এমন ব্যক্তি
- ১ ঠিকানা জানে না এমন ব্যক্তি ২ ঠিকানা জানে এমন ব্যক্তি

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। তাদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

ভূমিকাভিনয় কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের বলুন, “অপরকে সাহায্য করার বিষয়ে যীশু কত গুরুত্ব দিয়েছেন তা তোমরা জানলে। আমরা এই জানার ভিত্তিতে আজকে একটা মজার কাজ করব। তোমাদের কিছু চরিত্র অভিনয় করে দেখাতে হবে। এই চরিত্রগুলো বাস্তব জীবনে আমরা সব সময় দেখি। কিন্তু তোমাদের কাজ হবে যীশুর শিক্ষার আলোকে এই চরিত্রগুলোকে এমনভাবে রূপায়িত করা যাতে তোমাদের মাঝে যীশুর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।”

এবার টেবিলের উপর চিরকুটগুলো রাখুন। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে দিন। এবার একজোড়া শিক্ষার্থী সামনে এসে টেবিল থেকে একটি চিরকুট তুলে নিবে। চিরকুটে থাকা দুটি চরিত্র ঐ দুজন শিক্ষার্থীকে এখন অভিনয় করে দেখাতে হবে। শিক্ষার্থীদের বলুন তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিক কে কোন চরিত্র বেছে নিবে। কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এই চরিত্র বেছে নেয়ায় অপারগতা প্রকাশ করলে চিরকুটটি দেখে আপনিই চরিত্রগুলো ভাগ করে দিন।

শিক্ষার্থীদের এই ভূমিকাভিনয়ে লক্ষ রাখুন যাতে শিক্ষার্থীরা ভালোবাসা নিয়ে বিপদগ্রস্ত বা পিছিয়ে থাকা ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এটাও লক্ষ রাখুন বিপদগ্রস্ত বা পিছিয়ে থাকা ব্যক্তির অভিনয় যে শিক্ষার্থী করছে সেও যাতে আত্মমর্যাদা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। এভাবে সকল জোড়া শিক্ষার্থীর ভূমিকাভিনয় শেষ করুন।

ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের অভিনীত বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করুন। কোনো শিক্ষার্থীর ভূমিকায় যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন না ঘটলে সংশোধন করুন। কোনো শিক্ষার্থী যদি ভালোবাসা এবং সহানুভূতি দিয়ে তাঁর চরিত্র অভিনয় করে থাকে তাহলে তাকে উৎসাহিত করুন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন এই ভূমিকাভিনয়ে বিপদগ্রস্ত কারো প্রতি দয়ার বিভিন্ন অভিনয় শিক্ষাথীরা করেছে বা দেখেছে। এবার সত্যি সত্যি তার বাসার আশেপাশে, এলাকায়, অর্থাৎ তার পরিমণ্ডলে ভালো কাজ করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের পক্ষে করা সম্ভব এমন দুটি কাজের কথা লিখে নিয়ে আসতে হবে। যেমন হতে পারে, কোনো শিক্ষার্থী শীতার্তকে শীতবস্ত্র দিল, অথবা সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে খেলনা দিল

ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে দলে ভাগ করে এই বাড়ির কাজ দিতে পারেন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিন।

মূল্যায়ন - শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ rubric-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা অংশগ্রহণ rubric পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

সেশন ৩৪

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত কাজগুলো কেমন হতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

অপরকে সাহায্যের বা পরোপকারের একটি গান গেয়ে সেশন শুরু করুন।

বাড়ির কাজ নেয়া

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর লিখে আনা কাজগুলো পড়ুন এবং কী কারণে শিক্ষার্থীরা তাদের উপস্থাপিত কাজগুলো বাছাই করেছে তা জিজ্ঞেস করুন। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দুটি কাজের মধ্য থেকে একটি কাজ বেছে নিতে হবে যা পরবর্তী সেশনের আগে শিক্ষার্থীর পক্ষে করা সম্ভব হবে। কোনো ক্ষেত্রে যদি শিক্ষার্থীর উপস্থাপিত কাজ কোনোটাই সহজসাধ্য না হয় তবে শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনি একটি কাজ বেছে দিন।

লক্ষ করুন কাজগুলো এমন হবে যেখানে শুধু টাকা দিয়ে করে ফেলা যাবে না। শিক্ষার্থীর সহানুভূতি এবং ভালোবাসা যাতে কাজগুলোর মূল ভূমিকায় থাকে তা নিশ্চিত করুন। একটা উদাহরণ দিই: কোনো প্রতিষ্ঠানে শুধু অর্থ দানের বদলে শিক্ষার্থী নিজের হাতে শীতার্তের মাঝে শীতবস্ত্র বন্টন করেছে এমন একটি কাজকে বেছে নিন।

এবার কাজটি তারা কীভাবে করবে তা পরিকল্পনা করতে বলুন। তাদের পরিকল্পনা সংক্ষিপ্তভাবে শুনুন এবং কোনো পরামর্শ থাকলে দিন। বলুন যে তারা যাতে তাদের মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সেশনের আগেই কাজটি সম্পন্ন করে।

এটাও বলুন যে পরবর্তী সেশনে তারা যাতে তাদের করা কাজগুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে কোনো কার্যক্রম করা হলে তা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। হতে পারে তাদের সেশনে কোনো একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখতে বলা হলো বা উপস্থাপন করতে বলা হলো।

শেষ

শিক্ষার্থীদের শুভকামনা করে বিদায় নিন।

সেশন ৩৫-৩৬

প্রস্তুতি

প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য আর্ট পেপার, কাগজ, সাইনপেন, রংপেন্সিল, স্ট্যাপলার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

বাড়ির কাজ নেয়া

শিক্ষার্থীদের প্রথমেই ধন্যবাদ জানান তারা তাদের এলাকার আশপাশে বা পরিমন্ডলে ভালো কাজ করে এসেছে বলে। কোনো শিক্ষার্থী কোনো চ্যালেঞ্জ যেমন দৃষ্টিশক্তির চ্যালেঞ্জ বা অন্য কোনো চ্যালেঞ্জের কারণে কাজটি করতে যদি অক্ষম হয় তবে তাকে সময় বাড়িয়ে দিন বা এমন একটি কাজ দিন যা তার পক্ষে করা সম্ভব হতে পারে। কোনো শিক্ষার্থী যদি এই ভালো কাজ করতে গিয়ে তার কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চায় তাহলে তাকে সংক্ষিপ্তভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ দিন (জিজ্ঞেস করতে পারেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছো যে এই ভালো কাজটা করতে যেয়ে ঘটা কোনো ঘটনা সবাইকে জানাতে চাও?")।

এবার নাটকীয়ভাবে সবাইকে বলুন ভালো কাজের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তাদের এখন শ্রেণিকক্ষে বসে লিখতে হবে। যদি দলগতভাবে তারা কাজটি করে থাকে তবে দলগতভাবেই তাদের এ প্রতিবেদনটি লিখতে হবে। এজন্য তাদের ২০ মিনিট সময় বেঁধে দিন। প্রতিবেদনে কী কী থাকবে তা বোর্ডে লিখে দিন।

যা যা থাকতে পারে তার একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হলো।

- শিরোনাম:
  বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিরোনাম লিখবে
- সূচনা:
  একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ যেখানে তোমার বাড়ির কাজটি কী ছিলো সে সম্পর্কে লিখবে
- ভালো কাজটির বর্ণনা:
  কয়েকটি অনুচ্ছেদ যেখানে কবে কখন তুমি কাজটি করেছো, কী কাজ করেছো, কাদের জন্য করেছো তা বর্ণনা করতে হবে
- এই ভালো কাজটি বাছাই করার কারণ:
  একটি অনুচ্ছেদ যেখানে তোমাকে লিখতে হবে এই নির্দিষ্ট ভালো কাজটি কেনো তুমি বেছে নিয়েছো

- যীশু কি তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন:
  একটি অনুচ্ছেদ যেখানে তোমাকে লিখতে হবে তোমার করা কাজটিতে যীশু'র শিক্ষার কেমন প্রতিফলন ঘটেছে

শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদনগুলোতে তারা চাইলে আর্ট পেপার, রংপেন্সিল ইত্যাদি ব্যবহার করে অলংকরণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদন লেখা শেষ হলে তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদন উপস্থাপন

এবারে একজন একজন করে শিক্ষার্থীদেরকে এসে তাদের লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলুন। যদি দলগতভাবে প্রতিবেদন লিখে থাকে তবে দল থেকে একজনকে এসে উপস্থাপন করতে বলুন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থাপন শেষে তাকে feedback দিন।

শেষ

কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছে বলে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে সেশনটি শেষ করুন।

মূল্যায়ন - অংশগ্রহণ rubric-এর মাধ্যমে rubric যাচাই করুন।

যোগ্যতা ৩

ষষ্ঠ শ্রেণির তৃতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা

যোগ্যতা নম্বর ৩
বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা ৩
সেশন সংখ্যা ২০

ই যোগ্যতার বহুধাপী অভিজ্ঞতা তিনটি তৃতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে, যেখানে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, তৃতীয় যোগ্যতার "নিজ জীবনে প্রয়োগ করা", "সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা", এবং "সহাবস্থান করতে পারা" অংশ তিনটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় যোগ্যতার বহুধাপী অভিজ্ঞতাগুলো সম্পাদনের সময় শিক্ষার্থীদের এই তিনটি ভাবনা সবসময় আপনার মানসপটে রাখুন যা এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটির চালিকাশক্তি।

নিজ জীবনে প্রয়োগ করা

সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

সহাবস্থান করতে পারা

শিক্ষার্থীদের আপনি যে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন তা সেশন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৩৭-৪৪

পর্যন্ত

সেশন ৩৭

প্রস্তুতি

এই সেশনের অংশ হিসেবে একটি interactive খেলার আয়োজন করতে হবে। খেলাটি আয়োজনে আপনার প্রয়োজন হবে তিনটি বস্তু। যেমন পাঁচটি পাউরুটি/রুটি/বনরুটি (প্রয়োজনে একটি রুটিকে পাঁচ ভাগ করেও ব্যবহার করতে পারেন), একটি হাতুড়ি এবং একটি ক্রুশ (যদি হাতের কাছে ক্রুশ না থাকে তবে দুইটি ডাল বা লাঠি ব্যবহার করে ক্রুশটি বানিয়ে নিন)।

এবার প্রতিটি বস্তুর সাথে একটি লম্বা সুতা (হতে পারে ৬ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং লাল রঙের হলে ভালো হয়) লাগান। যার অন্য প্রান্তে একটি করে বিবরণী কাগজ লাগান। প্রতিটি বস্তুর জন্য বিবরণী কাগজে নির্ধারিত বিবরণটি লিখুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে এই তিনটি বস্তুর বিবরণের দিকের সুতা শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গা যেমন জানালা, কোনো খুঁটি বা পিলারে লাগিয়ে দিন। এমনটি করছেন কারণ শিক্ষার্থী বস্তুগুলোর সুতা ধরে ধরে বিবরণী কাগজটির কাছে পৌঁছাবে এবং তা পড়বে।

বিবরণী কাগজগুলোতে যা যা লেখা আছে:

কেন পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ?

পাঁচটি রুটি দুটি মাছ দিয়ে যীশু প্রার্থনা করে ৫,০০০ মানুষের ক্ষুধা মিটিয়েছিলেন।

কেন হাতুড়ি?

যীশুর পালক পিতা একজন কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। এমন একটি হাতুড়ি দিয়ে যীশু শৈশবে তার পিতাকে কাজে

সাহায্য করতেন।

কেন ক্রুশ?

যীশু মানুষের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে এই সেশনটি প্রয়োজনে আরও এক বা একাধিক সেশন দাবি করতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এই interactive play-টি খেলার সুযোগ করে দিন।

বাস্তবায়ন

শুরু এবং Interactive Play

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। জিজ্ঞেস করুন যে তারা কেমন আছে। অতঃপর তাদের বলুন যে, আজ তোমরা একটি মজার খেলা খেলবে। টেবিলে রাখা বস্তুগুলোর দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। বলুন যে এই বস্তুগুলোর সাথে একটা করে সুতা লাগানো আছে। নির্দেশনা দিন যে সারিবদ্ধভাবে পর্যায়ক্রমে একজন করে শিক্ষার্থী প্রতিটি বস্তুর সুতা ধরে ধরে বিবরণের কাছে পৌঁছাবে এবং বিবরণটি পড়বে।

শিক্ষার্থীদের এ কাজটি তদারকি করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী খেলায় অংশগ্রহণ করা শেষে নিজ আসনে বসবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, “এসব বস্তু কার জীবনের কথা আমাদের জানায়?” শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে কাম্য উত্তর হবে: “যীশু”। কোনো ক্ষেত্রে এ উত্তর না এলে শিক্ষার্থীদের ভর্ৎসনা না করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর বা অনুত্তর নোট করে রাখুন।

শেষ

স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশনটি শেষ করুন।

সেশন ৩৮

প্রস্তুতি
যে প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন, সেগুলোর আপনার প্রেক্ষিতের উত্তরগুলো গল্পাকারে শিক্ষার্থীদের বলতে পারেন। তাই উত্তরগুলো কী হতে পারে তা নিয়ে আগে থেকে চিন্তাভাবনা করুন।

বাস্তবায়ন
শুরু
শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে তারা কেমন আছে। কারও জন্মদিন থাকলে জেনে নিন এবং হাততালি দিয়ে ঐ শিক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

যীশুকে নিয়ে শিক্ষার্থীর ভাবনা
শিক্ষার্থীদের যীশুকে নিয়ে ভাবনা বা প্রতিফলনের অংশ হিসেবে একটি কাজ করতে দিন। বোর্ডে লিখে দিতে পারেন, “কবে প্রথম তুমি যীশু’র নাম শুনেছিলে?”। আরও দিতে পারেন, “তুমি এখন যীশু’র সম্পর্কে কী জানো -তিনি তোমার কাছে কে?” এককভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের খাতায় এ প্রশ্নগুলো লিখতে বলুন এবং প্রশ্নগুলোর আলোকে ভাবতে বলুন।

যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রথম কবে যীশু’র নাম শুনেছিল, সে প্রশ্নের উত্তর মনে করতে না পারে তাকে বলুন যে পরবর্তী সেশনের আগে সে যাতে তার বাবা-মা বা অভিভাবকের সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলে।

সকল শিক্ষার্থীকে এবার বলুন যে পরবর্তী সেশনের আগে তারা যাতে তাদের বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে এ প্রশ্ন দুইটি নিয়ে কথা বলে এবং খাতায় তাদের উত্তর লিখে নিয়ে আসে।

শেষ
শিক্ষার্থীদের শুভ কামনা করে সেশনটি শেষ করুন।

মূল্যায়ন - শিক্ষার্থীদের অর্পিত কাজ rubric-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা অর্পিত কাজ rubric পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

সেশন ৩৯

প্রস্তুতি
শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দেওয়া সাপেক্ষে এই সেশনে শ্রেণিকক্ষের আসনবিন্যাসে পরিবর্তন আনতে পারেন। সে আসনবিন্যাস আপনার শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতার সাপেক্ষে কেমন হতে পারে তা ভেবে রাখুন। লক্ষ করুন, আসনবিন্যাসের নতুনত্ব এই সেশনে অভিনবত্ব এনে দিতে পারে।

বাস্তবায়ন
শুরু
শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করুন।

দলগত আলোচনা
শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। শিক্ষার্থীরা যাতে আলোচনা করে প্রত্যেক দলে একজন দলপ্রধান তৈরি করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন। অথবা শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করুন যে কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে দলপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়। অতঃপর দলে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করতে বলুন।

এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো দলের ভিতরে থাকা শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের লিখে আনা উত্তরগুলো অপর শিক্ষার্থীর সাথে মতবিনিময় করে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনার পরিসর তৈরি করে। দলগুলো আলোচনার সময় আপনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে দলের বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের উত্তর অন্য শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি না তা নিশ্চিত করুন।

এ আলোচনা শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে ২০ থেকে ৩০ মিনিট চলতে পারে।

এবার প্রতিটি দলের দলপ্রধানকে তাদের আলোচনার সারাংশ উপস্থাপন করতে বলুন।

শেষ
শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের সেশন সমাপ্ত করুন।

সেশন ৪০

প্রস্তুতি
যীশু এবং তাঁর বিভিন্ন অনুসরণীয় গুণ নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন।

বাস্তবায়ন
শুরু
শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করুন।

শিক্ষার্থীদের কাজ
পূর্বের সেশনগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীদের একটি কাজ দিন। কাজটির জন্য প্রথমে তাদের দলে ভাগ করে দিন। এরপর তাদের নিজ নিজ খাতায় নিচের মতো করে একটি টেবিল এঁকে পূরণ করতে দিন।

যীশু-কে নিয়ে ভাবনা	অনুসরণীয় গুণ

শিক্ষার্থীদের বলুন তারা আগের সেশনে যীশুকে নিয়ে যে কথাগুলো ভেবেছে তা বাম দিকের কলামে একটি একটি করে লিখবে। এরপর ডান দিকের কলামে সে ভাবনার প্রেক্ষিতে যে অনুসরণীয় গুণটি শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করতে পারে তা লিখবে। যেমন, যীশু-কে নিয়ে ভাবনা হতে পারে: “প্রথম যীশু’র নাম এবং তার মহান জীবনের গল্প শুনেছি মা-বাবা/অভিভাবক/দাদু/ঠাকুরদাদার কাছে”। এবং এর প্রেক্ষিতে অনুসরণীয় গুণ চিহ্নিত হতে পারে: “দয়ালু হওয়া/পরোপকারী হওয়া/ক্ষমাশীল হওয়া ইত্যাদি”। কাজটি শেষে প্রত্যেক দলের কাছ থেকে পাওয়া অনুসরণীয় গুণগুলো বোর্ডে লিখে দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন এই গুণগুলো নিয়ে পরবর্তী সেশনে তারা আরও জানতে পারবে।

শেষ
শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের সেশন সমাপ্ত করুন।

সেশন ৪১

প্রস্তুতি

পবিত্র বাইবেল, শিশুতোষ বাইবেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রাখুন। বাড়িতে মথি ১৬:১৩-২০ ও যোহন ১:১, ১৪ পদ ভালো করে পাঠ করুন। শিক্ষার্থীদের সামনে শুদ্ধরূপে যত্ন নিয়ে উচ্চারণ করুন। শিক্ষার্থীদের কাছে বাইবেল না থাকলে মাল্টিমিডিয়ায় বাইবেলের অংশ দেখানোর ব্যবস্থা করুন। মাল্টিমিডিয়া না থাকলে কাগজে বাইবেলের অংশ সরবরাহ করুন যেন শিক্ষার্থীরা পড়তে পারে।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখুন যে, পবিত্র বাইবেল থেকে তাদের দুটি অংশ পড়তে হবে। পড়ার সময় খুব ভালো করে শুনতে হবে। শিক্ষার্থীদের জানান যে আজ পবিত্র বাইবেলের আলোকে যীশু কে সে বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হবে।

মথি ১৬:১৩-২০ ও যোহন ১:১, ১৪ পদ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতে বলুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি করে পদ পাঠ করবে।

“পরে যীশু যখন কৈসরিয়া-ফিলিপি এলাকায় গেলেন তখন
শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, “মনুষ্যপুত্র কে, এই বিষয়ে লোকে কি
বলে?” তাঁরা বললেন, “কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ
কেউ বলে এলিয়, আবার কেউ কেউ বলে যিরমিয় বা নবীদের মধ্যে একজন।”
তখন তিনি তাঁদের বললেন, “কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?”
শিমোন-পিতর বললেন, “আপনি সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।”
উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “শিমোন বার-যোনা, তুমি ধন্য, কারণ কোন মানুষ
তোমার কাছে এটা প্রকাশ করে নি; আমার স্বর্গস্থ পিতাই প্রকাশ করেছেন। আমি
তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী গড়ে
তুলবো। নরকের কোন শক্তিই তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না।
আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলো দেব, আর তুমি এই
পৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে এবং
যা খুলবে তা স্বর্গেও খুলে দেওয়া হবে।”
এর পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাবধান

করে দিলেন যেন তাঁরা কাউকে না
বলেন যে, তিনিই মশীহ।”
মথি ১৬:১৩-২০

ব্যাখ্যা

লোকেরা যীশু সম্পর্কে কি বলেন, যীশু তা শিষ্যদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। মানুষ যীশু সম্পর্কে কি বলেন শিষ্যরা তা যীশুকে বলেছিলেন। কেউ বলেন, আপনি এলিয়, যিরমিয়, নবীদের একজন ইত্যাদি। তখন যীশু শিষ্যদের বললেন যে, তোমরা কি বল? আমি কে? শিমোন-পিতর বললেন, আপনি সেই জীবন্ত মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। যীশু তাদের বললেন যে তোমার বিশ্বাসের উপর আমি মণ্ডলী স্থাপন করব। সেই মণ্ডলী জগতের কোনো মন্দ শক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারপর যীশু তাদের সুখবর প্রচারের ও আরোগ্য করার শক্তি প্রদান করলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যীশু কে, যীশুর ক্ষমতা ও যীশু যে অন্যদের থেকে আলাদা সে বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন।
যোহন ১:১

সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।
যোহন ১:১৪

ব্যাখ্যা

যীশু নিজেই বাক্য ছিলেন। সেই বাক্য দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়েছিল। যীশু নিজেই ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গে থাকতেন। তিনি মানব বেশে পৃথিবীতে আসলেন। যেন পাপী মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। যীশু খ্রীষ্টের মানুষ হওয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট দয়া ও সত্যে পরিপূর্ণ। তিনি দয়াবান এবং সত্যময় ঈশ্বর।

শেষ

পরবর্তী সেশনে হতে যাওয়া field trip সম্পর্কে অবহিত করুন। পরিশিষ্টে সংযুক্ত অভিভাবকদের কাছে সম্মতিপত্র প্রদান করুন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মতিপত্র শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সেশন সমাপ্ত করুন।

সেশন ৪২-৪৩

প্রস্তুতি

পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, শিশুতোষ বাইবেল, কাগজ, কলম হাতের কাছে রাখুন। ভালো করে দেখুন যে peer group-এ কাজ করানোর জন্য পর্যাপ্ত সামগ্রী আছে কি-না, কাগজে লেখার জন্য সাইন পেন বা মার্কার আছে কি-না।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। তাদের জিজ্ঞেস করুন যে পরিবারে কে কে অসুস্থ আছেন। অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করে সেশন শুরু করুন।

শিক্ষার্থীদের কাজ

শিক্ষার্থীদের দিয়ে লূক ৩:১০-১৪ পদ ও ১৬:১-১৮ পদগুলো ধারাবাহিকভাবে পাঠ করান। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১টি করে পদ পড়তে বলুন। পাঠ করার সময় খেয়াল রাখুন যে তারা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে কি না। লূক ৩:১০-১৪, ১৬:১-১৮ পদের আলোকে আপনি সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিষয়ে আলোচনা করুন।

তখন লোকেরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করল, “তাহলে আমরা কি করব?”
যোহন তাদের বললেন, “যদি কারও দু’টা জামা থাকে তবে যার জামা
নেই সে তাকে একটা দিক। যার খাবার আছে সেও সেই রকম করুক।”
কয়েকজন কর-আদায়কারী বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য
এসে যোহনকে বলল, “গুরু, আমরা কি করব?”
তিনি তাদের বললেন, “আইনে যা আছে তার বেশী আদায় কোরো না।”
কয়েকজন সৈন্যও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “আর আমরা কি করব?”
তিনি সেই সৈন্যদের বললেন, “জুলুম করে বা অন্যায়ভাবে দোষ দেখিয়ে কারও
কাছ থেকে কিছু আদায় কোরো না এবং তোমাদের বেতনেই সন্তুষ্ট থেকো।”

লূক ৩:১০-১৪

ব্যাখ্যা

মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। গরিব, অসহায় ও অবহেলিত মানুষদের সাহায্য করতে হবে। অন্যায়ভাবে কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা যাবে না। মানুষের কাছ থেকে পাওনার অতিরিক্তও কিছু গ্রহণ করা যাবে না। জোর করেও কিছু আদায় করা যাবে না। নিজের অর্জিত অর্থে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "কোন এক ধনী লোকের প্রধান কর্মচারীকে এই বলে দোষ দেওয়া হল যে, সে তার মনিবের ধন-সম্পত্তি নষ্ট করছে। তখন ধনী লোকটি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সম্বন্ধে আমি এ কি শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি আর প্রধান কর্মচারী থাকতে পারবে না'।"

"তখন সেই কর্মচারী মনে মনে বলল, "আমি এখন কি করি? আমার মনিব তো আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন। মাটি কাটবার শক্তি আমার নেই, আবার ভিক্ষা করতেও লজ্জা লাগে। যা হোক, চাকরি থেকে বরখাস্ত হলে পর লোকে যাতে আমাকে তাদের বাড়ীতে থাকতে দেয় সেইজন্য আমি কি করব তা আমি জানি।"

"এই বলে যারা তার মনিবের কাছে ধার করেছিলো তাদের প্রত্যেককে সে ডাকল। তারপর সে প্রথম জনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মনিবের কাছে তোমার ধার কত?' সে বলল, 'দু' হাজার চারশো লিটার তেল।' সেই কর্মচারী তাকে বলল, 'যে কাগজে তোমার ধারের কথা লেখা আছে সেটা নাও এবং শীঘ্র বসে এক হাজার দু'শো লেখ।' সেই কর্মচারী তারপর আর একজনকে বলল, 'তোমার ধার কত?' সে বলল, 'আঠার টন গম।' কর্মচারীটি বলল, 'তোমার কাগজে সাড়ে চৌদ্দ টন লেখ।' সেই কর্মচারী অসৎ হলেও বুদ্ধি করে কাজ করল বলে মনিব তার প্রশংসা করলেন।

এতে বোঝা যায় যে, এই জগতের লোকেরা নিজেদের মত লোকদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে আলোর রাজ্যের লোকদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। আমি তোমাদের বলছি, এই মন্দ জগতের ধন দ্বারা লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, যেন সেই ধন ফুরিয়ে গেলে পর চিরকালের থাকবার জায়গায় তোমাদের গ্রহণ করা হয়। সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বাসযোগ্য সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাসযোগ্য হয়। সামান্য ব্যাপারে যাকে বিশ্বাস করা যায় না তাকে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাস করা যায় না। এই জগতের ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে যদি তোমাদের বিশ্বাস করা না যায় তবে কে তোমাদের বিশ্বাস করে আসল ধন দেবে? অন্যের অধিকারে যা আছে তা ব্যবহার করবার ব্যাপারে যদি তোমাদের বিশ্বাস করা না যায়, তবে তোমাদের নিজেদের অধিকারের জন্য কেউ কি তোমাদের কিছু দেবে?

"কোন দাস দু'জন কর্তার সেবা করতে পারে না, কারণ সে একজনকে ঘৃণা করবে

ও অন্যজনকে ভালবাসবে, কিম্বা সে একজনের প্রতি মনোযোগ দেবে ও অন্যজনকে
তুচ্ছ করবে। ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এই দু'য়েরই সেবা তোমরা একসঙ্গে করতে পার না।"
এই সব কথা শুনে ফরীশীরা যীশুকে ঠাট্টা করতে লাগলেন, কারণ তারা টাকা-পয়সা বেশী ভালবাসতেন।
তখন যীশু তাঁদের বললেন, "আপনারা লোকদের সামনে নিজেদের ধার্মিক
দেখিয়ে থাকেন কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের মনের অবস্থা জানেন। মানুষ যা
সম্মানিত মনে করে ঈশ্বরের চোখে তা ঘৃণার যোগ্য।

"বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সময় পর্যন্ত মোশির আইন-কানুন এবং নবীদের লেখা চলত।
তারপর থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুখবর প্রচার করা হচ্ছে এবং সবাই আগ্রহী হয়ে
জোরের সঙ্গে সেই রাজ্যে ঢুকছে। তবে আইন-কানুনের একটা বিন্দু বাদ
পড়বার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবী শেষ হওয়া সহজ।"
লূক ১৬:১-১৭

ব্যাখ্যা

জীবনে সততা ও ন্যায্যতা ধারণ করতে হবে। মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যের সম্পত্তির প্রতি লোভ করা যাবে না। মিথ্যা বলে অতিরিক্ত গ্রহণ করা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে। মানুষের সাথে প্রতারণা করা যাবে না। ধনের মোহ থেকে দূরে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, ছোট বিষয়ে হোক কি বড় বিষয়ে হোক। একই সময় ধন ও ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায় না। ধন-সম্পদ বুদ্ধির সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং ঈশ্বরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে হবে। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা যাবে না। ব্যভিচার করা থেকে দূরে থাকতে হবে। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষী হতে হবে।

বাড়ির কাজ এবং শেষ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা টেলিভিশন বা কোথাও কখনো কারও সাক্ষাৎকার দেখেছে কি না। বলুন যে এবার শিক্ষার্থীকে এই কাজটি করতে হবে, মানে সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বলুন যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার কোনো একজন প্রতিবেশীর সাক্ষাৎকার নিতে হবে। ঐ প্রতিবেশীকে যে প্রশ্নটি করতে হবে তা হলো, "আপনি আমাকে এমন একটি কাজ বলুন যে কাজটি করতে যীশু আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।" শিক্ষার্থী চাইলে একের অধিক প্রতিবেশীর সাক্ষাৎকার নিতে পারে। সাক্ষাৎকার শেষে প্রাপ্ত উত্তর বা উত্তরসমূহ লিখে ফেলতে হবে। আপনার কাছে ঐ উত্তর পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীরা জমা দিবে। বাড়ির কাজটি বুঝিয়ে দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশন শেষ করুন।

সেশন ৪৪

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের নেওয়া সাক্ষাৎকারে কী রকম কথোপকথন উঠে আসতে পারে তা নিয়ে একটু ভাবুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জমাকৃত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত উত্তরগুলোর প্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ ভাবনা আছে কি না জিজ্ঞেস করুন। যেমন হতে পারে শিক্ষার্থী তার প্রতিবেশী সম্বন্ধে কোনো বিশেষ উপলব্ধি সবার সাথে share করতে চাইতে পারে।

কাজ বাছাই

এরপর বোর্ডে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত কাজগুলোর তালিকা করুন। শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে এক বা একাধিক সেশনে ক্রমানুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত কাজগুলো এ তালিকায় উঠে আসবে। এবার একজন করে শিক্ষার্থীদের সামনে এসে এই তালিকা থেকে একটি করে কাজ বেছে নিতে বলুন যা তারা পরবর্তী সেশনের আগে সম্পাদন করবে। যেমন সাক্ষাৎকার থেকে হয়তো উঠে আসতে পারে যে কোনো প্রতিবেশী দান করে কারণ যীশু তাকে দান করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাহলে বোর্ডে লিখুন, “দান করা”। এভাবে বোর্ডে লেখা হতে পারে, “দান করা”, “ক্ষমা করা”, “অন্যকে সাহায্য করা”, প্রভৃতি। অতঃপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী এই কাজগুলো থেকে একটি করে বেছে নিবে। শিক্ষার্থীদের জানান তাদের করা কাজটির একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা তাদের পরবর্তী সেশনে করতে হবে।

উপস্থাপন

শিক্ষার্থীরা তাদের করা কাজটির ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করবে। শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের ভালো কাজের অভিজ্ঞতা সবাইকে জানাতে বলুন। শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে আরও কিছু কর্মকাণ্ড যেমন প্রতিফলন, প্রশ্নোত্তর, প্রভৃতি এই উপস্থাপনের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন।

শেষ

চমৎকার কাজ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিন।

মূল্যায়ন - অর্পিত কাজ Rubric এর মাধ্যমে মূল্যায়ন ।

তৃতীয় যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৪৫-৪৮

পর্যন্ত

সেশন ৪৫

প্রস্তুতি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করে, হাত জোড়করে, স্থির হয়ে বসতে বলবেন, যাতে শ্রেণিকক্ষে একটি প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করবে। নীরবতা ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ধ্যান ও প্রার্থনা-সহায়ক সংগীত ব্যবহার করতে পারেন।

এই সেশনে শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি টাঙিয়ে রাখার একটি কাজ আছে। সেজন্য সুতা, জেমস ক্লিপ, ক্লিপ, ইত্যাদি জোগাড় করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। তাদের বাসার সবাই ভালো আছে কি না। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা কোনো শিক্ষার্থীর আত্মীয় কেউ অসুস্থ থাকে তবে সংক্ষিপ্ত একটি প্রার্থনা করুন। এরপর সবাই সামসংগীত/গীতসংহিতা ১৩৬:১-৯ পদ দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকে একটি করে পদ পাঠ করবে। পদগুলো দেওয়া হলো, শিক্ষার্থীর বইয়েও এটা দেওয়া আছে।

“সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দাও, কারণ তিনি মঙ্গলময়
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী–।
ঈশ্বর যিনি সব দেবতার চেয়েও মহান–।
তাঁকে ধন্যবাদ দাও;
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী–।
প্রভু, যিনি সব প্রভুদের চেয়েও মহান তাঁকে ধন্যবাদ দাও
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী।
যিনি একাই সব বড় বড় আশ্চর্য কাজ করেন তাঁকে ধন্যবাদ দাও;
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী–।
যিনি তাঁর বুদ্ধি দিয়ে আকাশ তৈরি করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ দাও;
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী
যিনি জলের উপরে ভূমি স্থাপন করেছেন
তাঁকে ধন্যবাদ দাও;
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী–।
যিনি বড় বড় আলোর সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দাও;
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী–।
তিনি দিনের উপর রাজত্ব করার জন্য সূর্য সৃষ্টি করেছেন;
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী–।
তিনি রাতের উপর রাজত্ব করার জন্য চাঁদ ও তাঁরা সৃষ্টি করেছেন;
তাঁর ভালোবাসা চিরকাল স্থায়ী।”

সামসঙ্গীত/গীতসংহিতা ১৩৬: ১-৯ (প্রকাশিত বাক্য ২২:২)

চিত্রাঙ্কন

বোর্ডে প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২ থেকে নিচের পদগুলো লিখে দিন।
সেই নদীর দুধারেই জীবন-গাছ ছিল। তাতে বারো রকমের ফল ধরে।

এবার বলুন এই লাইন দুইটির আলোকে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ছবি আঁকতে হবে। শিক্ষার্থীদের রংপেন্সিল ব্যবহার করে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করুন। বলুন, “তোমাদের ইচ্ছামতো একটি নদী আঁকতে পারো, নদীর পার আঁকতে পারো। তার দুধারে ইচ্ছামতো গাছও আঁকতে পারো। এবং গাছে ইচ্ছামতো বারো রকমের ফল আঁকতে পারো।” শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত লাইনের সাপেক্ষে আপনাকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে যে তারা বারো রকমের গাছ আঁকবে না এক গাছে বারো রকমের ফল আঁকবে। শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে পারেন যে তারা তাদের পছন্দমতো যেটা চায় সেটা করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের ছবিগুলোতে নিজের নাম এবং ক্রমিক নম্বর লিখতে বলুন যাতে ছবিগুলো পরে শনাক্ত করা যায়। ছবি আঁকা শেষে শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে দিন এবং সবাইকে বলুন এই চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখতে। একাধিক সেশনে এই কাজটি গড়ালে সেশন শেষে ছবিগুলো যত্ন করে জড়ো করে রাখুন যাতে পরবর্তী সেশনে টাঙাতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো দেখুন এবং ইতিবাচক মন্তব্য করুন। এবার জিজ্ঞেস করুন, "ছবিতে যা এঁকেছ তা কি এই পৃথিবীর?"। আরও জিজ্ঞেস করুন, "তোমরা নদী দেখেছ?"। শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলোর বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করে ছবিগুলো দেখিয়ে বলুন, "চারপাশের সবুজ গাছপালা, নদী, ইত্যাদি কার তৈরি তোমরা কি বলতে পারো?" শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কাম্য উত্তর হতে পারে, "ঈশ্বর"। যদি কোনো উত্তর না আসে তবে ঈশ্বর উত্তরটি বের করে আনার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে সেশনের শুরুতে আবৃত্তি করা সামসংগীত/গীতসংহিতা-এর কথা শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শেষ

শিক্ষার্থীদের বলুন স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি আমরা মনের গহিনে কল্পনা করতে পারি এবং তা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে প্রকাশ করতে পারি। বলুন, "ঈশ্বরের এত অপরূপ সৃষ্টি না থাকলে কি আমরা কোনো কিছু রংপেন্সিল দিয়ে আঁকতে পারতাম?"। ঈশ্বরকে মহান সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন।

মূল্যায়ন - শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ rubric-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা অংশগ্রহণ rubric পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

সেশন ৪৬

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলো সংরক্ষণ করুন। এই সেশনে শ্রেণিকক্ষে ছবিগুলো নিয়ে যান। সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে তাদের নিজেদের ছবিগুলো দিয়ে দিন।

বাস্তবায়ন

শুরু, কাজ, এবং শেষ

শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলোতে একটি ছোটো বীজের ছবি এঁকে দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন একটি পাখি এই বীজটা এখানে ফেলে গিয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলুন তাদের বইয়েও একজন বীজবপনকারীর দারুণ একটি ছবি দেওয়া আছে। বীজটা এঁকে দিয়ে বলুন এটা যেকোনো গাছের বীজ হতে পারে, শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় যেকোনো গাছের বীজ কল্পনা করতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন তার ছবিতে আপনার আঁকা বীজটা কোন গাছের বীজ বলে তারা মনে করে। কোনো শিক্ষার্থী হয়তো উত্তর দিবে তার ছবিতে আঁকা বীজটি বড়ই গাছের, অথবা কারও উত্তর হবে বীজটি কাঁঠাল গাছের, ইত্যাদি।

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন এই বীজটা বড়ো হলে কী হবে সেটা কল্পনা করতে। শিক্ষার্থীদের বলুন ছবির দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতে যে বীজটা ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে এবং চারাগাছ থেকে বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। এবার নিচের প্রশ্নগুলোর সাপেক্ষে তাদের ভাবতে বলুন।

যে প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- বীজের মধ্যে কী লুকানো আছে?
- বীজ কেনো ধীরে ধীরে গাছ হয়? টেনিস বল কেনো সময়ের সাথে ফুটবল হয়ে যায় না?
- ঈশ্বর কেনো গাছ সৃষ্টি করলেন?
- ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব কার?

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলুন। লেখা শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সামনে এসে তাদের লেখা উত্তরগুলো পড়তে বলুন।

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

সেশন ৪৭

প্রস্তুতি
পবিত্র বাইবেল এবং শিশুতোষ বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন।

বাস্তবায়ন
শুরু
শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে শুরু করুন।

বক্তৃতা প্রদান
সবকিছুর উর্ধ্বে প্রথম এবং প্রধান কথা হলো সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। এই সকল কিছুর মধ্যে সৃষ্টিজগৎ যেমন আছে সৃষ্টিজগতের বাইরে যা কিছু কল্পনীয় এবং অকল্পনীয়, তাও আছে। ঈশ্বর এ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য এবং মানুষের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এ সকল কিছুর যত্ন নেওয়ার। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা। পবিত্র বাইবেল এ যীশু বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে আমাদের সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

যীশু তাদের আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই: “স্বর্গ-রাজ্য এমন একটা
সর্ষে-দানার মত যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে লাগাল। সমস্ত বীজের
মধ্যে ওটা সত্যিই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু গাছ হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত
শাক-সব্জীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়। ওটা এমন একটা বড় গাছ
হয়ে ওঠে যে, পাখীরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।”
তিনি তাদের আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই: “স্বর্গ-রাজ্য খামির মত।
একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে আঠারো কেজি ময়দার মধ্যে মিশাল।
ফলে সমস্ত ময়দাই ফেঁপে উঠল।”
যীশু গল্পের মধ্য দিয়ে লোকদের এই সব শিক্ষা দিলেন। তিনি গল্প ছাড়া
কোন শিক্ষাই তাদের দিতেন না। এটা হল যাতে নবীর মধ্য দিয়ে
এই যে কথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়: শিক্ষা-ভরা উদাহরণের মধ্য দিয়ে
আমি মুখ খুলব; জগতের আরম্ভ থেকে যা যা লুকানো ছিলো, তা বলব।”
মথি ১৩:৩১-৩৫

পরে তিনি লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই:
"স্বর্গ-রাজ্য এমন একজন লোকের মত যিনি নিজের জমিতে ভাল বীজ
বুনলেন। পরে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন সেই লোকের
শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনে চলে গেল।
শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল
তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল।
তা দেখে বাড়ীর দাসেরা এসে মনিবকে বলল, 'আপনি কি জমিতে ভাল বীজ
বোনেন নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে আসল?'
"তিনি তাদের বললেন, 'কোন শত্রু এটা করেছে।'
"দাসেরা তাঁকে বলল, 'তবে আমরা গিয়ে সেগুলো তুলে ফেলব কি?'
"তিনি বললেন, 'না, শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে তোমরা হয়তো ঘাসের সঙ্গে গমও
তুলে ফেলবে। ফসল কাটবার সময় পর্যন্ত ওগুলো একসংগে বাড়তে দাও। যারা ফসল
কাটে, আমি তখন তাদের বলব যেন তারা প্রথমে শ্যামাঘাসগুলো জড়ো করে পোড়াবার
জন্য আঁটি আঁটি করে বাঁধে, আর তার পরে গম আমার গোলায় জমা করে।"

মথি ১৩:২৪-৩০

তারপর সে কিছু বীজ উর্বর মাটিতে লাগিয়ে দিল। প্রচুর জলের ধারে উইলো গাছের মত
করে সে তা লাগিয়ে দিল। সেটা হল। সেটা গজিয়ে উঠে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া একটা লতা হল।
সেই লতার ডগাগুলো ঐ ঈগলের দিকে ফিরল, আর তার শিকড়গুলো রইল মাটির গভীরে।
এইভাবে সেই লতা বড় হল এবং তাতে পাতা সুদ্ধ অনেক ডগা বের হল।
"'কিন্তু সেখানে পালখে ঢাকা ডানাযুক্ত আর একটা বড় ঈগল ছিলো। সেই লতা জল পাবার
জন্য তার শিকড় ও ডগাগুলো সেখান থেকে সেই ঈগলের দিকে বাড়িয়ে দিল। প্রচুর
জলের পাশে ভাল মাটিতে তাকে লাগানো হয়েছিলো যাতে সে অনেক ডগা বের
করতে পারে, ফল ধরাতে পারে ও সুন্দর লতা হয়ে উঠতে পারে।'

যিহিস্কেল: ১৭: ৫-৮

ব্যাখ্যা

ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সুন্দর ও পবিত্র। তিনি শূন্য থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে রয়েছে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা। তিনি সবকিছু নিপুণভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। ঈশ্বর অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে বৃহৎ বৃক্ষের রূপান্তর ঘটাতে পারেন, শুয়োপোকা থেকে প্রজাপতি বানাতে পারেন, একপা-দুইপা হাঁটা শিশু থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানাতে পারেন। অগণিত সৃষ্টির বৈচিত্র্যপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম। আপাতদৃষ্টিতে কোনো কোনো সৃষ্টির ভূমিকা মন্দ প্রতীয়মান হলেও তারা প্রকৃতিতে কোনো না কোনো ভূমিকা রাখছে এবং সেই ভূমিকা ঈশ্বরই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টিসমূহ তাঁর দেখানো পথে না চলে ভুল পথে চললে ঈশ্বর মনঃক্ষুন্ন হন। পবিত্র বাইবেলে ভালো বীজ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের দেখানো পথে জীবনযাপন করে। আর শ্যামাঘাস/মন্দ বীজ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করে না। স্রষ্টা তার সৃষ্টির মাধ্যমেই যেমন ভালো মানুষের সাহচর্যে ভুল পথে চলা মানুষকে সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ দেন। ঈশ্বরের প্রত্যাশা মানুষের ভালো কাজ যেন আরও বৃদ্ধি পায়। এটা হয় যখন আমরা স্রষ্টার সৃষ্টিগুলোর যত্ন নেই, সকল সৃষ্টির সাথে আমাদের সংযোগ অনুভব করতে পারি, এবং স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত হই।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের জানান যে পোষা প্রাণী বা pet নিয়ে তাদের একটি বাড়ির কাজ দেওয়া হচ্ছে। কাজটি হলো শিক্ষার্থীরা নিজের বা প্রতিবেশীর কোনো pet-এর যত্ন নিবে। শিক্ষার্থীদের নিজের পছন্দমতো যত্ন নেওয়ার নির্দেশনা দিন। হতে পারে শিক্ষার্থী pet-টিকে গোসল করাল বা খাওয়াল বা পশুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেল। শিক্ষার্থী তার পছন্দমতো অন্য কোনো যত্নের কাজও চাইলে করতে পারে। শিক্ষার্থীকে বলুন এ কাজগুলো করার সময় যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে, যেমন অসুস্থ পশুর কাছে না যাওয়া, আঁচড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, এবং এমন পশুর যত্ন নেওয়া যার টিকাসমূহ হালনাগাদ আছে। পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করবে।

যদি আপনার শ্রেণিকক্ষে projector-এর ব্যবস্থা থাকে তবে শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিন উপস্থাপনের দিন তারা যেন pen drive-এ ছবি নিয়ে আসে। চাইলে কেউ pen drive-এর বদলে আপনাকে ইমেল করতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার ইমেল ঠিকানা বোর্ডে লিখে দিন। Projector-এর সুবিধা না থাকলে শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিন যে, পশুটির তারা যত্ন নিয়েছে তার একটি হাতে আঁকা ছবি নিয়ে আসতে। ছবিটির নিচে পোষা প্রাণীটির নামও লিখতে বলুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

সেশন ৪৮

প্রস্তুতি

এই সেশনের অংশ হিসেবে বোর্ডে শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি লাগাতে হতে পারে। তাই বোর্ডে ছবি লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন আঠা বা masking tape প্রভৃতি প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে শুরু করুন। পরিবারের সবাই ভালো এবং সুস্থ আছে কি না তা জানুন।

উপস্থাপন

শিক্ষার্থীরা তাদের পোষা প্রাণী যত্ন নেওয়ার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থাপনের পূর্বে projector-এর সুবিধা থাকলে শিক্ষার্থীর pen drive-এ আনা বা আপনাকে পাঠানো ইমেল থেকে ছবিটি দেখান। যদি projector-এর সুবিধা না থাকে তবে শিক্ষার্থীর হাতে আঁকা ছবিটি বোর্ডে লাগিয়ে দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান। সবার মঙ্গল কামনা করে সেশনটি শেষ করুন।

মূল্যায়ন- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/checklist-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা উপস্থাপনা যাচাই-তালিকা/checklist পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

তৃতীয় যোগ্যতার তৃতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৪৯-৫৬

পর্যন্ত

সেশন ৪৯-৫০

প্রস্তুতি

এই সেশনের অংশ হিসেবে কয়েকটি সম্ভাব্য কর্মকান্ডের কোনোটিতে আপনি শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন, যেমন আপনি শিক্ষার্থীদের field trip-এ কোনো রক্তদান কর্মসূচি দেখাতে বা রক্ত ব্যাংক বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। বাবা-মা/অভিভাবকের অনুমতির পাশাপাশি এগুলোর প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুতি দাবি করে। পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সেশনগুলোর পূর্বেই তাই প্রয়োজনীয় যোগাড় যন্ত্র করে রাখুন, কোনো তথ্য না জানা থাকলে জেনে রাখুন। যে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কথা ভাবছেন তার সময়সূচি জেনে রাখুন। প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো পূর্বানুমতি নেওয়ার থাকলে নিয়ে রাখুন বা আগমনবার্তা জানানোর থাকলে জানিয়ে রাখুন।

এই field trip-টির উদ্দেশ্য হলো এমন একটি জায়গায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া যেখানে এটা প্রকাশিত হয় যে সকল মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে, যদিও তাদের ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস বা ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। লক্ষ করুন, রক্তদান কর্মসূচি দেখতে গেলে দেখা যায় যে কোনো ধর্ম-বিশ্বাস-মতামত নির্বিশেষে একজন মানুষ অপর আরেকজন মানুষের সেবায় অংশগ্রহণ করছে। একইভাবে রক্ত ব্যাংকেও দেখা যায় যে কেউ কোন্ ধর্মের তা ব্যতিরেকেই সেবা গ্রহণ করতে পারছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা সদর হাসপাতালে সেবা প্রদান বা গ্রহণের ক্ষেত্রেও কারও ধর্মবিশ্বাস কোনো প্রভাব রাখে না।

আপনার বিদ্যালয়ে আপনার বাস্তবতার সাপেক্ষে এই মূলকথাটি (মানে ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস বা ভিন্ন মতামত থাকলেও যে সকল মানুষ মিলেমিশে থাকে) ঠিক রেখে field trip-টির পরিকল্পনা করুন। হতে পারে কোনো রক্তদান কর্মসূচি আপনার এলাকায় এই সেশনের সময়কালীন সংগঠিত হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি শিক্ষার্থীদের নিকটবর্তী কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়ে যেতে পারেন।

এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি চায় যে শিক্ষার্থী ভিন্ন মতের, ভিন্ন বিশ্বাসের, ভিন্ন ধারণার মানুষের সাথে সহাবস্থান করার সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য বুঝতে পারে। তাই এই সেশনগুলো এবং এই বহুধাপী অভিজ্ঞতার সবগুলো সেশনে সহাবস্থানের বিষয়টি আপনার ভাবনায় রাখুন। শ্রেণিকক্ষে আপনার বলা কথা, আপনার আচরণে সহাবস্থানের মর্মকথা বজায় রাখতে চেষ্টা করুন যার ফলে যাতে কামনা করা যায় যে সেশনের পরবর্তীতে প্রসৃত পরিসরে শিক্ষার্থীও সহাবস্থানের ভাবনায় ভাবিত হবে।

সিলেট শহরে একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে দুস্থ নারীদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন ২০১৩।
আলোকচিত্র/ ডা. এডওয়ার্ড পল্লব রোজারিও/কারিতাস বাংলাদেশ।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে যাত্রা শুরু করুন।

Field Trip

শিক্ষার্থীদের কোনো রক্তদান কর্মসূচি দেখাতে বা রক্ত ব্যাংক বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে নিয়ে যান। শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই বলুন এ স্থানগুলোতে বিপদগ্রস্ত ও অসুস্থ মানুষ আসেন আর এ কারণেই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষার্থীরা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান এবং চলাফেরা করে। বলুন যে শিক্ষার্থীরা এমন কিছু কোনোভাবেই যাতে না করে যে এ স্থানগুলোতে চলা কার্যক্রমে কোনো ব্যাঘাত ঘটে।

শিক্ষার্থীদের স্থাপনাগুলো, আগত মানুষ এবং সেবাপ্রদানকারী সকলকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। নির্দেশনা হিসেবে বিভিন্ন কর্মকান্ডকে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্দেশনাগুলো এভাবে দিন: যেমন,

কোনো নির্দিষ্ট দিকে আঙুল তাক করে বলুন, "ঐ যে দেখছো, ঐ জায়গাটায় যারা চিকিৎসা নিতে চায় তারা নাম এবং তথ্য নিবন্ধন করছে।"

শিক্ষার্থীদের বলুন, "দেখেছো, যারা সেবা চাচ্ছে, কাউকে কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সবাইকেই সেবা দেওয়া হচ্ছে। সবাইকেই সুস্থ করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত আছে।" কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যদি এমন দেখা যায় যে কোনো অসুস্থ কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তবে পরিস্থিতিটি ভালো করে জানুন এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন। যেমন হতে পারে কোনো চিকিৎসাপ্রার্থী ব্যক্তির জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন যার জন্য কোনো বিভাগীয় বা বড়ো হাসপাতালে তাকে বাস্তবানুগভাবেই অর্পণ করা হচ্ছে।

Field Trip-এর বিকল্প

কোনো কারণে পূর্বোক্ত field trip আয়োজন করা না গেলে শিক্ষার্থীদের রক্তদান কর্মসূচি বা রক্ত ব্যাংক সংক্রান্ত video দেখাতে পারেন। YouTube-এ রক্তদান নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন যেমন বাঁধন, সন্ধানী কিংবা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র অনেক video আছে যা শিক্ষার্থীদের দেখানোর জন্য উপযুক্ত হতে পারে। বিশেষত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র YouTube channel (https://www.youtube.com/c/BangladeshRedCrescentSociety/videos) এ বেশ কিছু video আছে যা field trip-এর বিকল্প হিসেবে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। যেকোনো video দেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দেখানোর পূর্বে নিজে প্রথমে দেখে নিন এবং video দেখানো সম্বন্ধীয় checklist-টি অনুসরণ করুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। সবার মঙ্গল কামনা করে সেশনটি শেষ করুন।

সেশন ৫১

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক ভাবনা ও আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক প্রশ্ন একটি পোস্টারে লিখে শিক্ষার্থীদের সামনে বা বোর্ডে সেঁটে দিতে প্রস্তুতি নিন।

পোস্টারে লিখুন:

- তোমরা কি দেখেছো যে কেউ এসেছে এবং তাকে সেবা দেওয়া হচ্ছে না?
- যা দেখেছো তা কেনো ঘটছে বলে তোমার মনে হয়?

যদিও শিক্ষার্থীর বইয়ে এবং এই শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া আছে, তারপরও এই সেশনের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের একটি পোস্টার শিক্ষার্থীদের সামনে পোস্টার size-এ উপস্থাপন করতে পারেন। এই পোস্টারটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পুনর্মুদ্রণ করেছে এবং সুলভ মূল্যে বিক্রয় করছে যা আপনি চাইলে সংগ্রহ করতে পারেন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে গত সেশনের field trip-এর অনুভূতি জিজ্ঞেস করুন। বলতে পারেন, "গত সেশনে আমরা যে field trip-এ গিয়েছিলাম, তোমাদের কেমন লেগেছে?"

আলোচনা

কয়েকজন শিক্ষার্থীর অনুভূতি কিংবা শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে সকল শিক্ষার্থীর অনুভূতি শুনে বলুন যে এই সেশনে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীদের সামনে পূর্বে প্রস্তুতকৃত পোস্টারটি উপস্থাপন করে বলুন যে উল্লিখিত প্রশ্নের আলোকে তারা যাতে আলোচনা করে। আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিন।

আলোচনা শেষে প্রতিটি দলকে তাদের আলোচনার সারমর্ম উপস্থাপন করতে বলুন।

মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত একটি ঐতিহাসিক পোস্টার দেখাবেন। বলুন যে এই পোস্টারটি এঁকেছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী। বলুন যে এরকম পোস্টারগুলো মুক্তিযুদ্ধের সংকটপূর্ণ সময়ে সকলের মনে অফুরন্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। পোস্টারটি এই বই থেকে (পরবর্তীতে দেওয়া) বা শিক্ষার্থীর বই থেকে বা সংগ্রহ করা থাকলে বড়ো তথা প্রমাণ আকৃতির পোস্টার হিসেবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করুন।

বাংলার হিন্দু
বাংলার খৃষ্টান
বাংলার বৌদ্ধ
বাংলার মুসলমান

আমরা সবাই বাঙালী

ক্ষার্থীদের পোস্টারটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন। অতঃপর পোস্টারে উল্লিখিত কথাগুলো একাধিক শিক্ষার্থীকে উচ্চস্বরে পড়তে বলুন। পোস্টারে থাকা উপাসনালয়ের ছবির দিকেও শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

বাড়ির কাজ

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে পরবর্তী সেশনের আগে তাদের পরিচিত বা সান্নিধ্যে যাওয়া যায় এমন কোনো মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলতে হবে। নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীদের কথোপকথনটি পরিচালনা করতে হবে।

কথোপকথনে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন।

- দাদু/দিদা বা অন্য কোনো সম্বোধন, তুমি কেনো যুদ্ধে গিয়েছিলে?
- ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ- তোমরা সবাই যুদ্ধে গিয়েছিলে?
- তখন কি তোমরা সব ধর্মের মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলে?

শিক্ষার্থীদের বলুন যে কথোপকথনটি তাদের লিখিত আকারে পরবর্তী সেশনে জমা দিতে হবে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

সেশন ৫২

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের পোস্টার আঁকার কর্মকান্ড করাতে কাগজ যোগাড় করে রাখুন। শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে একটি বড়ো কাগজের ব্যবস্থা করুন যেখানে একাধিক শিক্ষার্থী মিলে আঁকতে পারে।

দুইটি সেশন জুড়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলী করার সময় লক্ষ রাখুন যে শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া প্রতিবেদন দুইটি সেশনের অন্তবর্তীকালে আপনাকে দেখে ফেলতে হবে।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলুন যে সবাই আগের সেশনে দেওয়া মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথোপকথন সম্পন্ন করেছে কি না। কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে কাজটি সম্পন্ন করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন। তাদের কথোপকথনের অনুভূতি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কথোপকথনের লিখিত প্রতিবেদন জমা নিন।

পোস্টার বানানো

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের দেখানো পোস্টার, মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথোপকথন এবং বিগত সেশনগুলোর আলোকে একটি পোস্টার আঁকতে হবে। শিক্ষার্থীদের পোস্টার আঁকার জন্য কাগজ দিন। শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে শিক্ষার্থীদের একটি বড়ো কাগজ দিন যেখানে একাধিক শিক্ষার্থী মিলে আঁকতে পারে।

প্রতিবেদন এবং পোস্টার নিয়ে ১:১ আলোচনা

শিক্ষার্থীদের পোস্টার বানানো শেষ হলে সেগুলো টাঙানোর ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার বানানো পোস্টার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করুন। কী ভাবনা বা ভাবনাগুলো থেকে সে পোস্টারটা এঁকেছে তা জিজ্ঞেস করুন। ঐ শিক্ষার্থীর জমাকৃত প্রতিবেদনের সাথে তার আঁকা পোস্টারের কোনো যোগসূত্র আছে কি-না তা প্রতিষ্ঠা করুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

সেশন ৫৩-৫৪

প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে শিশুতোষ বাইবেল এবং পবিত্র বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন। বিষয়বস্তু শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে না জানিয়ে এবং একঘেয়েমি কাটাতে audiovisual materials ব্যবহার করতে পারেন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। কারো পরিবারে কেউ অসুস্থ থাকলে তার জন্য নাতিদীর্ঘ প্রার্থনা করতে পারেন। অতঃপর নিচের বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরুন।

খ্রীষ্টধর্মে সহাবস্থান

পবিত্র বাইবেল যিহোশূয় ২৪:১৫ পদে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা লেখা হয়েছে। "কিন্তু সদাপ্রভুর সেবা করতে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে যার সেবা তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও...।" ঈশ্বর ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে ধর্মীয় সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল রোমীয় ১২:১৭-১৮ পদে লেখা আছে, "মন্দের বদলে কারও মন্দ কোর না। সমস্ত লোকের চোখে যা ভাল সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব সমস্ত লোকের সঙ্গে শান্তিতে বাস কর।"

পবিত্র বাইবেল লূক ১০:২৭ পদে লেখা আছে, "... তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।" এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালোবাসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসতে হবে। যোহন ৪:৭ পদে লেখা আছে, "প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা

ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে ভালবাসা আছে, ঈশ্বর থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা ঈশ্বরকে জানে।" যারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে দাবী করে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। যীশু সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের কথা বলেছেন। পবিত্র বাইবেল যোহন ১৩:৩৪ পদে যীশু বলেছেন, "একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি-তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালবেসো।" একে অন্যকে ভালোবাসা যীশুর আজ্ঞা।

যীশু খ্রীষ্ট সকল মানুষকে ভালবেসেছেন। তাঁর শিক্ষা এই, আমরাও যেন অন্য মানুষকে ভালোবাসি ও তাদের সম্মান করি। যীশু অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি তাঁর প্রেম দেখিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণিভেদে সকল মানুষকে তিনি সম্মান ও মূল্য দিয়েছেন। তাঁর নিজের গোত্রের মানুষ যিহুদীরা অন্যান্য সব ধর্ম ও গোত্রের মানুষদের তুচ্ছ করতো, তাদের তারা অধার্মিক মনে করতো। বিশেষ করে শমরীয় জাতির লোকদের তারা তুচ্ছ বা ঘৃনা করত। যিহুদীরা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা করত না; এমনকি তারা শমরীয়দের বাসভূমি দিয়ে চলাচল পর্যন্ত করত না। কিন্তু যীশু ছিলেন এসবের উপরে। বাইবেলে যোহন লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে যীশু একবার সেই অঞ্চলে গেলেন। এমন কি তিনি সেখানে গিয়ে একজন শমরীয় নারীর কাছে পিপাসা মিটানোর জন্য জল চাইলেন। সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে যীশু সেদিন পিপাসা মেটানোর জন্য জল চাইতে দ্বিধা করেননি।

সুসমাচার লূক ১০ অধ্যায়ে দেখতে পাই সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোন বাধার উর্ধ্বে উঠে মানুষ অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে। এটা অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশের একটি চমৎকার উপমা (প্রতিবেশী বিষয়ক সেশনগুলোতেও এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। দৃষ্টান্তটি সংক্ষেপে এরূপ: যেরূশালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার সময়ে একজন যিহুদীকে একদল দস্যু অনেক প্রহার করে আধমরা অবস্থায় পথের পাশে ফেলে চলে যায়। পরে ঐপথ দিয়ে এক জন যাজক এবং তারপরে একজন লেবীয় (যাজকীয় কাজে সাহায্যকারী লোক) নিজ নিজ কাজে চলে গেল। তারা কেউই সেই বিপদগ্রস্থ লোকটির সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। পরে ঐ পথ দিয়ে একজন শমরীয় ব্যক্তি (যে ছিল অযিহুদী ও যিহুদীদের দৃষ্টিতে বিধর্মী) যাচ্ছিলেন। তিনি পথের পাশে পড়ে থাকা ঐ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে দেখে তাকে সমস্ত প্রকারের সাহায্য করলেন, তার চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা করলেন। তিনি তাকে একটা পান্থশালায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঈশ্বরের আজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে মহৎ আজ্ঞা কী?- এমন এক প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেছেন, “সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারি আদেশ হলো, ‘তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।’ তার পরের দরকারি আদেশটা প্রথমটারই মতো: ‘তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।’ খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত শিক্ষা এই দুইটি আদেশের উপরেই নির্ভর করে আছে।” (মথি ২২:৩৭-৪০, মার্ক ১২:২৯-৩১, লুক ১০:২৭)। সাধু লুকের সুসমাচারে যীশুর বলা গল্পটিতে সেই শমরীয় ব্যক্তিই হয়েছিলেন আহত লোকটির কাছে প্রকৃত প্রতিবেশী।

যীশু খ্রীষ্টধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের শিক্ষা দেন যেন জাতি, গোত্র, ধর্ম, সম্পদ, সামাজিক পদমর্যাদা, ইত্যাদির কথা বিবেচনা না করে সকল মানুষকে সন্মান করি, সকলের মধ্যেই যে ঈশ্বরপ্রদত্ত অনেক গুণ আছে বা থাকতে পারে সে কথা যেন মনে রাখি। প্রত্যেকের ন্যায্য ও মানবীয় অধিকারকে সম্মান করা আমাদের এক পবিত্র দায়িত্ব। শত রকমের বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোন বিকল্প আজ পৃথিবীতে নেই।

পবিত্র বাইবেল এ যীশু খ্রীষ্টের অনেকগুলি উপাধির মধ্যে একটি হল "শান্তিরাজ"। মানুষে মানুষে শান্তি ও প্রেম ছিল তাঁর জীবনের বড় এক লক্ষ্য। প্রেরিত পৌলের এ কথাগুলো আমাদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে: "শেষে বলি, ভাইয়েরা, যা সত্যি, যা উপযুক্ত, যা সৎ, যা খাঁটি, যা সুন্দর, যা সম্মান পাবার যোগ্য, মোট কথা যা ভাল এবং প্রশংসার যোগ্য, সেই দিকে তোমরা মন দাও। তোমরা আমার কাছে যা শিখেছ ও ভাল বলে গ্রহণ করেছ এবং আমার মধ্যে যা দেখেছ ও আমার মুখে যা শুনেছ, তা-ই নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখ। তাতে শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।" (ফিলিপীয় ৪:৮-৯)। তাই আমরা খ্রীষ্টের প্রদর্শিত পথে চলে একটা সুন্দর ও শান্তির সমাজ তৈরীর কাজে অবদান রাখবো।

অন্যান্য ধর্মে সহাবস্থানের কথা

সকল ধর্মই অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সহাবস্থানের বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়। নিচে ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের সহাবস্থান বিষয়ক কথাগুলো জেনে রাখুন।

ইসলাম ধর্মে সহাবস্থান

ইসলাম সকল মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণের শিক্ষা দেয়। ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা ইসলামি আদব। কেননা, মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সা'দ (রা.) কাদেসিয়া এলাকায় বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বললেন, মহানবি (স.) এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, সে কি একটি প্রাণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলো না?

সুখে-দুঃখে ভিন্ন ধর্মের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের যে কোনো বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামের শিক্ষা। মহানবি (স.) যে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করত। বিপদে-আপদে ও দুঃখে-কষ্টে মহানবি (স.) সবার পাশে দাঁড়াতেন। এমনকি তিনি অমুসলিম রোগীকে দেখতে তাদের বাসায়ও যেতেন ও তাঁদের সেবা করতেন।

হযরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'জেনে রেখ! কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম নির্যাতন করে, অথবা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অথবা তার কোনো জিনিস বা সহায়-সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়; তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তাদের বিপক্ষে অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান করব। (আবু দাউদ)

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে জানতে চাইলাম, আমি কী তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি তাঁর সঙ্গে মায়ের মতোই আচরণ করবে। (সহিহ বুখারি)

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্মে এমন কোনো রীতি-নীতি নেই যা অন্য মানুষকে কষ্ট দেয়। যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয়, তাদের প্রতিও মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মুসলমানরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তা হলো:

- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। অন্য কেউ তাদের ধর্ম পালন ও উৎসবে বাধা প্রদান করবে না; ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে হবে ও সুন্দর আচরণ করতে হবে;
- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে না;
- দেশ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় সবাই অংশগ্রহণ করবে;
- সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান পরিচালনা করতে বাধা নেই;
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে হবে;
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোনোও আত্মীয়স্বজন থাকলে তার সঙ্গে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে; এবং
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে। তাদের দুঃখে-কষ্টে পাশে দাঁড়াতে হবে।

সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সদাচার

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারও সাথে বেইনসাফ কিংবা অন্যায় আচরণের নির্দেশনা দেয় না। ইসলামে অমুসলিমদের ধর্ম পালন, বিপদাপদে সাহায্য প্রদান, সৌজন্যমূলক হাদিয়া প্রেরণ, ন্যায়বিচারসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভাজন না করে একই সঙ্গে চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া ও লেনদেনের অবকাশ রাখা হয়েছে এবং তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে বিপদাপদে তারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে পাশে থাকতে পারে। মানুষ হিসেবে মানুষকে সম্মান করা ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারী হোক না কেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে যখন ভিন্ন ধর্মের কোনো লোক অসুস্থ বা বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যেত, তখন তিনি তার বার্ষিক ‘কর’ মওকুফ করে দিতেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তাঁর পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলল, ইহুদি। জিজ্ঞেস করলেন, কী দরকার? বৃদ্ধ বললেন, কর ওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এরপর বায়তুল মালের হিসাবরক্ষকের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ বৃদ্ধ এবং তার মতো আরও যত বৃদ্ধ আমাদের দেশে আছে, সবার কর কওকুফ করে দাও এবং খাদ্যভান্ডার থেকে

তাদের সাহায্য করো। এমন ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয় যে, আমরা তাদের যৌবনের শুল্ক গ্রহণ করে বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব।

হিন্দুধর্মে সহাবস্থান

সকল ধর্মের মানুষের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবনাগুলোর একটি। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ গীতা'য় ফলের আশা না করে সকলের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির কর্মফল ঐ একক ব্যক্তির নয়, বরং বিশ্বের সবার কল্যাণের জন্য - এই সর্বজনীন মনোভাব হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ হিন্দুধর্মে সৃষ্টির সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালোবাসা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ এ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ, অপরের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে সহাবস্থানের বিষয়ে চমৎকার কিছু বাণী আছে। স্বামী অরুণানন্দ সম্পাদিত পরম পবিত্র বেদসার সংগ্রহ থেকে কয়েকটি বাণী নিচে দেওয়া হলো:

> মনুষ্যের মধ্যে কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়। ইহারা ভাই ভাই।
> ঋগ্বেদ, ৫/৬০/৫

> হে জ্যোতিঃ স্বরূপ! তুমি মানব সমাজের শক্তিপুঞ্জের সহিত অবস্থান কর এবং তুমিই যজমানের কর্মফল প্রদান কর। তুমি সকলেরই হিতকারী বন্ধু।
> সামবেদ পূর্বাচিক, ১/১/২

> হে দুঃখনাশক পরমাত্মন্। আমাকে সুখের সহিত বর্দ্ধন কর। সব প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। আমি সব প্রাণীকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি। আমরা একে অন্যকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিব।
> যজুর্বেদ, ৩৬/১৮

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন যুগের মহাত্মা-মহাপুরুষেরা এই সম্প্রীতিরই জয়গান গেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অন্য ধর্মের আরাধনা পদ্ধতিকেও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেন। রামকৃষ্ণ এর মতে এই বিভিন্ন ধর্মের সাধনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারই নামান্তর। তিনি বলেছিলেন সকল ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথে হাঁটলেও সকল ধর্মই স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায়। তাঁর বিখ্যাত বাণী হলো, 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক বা অভিন্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো'য় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বলেছিলেন, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true." যা বাংলায় লিখলে দাঁড়ায় এরকম: "আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি ধর্মের যেটি বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা শিখিয়েছে। আমরা কেবল সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাস করি না, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিই।"

১৮১২ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করা হরিচাঁদ ঠাকুর হিন্দুধর্মে সম্প্রীতি-সহাবস্থানের আরেকটি উজ্জ্বল নাম। তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। তার প্রচলিত সাধন পদ্ধতিকে বলা হয় মতুয়াবাদ। মতুয়াবাদ সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদে সকল মানুষ সমান; জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ মতুয়াবাদে স্বীকৃত নয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পরে তার পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রথম হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়েছিলেন। এখন অবধি সেই ঐক্যের আলোয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর এর জন্মতিথি উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় যে মেলার আয়োজন হয় তাতে অংশগ্রহণ করে এবং উৎসবে মেতে ওঠে।

হরিচাঁদ ঠাকুর যে বারোটি উপদেশ সকলের জন্য রেখে গিয়েছেন তা 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই দ্বাদশ আজ্ঞার পঞ্চম আজ্ঞায় হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, "সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।" আর ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলেছেন, "জাতিভেদ করবে না।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী সারদা দেবীও সহাবস্থানের তাৎপর্য মনে করিয়ে দিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তার বলা শেষ বাণী ছিল, "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ এবং মহাত্মা-মহাপুরুষদের বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি এই ধর্ম মানুষে মানুষে একসাথে সশ্রদ্ধ ভালোবাসা নিয়ে সহাবস্থানের কথা বলে এবং দল-মত নির্বিশেষে সবাই সবার কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার কথা বলে।

বৌদ্ধধর্মে সহাবস্থান

বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের সকল ধর্ম, বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সুন্দর, নৈতিক ও মানবিক আচরণ করতে এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের সময়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হতো সেই মানুষটি কোন বংশে এবং কোন পরিবাবে জন্মগ্রহণ করেছে, তার উপর। ফলে নিচুবংশে বা দরিদ্র পরিবারে জন্গ্রহণ করা মানুষগুলো ধর্মীয়, রাষ্টীয় এবং সামাজিক অধিকার থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হতো। বুদ্ধ এই সামাজিক প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন, "জন্মে নয় কর্মের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় ও মর্যাদা নির্ধারণ হয়"। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ বর্গে বুদ্ধ বলেছেন:

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।।

অর্থাৎ জটা, গোত্র এবং জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, যিনি সদ্ধর্মের অধিকারী এবং পবিত্র তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভালবাসতে বা মঙ্গল কামনা করতে বলেন নি। তিনি শুধু মানুষ নয় পশু-পাখি এবং প্রকৃতিকেও ভালবাসতে বলেছেন এবং সকল জীবরে মঙ্গল কামনা করতে বলেছেন। এছাড়া, কটু কথা বলা, কাউকে আঘাত করা, হত্যা করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করা,কারো সম্পদ হরণ করা প্রভৃতি অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। কারণ এসব অকুশল কর্ম মানুষের ক্ষতি সাধন করে, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য নষ্ট করে।

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ

বুদ্ধের মতে, জগতে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। পশু-পাখিতে শারীরিক গঠন, বর্ণ এবং আকৃতিতে পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে এমন কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে জন্ম বা বংশ দিয়ে মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। কর্ম দিয়েই মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়। কর্মের কারণে মানুষ সৎ-অসৎ, কৃষক, শিল্পী, বণিক, চোর, দস্যু ইত্যাদি হয়। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তনিপাত গ্রন্থের বাসেট্ঠ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন:

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা;
বানিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।
অর্থাৎ মানুষ কর্ম দ্বারা কৃষক হয়, কর্ম দ্বারা শিল্পী হয়; কর্ম দ্বারা মানুষ বণিক এবং কর্ম দ্বারাই চাকর হয়।

কুশল কর্ম মানুষকে মহৎ করে। অকুশল কর্ম মানুষকে হীন করে। বুদ্ধ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালবাসতে উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের করণীয় মৈত্রী সূত্রে বলেছেন:

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
অর্থাৎ “মা নিজের জীবন দিয়ে যেভাবে একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রদর্শন করবে”।

তাই আমাদের উচিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালবাসা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা।

বুদ্ধ সকল পেশাকে সমান চোখে দেখছেন এবং নানা ধরনের বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করতে বলেছেন। তাঁর মতে, পেশা মানুষকে ছোট-বড় বা হীন-মহৎ করে না। বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘে জেলে, নাপিত, কুম্ভকার, ধোপা নানা পেশার মানুষ ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কর্মগুণে সংঘে উচ্চতর আসন লাভ করেছিলেন এবং বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাই কোনো পেশাকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

প্রধান ধর্মীয় উৎসব

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন খ্রীষ্টধর্মের প্রধান উৎসব কোন্‌টি। কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি হবে ক্রিসমাস। শিক্ষার্থীদের জানান যে আজ তারা আরও কয়েকটি ধর্মের প্রধান উৎসব সম্বন্ধে জানবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে তাদের অন্য ধর্মের বন্ধুদের উৎসবগুলো তারা কখনও একসাথে উদ্‌যাপন করেছে কি-না। প্রদত্ত তালিকাটি অতঃপর শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

ইসলাম ধর্ম	হিন্দুধর্ম	বৌদ্ধধর্ম
প্রধান ধর্মীয় উৎসব		
ইদ, ইদুল ফিতর এবং ইদুল আজহা	দুর্গাপূজা	বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)
সবাই সুন্দর জামা পরে, নামাজ পড়ে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সবাই সুন্দর জামা পরে, মন্দিরে যায় মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সবাই সুন্দর জামা পরে, গির্জায় যায় মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।

ক্রিসমাসেও যে সবাই নতুন জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায় এ কথা শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে বের করে আনুন। সকল ধর্মীয় উৎসবগুলোর আনন্দের মধ্যে যে দারুণ মিল আছে সেটা প্রতিষ্ঠা করুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

সেশন ৫৫-৫৬

প্রস্তুতি

এই সেশনগুলোর অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা সহাবস্থান সম্বন্ধে যা জেনেছে তা অন্য একটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। তাই এরকম একটি শ্রেণি নির্বাচন করুন এবং কোন্ সময়ে বা period-এ এই কাজটি সম্পাদন করা যেতে পারে তা নির্ধারন করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সেশন শুরু করুন।

উপস্থাপন বিষয়ে জানানো
শিক্ষার্থীদের জানান যে তারা সহাবস্থান সম্বন্ধে যা জেনেছে তা অন্য একটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। বলুন যে তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন দশ মিনিট) ধরে সেশনটি নিতে হবে এবং তারা চাইলে তাদের উপস্থাপনে audiovisual materials, পোস্টার বা অন্য উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।

উপস্থাপনের প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করুন। তাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নসমূহের উত্তর দিন এবং বিভিন্ন উপস্থাপন কৌশলের বিষয়ে জানান।

উপস্থাপন

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমানুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থাপন দেখুন। প্রতিটি উপস্থাপন শেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা করার সুযোগ দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

মূল্যায়ন - শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/checklist-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা উপস্থাপনা যাচাই-তালিকা/checklist পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

পরিশিষ্ট

এই অংশে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং বিভিন্ন যাচাই-তালিকা/checklist, rubric, এবং নমুনা কিছু পত্র দেওয়া আছে। এছাড়াও রয়েছে দুইটি খালি পৃষ্ঠা, যেখানে আপনি আপনার নিজের তৈরি কোনো যাচাই-তালিকা/checklist, rubric, অথবা নমুনা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং তার ভিন্ন ও একটু বদলে যাওয়া রূপগুলো নিচে দেখতে পারো। এই তালিকাটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্য রাখা হলো, এর বাইরেও কিন্তু এরকম খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিশেষ শব্দ তুমি দেখতে পাবে।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান/শব্দ	বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য রূপ	ইংরেজি শব্দ ও তার উচ্চারণ
খ্রীষ্ট	খ্রিষ্ট/খ্রীষ্ট/খ্রিষ্ট	Christ (ক্রাইস্ট্/ক্রাইস্ট্)
যীশু	যিশু	Jesus (জীজস্/জীসাস্)
খ্রীষ্টধর্ম	খ্রিষ্টান/খ্রীষ্টধর্ম/খ্রিষ্ঠধর্ম	Christianity (ক্রিসটিঅ্যানাটি/ ক্রিসচিয়ানিটি)
খ্রীষ্ঠাধর্ম	খ্রিষ্ঠাব্দ/খ্রীস্টধর্ম/খ্রিষ্টান/খ্রিষ্টধর্ম	Christian (ক্রিসচান্/ ইরা/এরা)
অব্রাহাম	আব্রাহাম/ইব্রাহিম/ইব্রাহীম	Abraham (এইব্রাহ্যাম্/এইব্রাহাম্)
ইব্রীয়	হিব্রু	Hebew (হীব্রু)
গালীল	গালিল	Galilee (গ্যালিলী / গ্যালেলী)
জেরোম	যেরোম	Jerome (যেরোম্)
গাব্রিয়েল	গ্যাব্রিয়েল/জিবরাঈল/জিব্রাঈল/জিব্রাইল	Gabriel (গ্যাব্রিয়েল্)
থোমা	থমাস/টমাস/ঠমাস	Thomas (ঠমাস্/থমাস্)
দায়ূদ	দাউদ/ডেইভিড/ডেভিড/দাবিদ	David (ডেইভিড্)
নাসরত	নাসরৎ/নাজারেথ/নাজারথ	Nazareth (ম্যাথিউ/নাজারথ্)
মথি	ম্যাথিউ	Matthew (ম্যাথিউ/মাথেয়)
মরিয়ম (মারীয়া)	মেরি/মারিয়া	Mary (ম্যারি)
মেসোপতেমিয়া	মেসোপটেমিয়া	Mesopotamia (মেসোপটেমিয়া/ মেসোপঠেইমিয়া)
যর্দন নদী	জর্দান নদী/ জর্ডান নদী	Jordan River (যর্ডান্ রিভার্)
যিরূশালেম	জেরুসালেম/জেরুজালেম	Jerusalem (জেরুসালেম/যেরুশালেম্)
যিহূদী	ইহুদি/ইহুদী	Jew (যু/জু)
যোষেফ	যোসেফ	Joseph (জোযেফ্/জোসেফ্)
যোহন	জন	John (জন্)
লূক	লূক	Luke (লক্)
শমরীয়	সামারিটান/সাম্যারিটান্	Samaritan (সামারিটান/সাম্যারিটান্)
ইশমোন-পিতর	সাইমন পিটার	Simon Peter (সাইমন পিটার)

আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/Checklist

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

শিক্ষার্থীর আচরণ				
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
মনোযোগী				
জানতে আগ্রহী				
স্বনির্ভরশীল				
বিঘ্ন ঘটায় না				
স্বতঃস্ফূর্ত এবং কৌতুহলী				
অপরকে মন থেকে সাহায্য করতে চায়				
অপরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে				
কোনো কাজে নেতৃত্ব দেয়				
কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে				
প্রয়োজনে সাহায্য চায়				
অনিরাপদ কাজ করে না				
নির্বাচন করতে দিলে করতে পারে				
শিক্ষকের নির্দেশনা মান্য করে				
সহপাঠীর সাথে আচার-ব্যবহার মার্জিত				
গুরুজনের সাথে আচার-ব্যবহার মার্জিত				

অংশগ্রহণ Rubric

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
বিষয়	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে "সাবাস" বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
সেশনে জিজ্ঞেস করা হলে শিক্ষার্থীর উত্তর দেওয়া এবং নিজে থেকে প্রশ্ন করার মাত্রা; প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার্থীর অন্য অবদান ধর্তব্য	শিক্ষার্থী দুই বা তার বেশি বার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য।	শিক্ষার্থী এক বা দুইবার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। যদি একবার করে তবে সেটাও বেশ ভালোভাবেই করে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য।	শিক্ষার্থী মোটামুটি একবার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য।	
শিক্ষার্থীর করা প্রশ্ন এবং প্রদানকৃত উত্তরের মান; প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার্থীর অন্য অবদান ধর্তব্য	শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গভীর এবং তার যাপিত জীবনের অনুভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ। শিক্ষার্থী প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষার্থী উপস্থাপিত তথ্যের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে নিজের ভাবনাটি স্থাপন করতে পারে, প্রয়োজনে গঠনমূলক সমালোচনাও করতে পারে।	শিক্ষার্থী মূল বিষয়বস্তুর গভীরে যেয়ে তার সাপেক্ষে প্রশ্নটি করে, এবং উত্তর দিলেও একই রকম দক্ষতা দেখায়। প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহারে তার কিছুটা দখল আছে।	শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে এবং প্রশ্ন করতে পারে। তবে তার ভাবনা এবং ভাষা সবসময় গভীর হয় না।	
শিক্ষার্থীর শ্রবণ	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো শুনে, বুঝতে পারে, নিজের ভাবনার মাঝে তা সাজাতে পারে এবং আরও নতুন কিছু যোগ করতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো শুনে, বুঝতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে।	

উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/Checklist

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

শিক্ষার্থীর উপস্থাপন				
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
উপস্থাপন				
বাচনভঙ্গি				
কৌতুহল				
শ্রোতাদের সাথে eye contact				
উপস্থাপনের প্রস্তুতি				
উপস্থাপনের গতি				
অঙ্গভঙ্গি				
ছবি/অতিরিক্ত কোনো সামগ্রীর ব্যবহার				
উপস্থাপনে প্রদানকৃত তথ্য				
শুরুটা কেমন				
তথ্যের স্পষ্টতা এবং শুদ্ধতা				
তথ্যের বিন্যাস				
সময় ব্যবস্থাপনা				
শেষটা কেমন				
প্রশ্ন করা হলে সাড়া কেমন				

অর্পিত কাজ Rubric

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

বিষয়				
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে "সাবাস" বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
কাজটির জন্য গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহ	শিক্ষার্থী দুই বা ততোধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার সবগুলো সম্পূর্ণ সঠিক।	শিক্ষার্থী একটি বা দুইটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার একটি সম্পূর্ণ সঠিক এবং অন্যটি আংশিকভাবে সঠিক।	শিক্ষার্থী যে কোন একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যা আংশিকভাবে সঠিক।	
সম্পাদিত কাজটির বিন্যাস কেমন	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তার বিন্যাস একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট যৌক্তিক এবং তা বেশ যত্নের সাথে সে করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার বিন্যাস একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে খানিকটা যৌক্তিক।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত নয়।	
কাজটির সম্পাদন এবং মৌলিকতা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীলতা দিয়ে কাজটি সে আরো সুন্দর করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা নয় কিন্তু নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীলতা দিয়ে কাজটি করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা গতানুগতিক, যার মধ্যে নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা নেই বললেই চলে।	
সম্পাদিত কাজটির নির্ভুলতা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্ত সম্পূর্ণরূপে সঠিক।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্ত বেশ খানিকটা সঠিক। সামান্য ভুল থাকতে পারে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্তের সামান্য কিছু অংশ নির্ভুল।	
সম্পাদিত কাজটির উপস্থাপনা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে যার মধ্যে সুন্দর ভাষাশৈলী ও সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে কিন্তু তার মধ্যে ভাষাশৈলী ও সৃজনশীলতা সাধারণ।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সে উদাসীন ছিল।	

দলগত কাজ হলে উপরের বিষয়গুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নিচের বিষয়গুলোও মূল্যায়ন করুন				
দলে শিক্ষার্থীটির অবদান	শিক্ষার্থী দলের সকল কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সবাইকে সহযোগিতা করে কাজটি সুন্দর করতে ভূমিকা রেখেছে।	শিক্ষার্থী দলের কোনো কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অন্যদের সহযোগিতা করতে উন্মুখ ছিল।	দলগত কাজে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ খুব কম।	
দলে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা	শিক্ষার্থী দলের সকল সহপাঠির সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের বেশির ভাগ সহপাঠির সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের এক বা দুইজনের সাথে তথ্য বিনিময় করেছে এবং তাদের সহযোগিতা করেছে।	

Field Trip-এর অনুমতিপত্র

প্রিয় মা-বাবা/অভিভাবক,

আপনার শিশুটি একটি Field Trip-এ যাবে। নিচের তথ্যগুলো পড়ুন "✎" চিহ্ন দেওয়া অংশগুলো পূরণ করুন, এবং সবশেষে স্বাক্ষর দিন। এরপর এই অনমতিপত্রের নিচের অংশটি কেটে ..... তারিখের মধ্যে ফেরত দিন।

Field Trip-এর তথ্য

প্রযোজ্য সকল অংশ শিক্ষক পূরণ করবেন।

তারিখ: .....

স্থান: .....

উদ্দেশ্য: .....

বিদ্যায় বহন করবে/ আপনি আংশিক বহন করবেন/আপনি সম্পূর্ণ বহন করবেন

খরচ: .....

আপনি বহন করলে, অর্থ প্রদানের মাধ্যমে: নগদ প্রদান/বিকাশ/ব্যাংক/অন্যান্য:

.....

পরিবহনের মাধ্যম: .....

বিদ্যায়ল থেকে প্রস্থানের সময়: .....আগমনের সময়: .....

কোনো অ্যালার্জি বা স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশনা বা অন্য কোনো বিষয়

✎বিশেষ নির্দেশনা: .....

.....

আপনার কোনো বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: .....

উপরের অংশটুকু আপনি সংরক্ষণ করবেন।

নিচের অংশটুকু স্বাক্ষর করে আপনার শিশুকে দিন তার শিক্ষককে জমা দেওয়া জন্য।

.....নাম.....-কে..... উদ্দেশ্য.....

.....এর উপর করা ..... স্থান.....এ...

আয়োজিত ..... তারিখ ও সময়..... তারিখের Field Trip-এ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলাম। প্রয়োজনে তাকে চিকিৎসা বা অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের অনুমতিও প্রদান করলাম। কোনো জরুলি অবস্থায় নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন:

✎ নাম ..... মোবাইল নম্বর .....

✎ মা-বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

Field Trip নিরাপত্তা যাচাই-তালিকা

যোগাযোগ বিষয়ে		
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই field trip সম্বন্ধে অবহিত আছে কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গা সম্বন্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (একাধিক ব্যক্তি) জানে কি?	হ্যাঁ	না
কোনো দায়িত্বশীল বাবা-মা/অভিভাবক বা এদের প্রতিনিধির সাথে যাত্রার পূর্বে কি যোগাযোগ করেছেন?	হ্যাঁ	না
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরকৃত অনুমতি পত্র নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip-এর যাত্রা শুরুর স্থান ও সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে জানানো হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
এই field trip-এ শেষ হওয়ার সময় কি সন্ধ্যার আগে না পরে? সন্ধ্যার পরে হলে সে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবক বিশেষভাবে অবগত কি?	হ্যাঁ	না
যাত্রা বিষয়ে		
কীভাবে যাবেন তা ঠিক করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যানবাহনে পর্যাপ্ত আসন আছে কি?	হ্যাঁ	না
চালকের driving licence কি হালনাগাদ?	হ্যাঁ	না
যাত্রার পথ কি খুব অভিজ্ঞ চালক দাবি করে?	হ্যাঁ	না
শৃঙ্খলা বিষয়ে		
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে তাদের নাম এবং ঠিকানা সম্বলিত কোনো কাগজ যেমন ID card আছে কি না নিশ্চিত করেছেন?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক দলপ্রধান নির্বাচন করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীদের দলপ্রধানদের শিক্ষার্থী গণনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
স্বাস্থ্য বিষয়ে		
শিক্ষার্থীকে আবহাওয়া উপযোগী পোশাক যেমন শীতের পোশাক পরতে বা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীকে স্থান উপযোগী জুতা পরতে বা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পর্যাপ্ত masks এবং sanitizer নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
একটি first aid kit নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
(খাদ্য সরবরাহ করা হলে) শিক্ষার্থীদের খাদ্যজনিত অসুস্থতার বিষয়ে ভেবেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে শৌচাগারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ চিকিৎসালয় আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, হাল) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ সদর হাসপাতাল আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, হাল) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না

কোনো শিক্ষার্থীর জন্য কি বিশেষ পরিচর্যা বা সহায়তার প্রয়োজন আছে?	হ্যাঁ	না
কোনো শিক্ষার্থীর অ্যালার্জি সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা বা বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে কি?	হ্যাঁ	না
নিরাপত্তা বিষয়ে		
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কী কোনো ধরনের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে? (নিচে টিক দিন) ◯ পানিঘটিত বিপদ যেমন ডুবে যাওয়া ◯ স্থলে ঘটিত বিপদ যেমন আঘাত পাওয়া ◯ দংশন বা কামড় যেমন সাপের কামড় ◯ উষ্ণতাজনিত বিপদ যেমন রোদে পোড়া ◯ বৃষ্টিজনিত সমস্যা ◯ ঠান্ডাজনিত বিপদ ◯ আগুনঘটিত বিপদ ◯ বিদ্যুৎঘটিত বিপদ ◯ অন্য কোনো বিপদ ◯ যানবাহনজনিত দুর্ঘটনা	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ থানা আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ		
যাত্রার পূর্বে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আপনি নিজে গুনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ থাকাকালীন জরুরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে (যেমন অতিরিক্ত মোবাইল) ফোন কি রেখেছেন?	হ্যাঁ	না
Field trip এ থাকাকালীন মোবাইল ফোন charge-এর জন্য বিকল্প উৎস যেমন power bank নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে প্রাথমিকভাবে কোথায় অবস্থান করবেন তা নির্ধারণ করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ কোনো শিক্ষার্থী হারিয়ে গেলে কোথায় অপেক্ষা করবে সে জন্য কোনো শনাক্তযোগ্য জায়গা ঠিক করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
সে শনাক্তযোগ্য জায়গা বা জায়গাগুলো শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে চিনেছে কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ শিক্ষার্থীরা কী কী activity করবে তা নির্ধারণ করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
এই activity-সমূহে সকল প্রকার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারছে কি (যেমন যে শিক্ষার্থী দেখতে পায় না, সে কীভাবে activity-তে অংশগ্রহণ করবে তা ভেবেছেন কি?	হ্যাঁ	না
নির্দিষ্ট খাবারের বাইরে পর্যাপ্ত অতিরিক্ত হালকা খাবার নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
পর্যাপ্ত পানি নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
কোনো শিক্ষার্থী কী কী বহন করতে পারবে বা পারবে না (যেমন মোবাইল ফোন বহন করতে পারবে না) সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
যদি field trip চলাকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের কয়বার এবং কখন খাবার দিবেন তা জানিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থী field trip শেষে কি বিদ্যালয়ে ফিরবে না বাসায় ফিরবে সে সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
ফেরার পূর্বে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আপনি নিজে গুনেছেন কি?	হ্যাঁ	না

কোনো চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীর বিষয়ে		
হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীর এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
শুনতে বা বলতে যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
দৃষ্টিসংক্রান্ত যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
অন্য বা বহু ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীর এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না

Online/Audiovisual Materials চালোনোর যাচাই-তালিকা

Online/Audiovisual Materials চালোনোর বিষয়ে

Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য computer আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য projector এবং projection screen আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য sound system আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য আপনার বিদ্যালয় প্রদত্ত কোনো smartphone আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য আপনার ব্যক্তিগত কোনো smartphone আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য wi-fi বা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ আছে কি?	হ্যাঁ	না
সকল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহের তার (cable) বা অন্য প্রযোজ্য যন্ত্রাংশ available বা ঠিক আছে কি না দেখেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর পূর্বে সকল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহ পরীক্ষা করে নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর পূর্বে sound system সচল আছে কি না দেখে দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবেচনার প্রয়োজন আছে কি?	হ্যাঁ	না
বিদ্যালয়ে Online/Audiovisual Materials এবং interanet এর কার্যাদি সম্বন্ধে পারদর্শী কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না

YouTube বা online video বিষয়ে

YouTube বা online video- সমূহের সংরক্ষণকৃত link অনেক ক্ষেত্রে down থাকতে পারে বা ব্যবহার করা না যেতে পারে, সে বিষয়ে অবগত আছে কি?	হ্যাঁ	না
YouTube বা online video চালানোর পূর্বে link-টি সচল আছে কি না দেখে নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
যে YouTube বা online video –টি চালাতে চাচ্ছেন তা আপনি নিজে সম্পূর্ণ দেখেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যে video - টি চালাতে চাচ্ছেন তাতে কোনো অশোভন কিছু আছে কি না তা নিশ্চিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না

QR code বিষয়ে

QR code বিষয়ে আপনার ধারণা আছে কি?	হ্যাঁ	না
QR code আপনি পূর্বে ব্যবহার করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
আপনার মোবাইল ফোন কি সরাসরি QR code পড়তে পারে?	হ্যাঁ	না
QR code সরাসরি পড়তে না পারলে, আপনার মোবাইল ফোন বিশেষ app যেমন QR Barcode Scanner app-টি install করা আছে কি?	হ্যাঁ	না

নমুনা আমন্ত্রণপত্র

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক,

.....

.....

.....

.....

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি নাটিকা মঞ্চায়ন করতে যাচ্ছে।

আপনি/আপনারা এ অনুষ্ঠানে সাদরে আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদান্তে,

শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ

.....

.....

ফ্লাইওভার :
উন্নয়নের পথে,
পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য